শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دامت برکاتہم العالیہ এর সংশোধনমূলক, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক, সোনালী বাণীর অপূর্ব সংকলন

আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮টি উপদেশ

আপনি এই কিতাবে জানতে পারবেন:

- মুফতিয়ানে কিরামের অভিমত
- দেশ ও ধর্ম উন্নতির ব্যাপারে ৪টি উপদেশ
- সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে ৪১টি উপদেশ
- সবার জন্য ৫২টি উপদেশ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংশোধনমূলক, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক, সোনালী বাণীর অপূর্ব সংকলন

আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ

লেখক:

আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Centre

(বিভাগ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন)

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম: আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ

লেখক: আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic **R**esearch **C**entre
সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ

প্রথম প্রকাশ: যিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি - মে ২০২৪ ইংরেজি

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুলমদীনা বাংলাদেশ

সর্বস্বত্ব মাকতাবাতুল মদীনাকর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktaba Tul Madina
দ্বীনি কিতাবপ্রকাশনার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা:

- **হেড অফিস :** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
  মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
- **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়,
  সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
- **আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার**, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
  মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
- **কাশারীপট্টি**, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা।
  মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

অধ্যয়ন করার সময় প্রয়োজন সাপেক্ষে আন্ডারলাইন করুন, বিষয় লিখে পৃষ্ঠা নাম্বার নোট করুন, اِنْ شَآءَ الله ইলম বৃদ্ধি পাবে।

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত	৮
প্রথমে এটি পড়ে নিন	৯
মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ العَالِي এর অভিমত	১২
মুফতি ফুযাইল রযা কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ العَالِي এর অভিমত	১৮
নিগরানে শূরা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারীর অভিমত	১৯
নিগরানে পাকিস্তান হাজী শাহিদ আত্তারীর অভিমত	২০
দরূদে পাকের ফযিলত	২১
বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীসমূহের গুরুত্ব	২২
ভালো নিয়্যতের ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	২৩
আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপারে ১৫টি উপদেশ	২৪
দরূদে পাকের ব্যাপারে ৩টি উপদেশ	২৫
ইসলাম ও শরীয়তের ব্যাপারে ২৬টি উপদেশ	২৬
সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে ১২টি উপদেশ	২৮
সুন্নাতের ব্যাপারে ২০টি উপদেশ	২৯
সৈয়দজাদার ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৩১
মক্কা মদীনার ব্যাপারে ৮টি উপদেশ	৩২
তরীকতের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ	৩৩
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৩৪
আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ব্যাপারে ৩টি উপদেশ	৩৫
মিলাদ শরীফের ব্যাপারে ১৪টি উপদেশ	৩৫
মসজিদের ব্যাপারে ৮টি উপদেশ	৩৭
ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ	৩৮
অযুর ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৩৮

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের ব্যাপারে ২২টি উপদেশ	৩৯
খোদাভীতির ব্যাপারে ১৫টি উপদেশ	৪১
একনিষ্ঠতার ব্যাপারে ৬টি উপদেশ	৪৩
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে ২৫টি উপদেশ	৪৪
ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে ৫টি উপদেশ	৪৬
সম্পদ ও সম্পদশালীদের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ	৪৭
অত্যাচারী ও অত্যাচারের ব্যাপারে ৫টি উপদেশ	৪৮
নেকীর ব্যাপারে ২৮টি উপদেশ	৪৮
গুনাহের ব্যাপারে ২৬টি উপদেশ	৫১
সুধারণার ব্যাপারে ৫টি উপদেশ	৫৪
দৃষ্টিকে সংযত রাখার ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৫৪
কথাবার্তার ব্যাপারে ২৬টি উপদেশ	৫৫
মিশুকতা ও সদাচরণের ব্যাপারে ৩৩টি উপদেশ	৫৮
নিজের সংশোধনের ব্যাপারে ২৪টি উপদেশ	৬১
অপরের সংশোধনের ব্যাপারে ৯টি উপদেশ	৬৩
উর্দু ভাষার ব্যাপারে ২টি উপদেশ	৬৪
ইসলামী কিতাব অধ্যয়ন ও দ্বীনি জ্ঞানের ব্যাপারে ২৩টি উপদেশ	৬৪
নিজের ব্যক্তিত্ব প্রখর করার ব্যাপারে ১৫টি উপদেশ	৬৭
ওলামায়ে কিরামের ব্যাপারে ১৮টি উপদেশ	৬৮
ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য ১১টি উপদেশ	৭০
হাফিযদের ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৭১
মাহে রমযানের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ	৭২
সৎ সঙ্গ ও বন্ধুদের ব্যাপারে ১২টি উপদেশ	৭৩
স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে ৫টি উপদেশ	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
পিতামাতার জন্য ৪২টি উপদেশ	৭৪
সন্তানের জন্য ১১টি উপদেশ	৭৯
বউ-শাশুড়ির জন্য ৩টি উপদেশ	৮১
কবর ও আখিরাতের ব্যাপারে ২০টি উপদেশ	৮১
পশুদের ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৮৩
ঈদ ও কুরবানীর ব্যাপারে ১১টি উপদেশ	৮৪
দেশ ও ধর্ম এবং সমাজের উন্নতির ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	৮৫
রূহানী চিকিৎসার ব্যাপারে ৮টি উপদেশ	৮৫
চিকিৎসা ও চিকিৎসকের ব্যাপারে ২৩টি উপদেশ	৮৬
চিকিৎসা উপায় ও ব্যবস্থাপত্রের ব্যাপারে ১০টি উপদেশ	৮৯
পানাহার ও সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে ৪১টি উপদেশ	৯০
আতিথেয়তা ও দাওয়াতের ব্যাপারে ৭টি উপদেশ	৯৪
মাদানী চ্যানেলের ব্যাপারে ৩টি উপদেশ	৯৫
মুবাল্লিগ ও নাত খাঁদের ব্যাপারে ১২টি উপদেশ	৯৬
ইন্টারনেট, মোবাইল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে ১২টি উপদেশ	৯৭
জনসাধারণের ভুল ধারণার ব্যাপারে ২টি উপদেশ	৯৯
সফরের ব্যাপারে ৩টি উপদেশ	৯৯
সবার জন্য ৫২টি উপদেশ	১০০
দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে ২০টি উপদেশ	১০৫
৭২টি নেক আমলের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ	১০৭
মাদানী কাফেলার ব্যাপারে ৪টি উপদেশ	১০৮
সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যাপারে ৮টি উপদেশ	১০৯
কার্যবিবরণীর ব্যাপারে ৩টি উপদেশ	১১০
মাদানী মাশওয়ারা ব্যাপারে ৫টি উপদেশ	১১১

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ "অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।"

(মুজামুকবীর, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল: (১) আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।
(২) যতবেশি ভালো নিয়্যত ততবেশি সাওয়াব।

(১) প্রত্যেকবার হামদ (২) সালাত দ্বারা শুরু করবো **(এই পৃষ্ঠার উপরে উল্লেখিত আরবী ইবারত পাঠ করে নিলে উভয় নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে)** (৩) যেখানে যেখানে আল্লাহ পাকের সত্তাগত অথবা গুণবাচক নাম আসবে সেখানে "পাক" অথবা "করীম" ইত্যাদি প্রশংসা মূলক শব্দ পাঠ করবো এবং (৪) যেখানে যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেকোনো সত্তাগত বা গুণবাচক নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করবো (৫) কোন বিষয় বুঝে না আসলে ওলামায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করবো (৬) অপরকে কিতাবএই কিতাবটি অধ্যয়নের প্রতি উৎসাহিত করবো (৭) ভালো নিয়্যত সহকারে কিতাবটি অধ্যয়নের মাধ্যমে যে সাওয়াব অর্জিত হবে তা সমস্ত উম্মতকে ইসালে সওয়াব করবো (৮) এই হাদীসে পাক "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا" অর্থাৎ একে অপরকে উপহার আদান প্রদান করো, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। **(মুআত্তা ইমাম মালিক, ২/৪০৭, নাম্বার: ১৭৩১)** এর উপর আমলের নিয়্যতে (একটি অথবা সাধ্যমত সংখ্যায়) এই কিতাবটি কিনে অপরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করবো। (৯) যাকে দিবো যথাসম্ভব তাকে এই টার্গেট দিবো যে, আপনি এত দিনের (উদাহরণস্বরূপ ২৬ দিনের) মধ্যে এই কিতাবটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। (১০) লেখা ইত্যাদির মধ্যে শরয়ী ভুল পেলে প্রকাশককে লিখিতভাবে অবগত করবো **(প্রকাশক এবং লেখক প্রমুখকে লেখা ইত্যাদির ভুল কেবলমাত্র মৌখিক বলা তেমন ফলদায়ক নয়)**।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটা পড়ে নিন!

আল্লাহ পাকের নেক বান্দা, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ الله সুন্দর চরিত্র এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় চমৎকার বাণী গ্রঅন্তরসমূহকে তাঁদের প্রতি আকর্ষণকরার ক্ষমতা রাখে। এই পবিত্র আত্মাগণ (অর্থাৎ নেক বান্দারা) যেমনিভাবে তাঁদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমেমানুষকে বিপথ ও বেদ্বীনি থেকে বের করে এনে সঠিক পথ দেখান এবং সুন্নাতের অনুসারী বানান, তেমনিভাবে তাঁদের উক্তি ও বাণীর স্বাদ ও মিষ্টতা হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আল্লাহ পাকের নেক বান্দা, আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ الله যেহেতু নিজেদেরকে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, কুরআন ও হাদীস এবংযিকির ও দরূদে নিজের জিহ্বাকে সিক্ত রাখেন, তাঁদের কথাবার্তাকুরআন ওহাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ الله শিক্ষার নির্যাস (অর্থাৎ সারসংক্ষেপ) হয়ে থাকে। এই কারণেই এই মনীষীদের কথাপ্রভাবময় এবং যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে, যা অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই নেক বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত যে, কেউ তাদের সাহচর্যের বরকতে উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, আবার কেউ তাঁদের কথায় প্রভাবিত হয়ে আখিরাতেরপ্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায়। বুযুর্গানেদ্বীনের رَحِمَهُمُ الله মূল্যবান বাণী ও উক্তি দ্বারা জীবনযাপনের ধরন ও শিষ্টাচার সম্পর্কে জানা যায়, নেকীর প্রতি আগ্রহবাড়ে এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও আল্লাহ পাকেরঐ সকল নেক বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, আমার সুধারণা যে, আল্লাহ পাক তাঁকে বিলায়েতের মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর নেকীর দাওয়াতের বরকতে সারা বিশ্বে যে মাদানী বিপ্লব এসেছে তা বিবেকবানদের কাছে গোপন নয়। হাজার হাজার যুবক তাঁর সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে গুনাহের চোরাবালি থেকে বের হয়ে এসে সুন্নাতের

www.dawateislami.net

পথের পথিক হয়ে গেছে। তাঁর লেখনী (অর্থাৎ কিতাব ও পুস্তিকা) লক্ষ লক্ষ ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জীবন বদলে দিয়েছে, প্রায় ৪২ বছরের মধ্যে এই স্তরের সাফল্য অর্জন করা কোন বড় নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অসংখ্য অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেছে এবং অনেক মদ্যপায়ী, জুয়াড়ি, চোর, ডাকাত, ডান্সার, কৌতুক অভিনেতা, বদমাশ, হারাম জীবিকা উপার্জনকারী এবং বেপর্দা মহিলা গুনাহের চোরাবালি থেকে বের হয়ে সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসারী হয়ে গেছে। এছাড়াও দা'ওয়াতে ইসলামীর এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এর দায়ী' তথা দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে নেকীর দাওয়াত প্রচার করছে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা, বয়ান ও অন্যান্য মাদানী হালকায় কৃহওয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় কথোপকথনের অমূল্য রত্নগুলো একটি সুতায়গাঁথার প্রয়াসের সুন্দর লক্ষ্যের অধীনে কয়েক বছর পূর্বে আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর বিভাগ"সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন"এ আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমূহের একটি সিরিজ শুরু করা হয়েছে, মনবাসনা ছিল যে, অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ الله সোনালী বাণীরমতো ওলীয়ে কামিল আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় বাণী সমূহও জনসাধারণ ও বিশেষ লোকেরাও পাক, সুতরাং একের পর এক ক্রমান্বয়ে ছয়টি পুস্তিকা বিভিন্ন সময় জনসম্মুখেপ্রকাশিত হয়েছে। এখন সেই মনবাসনা পূরণের সময় এসেছে, সেই ছয়টি পর্বের সাথে আরো কিছু আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সংযোজন করে সেই সংকলন "আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ" আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীর (Birthday) খুশি উপলক্ষে ২৬ রমযান ১৪৪৫ হিজরীতে প্রকাশ করা হচ্ছে। ইসলামী জীবন যাপনেরএই সোনালী বাণী সমূহ ইসলামী, সংশোধনমূলক, শারীরিক, নৈতিক ও

www.dawateislami.net

সামাজিক বিষয়বস্তু অধীনে "الیاس" এরটিআবজাদ অক্ষরের মানের ১০২ এর সাথে সম্পর্ক রেখে ১০২ পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগের বিভিন্ন ইসলামী ভাই সৈয়দ করীমুদ্দিন কাদেরী মাদানী, ইমরান আহমদ মাদানী, বিলাল সাঈদ মাদানী, মাহমুদ আলী মাদানী এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনার আরসালান আজমেরী আত্তারী এই কিতাবটি সংকলন করতে সাহায্য করেছেন। এই কিতাবের যা ভালো দিকরয়েছে তা আল্লাহ পাকের রহমত, তাঁর প্রিয় ওসর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ এবং আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকত স্বরূপ আর ভুলবশত হওয়া দোষ ত্রুটি আমাদেরই কৃকর্মের ফল। আল্লাহ পাক আমাদের সবার জন্য এই কিতাবটি সদকায়ে জারিয়া এবং বিনা হিসাবে ক্ষমার মাধ্যম করো আর আশিকানে রাসূলকে এর দ্বারা ফয়েয প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করোএবং এই সোনালী নীতিগুলোর উপর আমল করে নিজেদের জীবনকে নেকীতে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর আল মদীনাতুল ইলমিয়া ও সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগসহ সমস্ত বিভাগকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করো এবং একনিষ্ঠতাও অবিচলতার সহিত আপন রহমতের ছায়াতলে অধিক হারে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার বিচ্ছেদ ও বক্বী এবংবিনা হিসাবে ক্ষমাপ্রার্থী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ
(বিভাগ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন)
২ রমযান ১৪৪৫ হিঃ, ১৩ মার্চ ২০২৪ ইং

www.dawateislami.net

মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত, মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপদেশের সাধারণ অর্থ হলো "শুভকামনা", হোক তা বাণীর আকারে হোক বা আমলের আকারে।

ওয়াজ ঐ মৌখিক উপদেশের একটি রূপ, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন জিনিস, যা মানুষকে পছন্দনীয় বস্তুর প্রতি আহ্বান করে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে, অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করে, সৎ কাজের প্রতি ধাবিত করে এবং মন্দ কাজের পরিণামেরপ্রতি ভীতি প্রদর্শন করে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাধিতে যেমন ওষুধের প্রয়োজন হয়, তেমনি ধর্মীয়, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনের ব্যাধি থেকে মুক্তি বা সুরক্ষার জন্যও উপদেশের প্রয়োজন হয়। উপদেশ "অর্থাৎ শুভকামনা সম্বলিত বাণী"জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য খুবই উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। উপদেশের কার্যকারিতার জন্য উপদেশদাতার অন্তরে মমতা ও সহানুভূতির প্রেরণা থাকা আবশ্যক, অতঃপর উপদেশের প্রকৃতি এবং এর শব্দাবলী ও ধরনের উপর প্রভাব নির্ভরশীল। প্রত্যেকেরই উপদেশ প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান, যার কোন উপদেশকারী থাকে।

উপদেশ এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ যে, স্বয়ং প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ পাককুরআনে করীমে বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বান্দাকে উপদেশ প্রদান করেছেন। কুরআনে মজীদ আল্লাহর বাণী, যা হেদায়তের কিতাব, উপদেশমূলক কিতাব এবং উপদেশের সমষ্টি। এমনিতে তো কুরআনে মজীদের প্রতিটি শব্দই নূরে পরিপূর্ণ, তবে বিশেষ করে এতে গুরুত্বপূর্ণ

www.dawateislami.net

উপদেশ সম্বলিত পবিত্র বাণী এতই অপূর্ব যে, মানুষের বিবেক এই উপদেশগুলির সুন্দর বর্ণনায় উৎসর্গ হয়ে যায়। কুরআনী উপদেশের কিছু নমুনা লক্ষ্য করু। এ মূল অনুবাদ নয় বরং সারমর্মের বয়ান ✯ প্রতিটি প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ✯ যে ব্যক্তিকে দোযখথেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই সফলকাম হয়ে গেছে। ✯ দুনিয়ার জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। ✯ মানুষ তাই পাবে, যা সে চেষ্টা করেছে। ✯ নম্রভাবে কথা বলা এবং মার্জনা করা, ঐ সদকার চেয়ে অনেকগুণ উত্তম, যার পর মনে কষ্ট দেয়া হয়। ✯ নেকীর প্রতিদান নেকী ছাড়া কিছুই নয়। ✯ মানুষের জন্য কি ঐ (সবকিছু) প্রাপ্তি রয়েছে, যা সে আকাঙ্ক্ষা করে। ✯ দুনিয়ার জিনিসপত্র হলো তুচ্ছ পক্ষান্তরে আখিরাত খুবই উত্তম তারই জন্য, যে পরহেযগার হয়ে গেছে। ✯ নিশ্চয় প্রত্যেক কঠোরতার সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় প্রত্যেক কঠোরতার পর স্বস্তি রয়েছে।

উপদেশ, নবীদেরও সুন্নাত, যেমনটিকুরআনে মজীদের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট যে, নবীগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام তাঁদের জাতিকে মৌখিক ও আমলী উপদেশ এবং শুভকামনা করতে থাকেন এবং জাতির নির্বোধ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও পূর্ণ সদাচরণের মাধ্যমে তাদেরকে বলতে থাকতেন যে, আমি তো তোমাদের উপদেশদাতা তথা শুভাকাঙ্ক্ষী। যেমনটি নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁর জাতিকে বললেন:

اُبَلِّغُكُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّیۡ وَ اَنۡصَحُ لَكُمۡ

(পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৬২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমাদের নিকট আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি।

www.dawateislami.net

আর হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর জাতিকে বললেন:

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿۶۸﴾

(পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৬৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী হই।

এবং হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর জাতিকে বলেছেন:

لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۷۹﴾

(পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের 'রিসালত' (বাণী) পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা হিতাকাংখীদের কল্যাণ পছন্দই করোনা।

আর এই বাক্যাংশটিই সায়্যিদুনা শুয়াঈব عَلَيْهِ السَّلَام তার জাতিকে বলেছিলেন।

উপদেশ ও শুভকামনার এই পদ্ধতিটিই প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। আল্লাহ পাক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন:

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيْغًا ﴿۶۳﴾

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিন আর তাদের মামলায় তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলুন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশমূলক কতিপয় অমূল্য নমুনা লক্ষ্য করুন।

ইরশাদ করেন: "তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো! গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর নেকী করে নাও, কারণ তা মন্দকে মুছে দেয় এবং

www.dawateislami.net

মানুষের সাথে সদাচরণ করো! ” ✯ অনর্থক বিষয় ত্যাগ করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ✯ দ্বীন হলো শুভকামনার নাম। ✯ যার সাথে পরামর্শ করা হলো সে আমানতদার। ✯ যাবতীয় আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো তাই, যা উপকারী। ✯ নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হলো হৃদয়ের অন্ধত্ব। ✯ উপরের (অর্থাৎ দানকারী) হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। ✯ সেই সম্পদ, যা অল্প কিন্তু প্রয়োজন পূরণ করে, তা সেই প্রচুর সম্পদের চেয়ে উত্তম, যা উদাসিন করে দেয়। ✯ সর্বোত্তম সমৃদ্ধি হলো হৃদয়ের সমৃদ্ধি। ✯ আখিরাতে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। ✯ সৌভাগ্যবান সেই, ব্যক্তি যে অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। ✯ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। ✯ সেই ব্যক্তির সাহচর্যেকোন কল্যাণ নেই, তুমি তার মঙ্গল কামনা করো আর সে তোমার ক্ষতির চিন্তা করে। ✯ যে নিজের গুরুত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে জানে, সে ধ্বংস হয় না।

আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام ছাড়াও সালেহীনদের উপদেশও কুরআন, হাদীস ও জীবনীরকিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হলো হযরত লুকমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর। তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের সম্মানিত বান্দা। কুরআনে মজীদে হযরত লুকমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সেই উপদেশগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি তাঁর পুত্রকে বুঝাতে গিয়ে বলেছিলেন। সেই উপদেশগুলোর সারমর্ম কিছুটা এরূপ: হে আমার বৎস! কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহর সাথে শরিক করো না, নিশ্চয় শিরিক একটি বড় অন্যায় এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম গুনাহ থেকেও বিরত থাকো, কারণ গুনাহ যদি সরিষার দানা পরিমাণও ছোট হয় আরতা কোনটিউপত্যকায়, আকাশে, মাটিতে, গুহায়যে স্থানেই থাকে, তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বান্দার

www.dawateislami.net

সামনে নিয়ে আসবেন এবং নামায কায়েম রাখো, ভালো কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় এগুলো অশেষ সাহসী কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তদ্রুপ অহংকারী ও দাম্ভিকতা সুলভ আচরণ অবলম্বন করো না, যেমন মানুষের সাথে মুখ মুচড়িয়েকথা বলো না, চিৎকার চেঁচামেচি করে বলার পরিবর্তে মধ্যম স্বরে কথা বলো, কারণ চিৎকারের শব্দ হলো খারাপ শব্দ এবং সবচেয়ে খারাপ হলো গাধার শব্দ, যে চিৎকার করে করেহামাগুড়ি দেয়। এছাড়াও তোমার চলাফেরায় মধ্যম গতিতেচলো, দাম্ভিকতার সাথে চলো না, কারণ আল্লাহ পাক দাম্ভিক, অহংকারী বান্দাকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমানের সারাংশ)

উম্মতে মুহাম্মাদীর عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বিশেষ করে মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ঈমান উদ্দীপক, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ অসংখ্য পাওয়া যায়। মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমামে আযম, ইমাম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর উপদেশের সমষ্টি বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপ ধারাবাহিকভাবে ইমাম হারিস বিন আসাদ মুহাসাবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর "রিসালাতুল মুস্তারশিদীন", ইবনে আতা উল্লাহ ইসকান্দারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর "আলহিকামুল আতাইয়্যা" এবং ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী হারাভীর কিতাব "মানাযিলুস সা'য়িরীন" ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত কিতাবকারেই রয়েছে। তদ্রুপ ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপদেশ সম্বলিত কিতাব "اَيُّهَا الْوَلَد" খুবই বিখ্যাত। হুযুর মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রাব্বানী, গাউসুস সাক্বালাইন, সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হৃদয় ও আত্মায় বিপ্লব সাধনকারী উপদেশের মহান সংকলন "আলফাতহুর রাব্বানী" এবং "ফুতুহুল গাইব" এর প্রভাবের অবস্থা হলো তো যে, পাথর হৃদয়কে নরম করে দেয়।

www.dawateislami.net

উপদেশমূলক বিষয়ে কিতাব রচনা করা বা বুযুর্গানে দ্বীনের উপদেশ সংগ্রহ করা পূর্ববর্তী সালেহীনদের থেকে প্রচলিত। প্রতিটি যুগের ওলামায়ে রাব্বানীরা এইবিষয়ে কলম ধরেছিলেন এবং উপদেশমূলকবাণীগুলো লিখে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে এগুলো পাঠ করে তাদের অন্তর সৎকাজ ও কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এরই ধারাবাহিকতার একটি অংশ হলো এই কিতাব "আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ", যা সায়্যিদি ও মুর্শিদি, আমীর আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ঐ উপদেশ সম্বলিত, যা তিনি বিভিন্ন মজলিসে প্রদান করেছেন। মুর্শিদে করীমের সত্তা, জ্ঞান ও আমলের অনুসারী, একনিষ্ঠতাও নৈতিকতার মূর্তপ্রতীক, ইবাদতের প্রেরণার অধিকারী, সুন্দর চরিত্রের নমুন, সুন্নাত অনুসরণের প্রতিচ্ছবি এবংউম্মতের সংশোধনের চেতনায় পরিপূর্ণ। তাঁর হৃদয় সহানুভূতি, ভালবাসা এবং শুভকামনায় পূর্ণ। তাঁর প্রশান্ত হৃদয় থেকে উচ্চ এবং বাকপটুজিহ্বা থেকে বের হওয়া চমৎকার কথাগুলো অত্যুক্তি নংলক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই সুন্দর কথাগুলো সম্বলিত উপদেশের সংকলন আপনার হাতে বিদ্যমান। অধ্যয়ন করুন, ফয়েয লাভ করুক, অন্তরে স্থান দিন এবং অন্যদের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে সদকায়ে জারিয়ার উপলক্ষ্য হোন। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দীর্ঘ জীবন দান করো এবং তাঁর ফয়যান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী
১৬ মার্চ ২০২৪ ইং

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি ফুযাইল রযা কাদেরী আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর অভিমত

বিভিন্ন দিক থেকে এই পুস্তিকাটি দেখেছি, প্রজ্ঞা ও উপদেশের মাদানী পুষ্পগুচ্ছ। বুদ্ধিমানদের জন্য তো ইশারাই যথেষ্ট হয়ে থাকে, উদাসিনদের জন্য সতর্কতার প্রয়োজন হয়ে থাকে, এই পুস্তিকায় ক্বিবলা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সংক্ষিপ্ত শব্দে এমন চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন, যা বুদ্ধিমানদের জন্যইশারাও এবং আমার মতো উদাসিনদের জন্য সতর্কবার্তা স্বরূপ। এতটুকু অবশ্যই বলবো যে, পড়ে সামনে চলে যাওয়ার মতো বাণী নয়, জীবন সুন্দর হয়ে যেতে পারে, আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, মূল্যায়নকারীরা যারা আমলের সত্যিকার নিয়্যত করে, বুঝে এবং আমলের অনুশীলন করে তবে তা থেকে সংশোধনের জন্য কয়েকটি বাণীই যথেষ্ট। বুযুর্গরা বলেন: পূর্বে আটায় লবণের পরিমাণ অনুযায়ীউপকারী জ্ঞান অর্জন করে আটার পরিমাণ অর্থাৎ অনেক বেশি আমল করতো, এখন আটায় লবণ পরিমানও সামান্য আমলকারী পাওয়া যায় না, সুতরাং এগুলো হলো মূল পুঁজি, রত্নভান্ডার এবং অভিজ্ঞতার নির্যাস, এতে উপকারী জ্ঞানের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ও পরামর্শ রয়েছে। প্রয়োজন হলো আমল করার এবং আল্লাহ পাকের নিকট সামর্থ্য প্রার্থনা করার। তিনিই প্রকৃত মালিক ও প্রকৃত সাহায্যকারী, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর পবিত্র পরিবার ও সাহাবায়ে কিরামের উসিলায় আল্লাহ পাক দয়া ও অনুগ্রহ করো, তৌফিক দান করো, সম্মানের জীবন এবং সম্মানের মৃত্যু দান করো। তিনি পবিত্র এবং পবিত্র বস্তুই কবুল করেন, আমাকে পবিত্র জীবন দান করো, ঈমান ও নিরাপত্তার সাথে উত্তম মৃত্যু দান করো।

অধম নিকৃষ্ট ফকির ফুযাইল রযা কাদেরী আত্তারী
২৬ শা'বান শরীফ ১৪৪৫হিঃ, ৭ মার্চ ২০২৪ইং (বৃহস্পতিবার রাত)

www.dawateislami.net

নিগরানে শূরা হাজী ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর অভিমত

(১) শরীয়ত আপনার পেছনে চলবে না, আপনি নিজেই শরীয়তের পেছনে চলুন। (২) "ঈদ মুবারক" হলো দোয়া, এর অর্থ হলো ঈদ আপনার জন্য বরকতময় হোক। (৩) পরীক্ষা যত কঠিন হয়, সার্টিফিকেটও তত উচ্চ পর্যায়ের হয়। এই ধরনের "৭৮৬টি উপদেশমূলক বাণী" যা দুনিয়া ও আখিরাতে অনন্য কাজে আসতে পারে। এই উপদেশমূলক বাণী সমূহ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনাকৃত আপনার সামনে রয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উপদেশমূলক বাণীগুলো এতই প্রভাবময় হয়ে থাকে যে, আমরা দেখতে পাই যে, লাখ লাখ আশিকানেরাসূল তাঁর উপদেশমূলক মাদানী ফুল শোনে নিজের জীবনে সর্বোত্তম পরিবর্তন ঘটাতে সফল হয়েছে। বৃদ্ধ হোক বা যুবক, ছোট হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা নারী, পেশাদার হোক বা অপেশাদার, চাকুরীজীবী হোক বা মহাজন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সবার জন্য এই কিতাবটিতে উত্তম উপদেশ রয়েছে। আমার সবারনিকট অনুরোধ হলো; এটি পড়ুন, বরং বিতরণ করুন, নিজের বাড়িতে পড়তে উৎসাহিত করুন, নিজের অফিসে উপহারস্বরূপ প্রদান করুন, অফিসে নিজ ডেস্কে রাখুন। মানুষের আসা-যাওয়ার স্থান, ওয়েটিং রুম ইত্যাদি জায়গায় রাখুন। এটি আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা, কামিল ওলীর বাণী, اِنْ شَآءَ الله এই উপদেশগুলো প্রভাবের তীর হয়ে অন্তরে গেঁথে যাবে এবং অন্তরের পৃথিবী বদলে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

ইমরান আত্তারী

২৬ শা'বান শরীফ ১৪৪৫ হিঃ, ৮ মার্চ ২০২৪ইং (জুমা মুবারক)

www.dawateislami.net

নিগরানে পাকিস্তান, আবু রজব হাজী শাহিদ আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর অভিমত

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি এই পুস্তিকাটি একটু একটু পড়েছি اِنْ شَآءَ الله সম্পূর্ণ পড়বো। যে এটি পাঠ করবে সে আল্লাহ পাক ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা শিখবে, ইসলাম ও শরীয়তের উপর আমল করার চেতনা লাভ করবে। আল্লাহ পাক চাইলে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ الله উপদেশ এবং সুন্নাতের প্রতি আমল করার সৌভাগ্য নসিব হবে। مَاشَآءَالله আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী সমূহ মক্কা ও মদীনার আলোচনায় সমৃদ্ধ। আল্লাহ পাক চাইলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, শরীয়ত ও তরীকতের প্রশিক্ষণ, গাউস ও রযার ভক্তি, মিলাদ উদযাপনকারীদের প্রশিক্ষণ, মসজিদের আদব, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের গুরুত্ব, নামাযের উপকারিতা, খোদাভীতি, একনিষ্ঠতা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, নেকীর দাওয়াত, গুনাহের মন্দ পরিণাম, কথাবার্তায় সতর্কতা, দ্বীন ও দুনিয়ার প্রশিক্ষণ, দেখা, শোনা ও কথা বলার ব্যাপারে চমৎকার প্রশিক্ষণ থাকবে اِنْ شَآءَ الله। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই পুস্তিকাটি মনযোগ সহকারে, একনিষ্টতা এবং ভাল নিয়্যতে পড়ার ও এরপর আমল করার এবং অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মর্যাদা উন্নত হোক। আমীরে আহলে সুন্নাতের জ্ঞান ও আমল, স্বাস্থ্য, জীবন, সম্মান ও সুনামে আরও বেশি বরকত, বরকত, বরকত, বরকত হোক এবং আল্লাহ পাক তাঁর ছায়া নিরাপত্তার সহিত আমাদের মাথার উপর দীর্ঘায়িত করোআরআমাদেরকে তাঁর বাধ্য ওআনুগত্যশীল রাখো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সাগে আত্তার মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী,
শা'বান মাস ১৪৪৫ হিজরী
২৫ শা'বান শরীফ ১৪৪৫ হিঃ, ৭ মার্চ ২০২৪ ইং (বৃহস্পতিবার)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮৬টি উপদেশ"** কিতাবটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করো, তাকে তার পরিবারসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসে আপন প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসিব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করেছেন, অতএবকিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করে, সে আমাকে তার নাম ও তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, সে বলে: "অমুকের ছেলে অমুক এখন আপনার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করেছে।"

(মুসনাদে বাযযার, ৪/২৫৫, হাদীস: ১৪২৫)

سُبْحٰنَ اللّٰه দরূদে পাক পাঠকারী কতই না সৌভাগ্যবান যে, তার নাম, তার পিতার নামসহ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়, এখানে এই বিষয়টিও অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক যে, কবর শরীফে নিযুক্ত

www.dawateislami.net

ফেরেশতাকে এত শ্রবণশক্তি দেয়া হয়েছে যে, তিনি বিশ্বের প্রতিটি কোণে একই সময়ে দরূদ শরীফ পাঠকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠস্বরও শুনতে পান। যখন দরবারের খাদেমের শ্রবণশক্তির এমন অবস্থা তখন মক্কা মদীনার তাজেদার, মাহবুবে পরওয়ারদিগার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কীরূপশানহবে, তিনি কেন তার গোলামদের চিনবেন না এবং কেন তাদের আর্তনাদ শুনে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের সাহায্য করবেন না!

অর কোয়ি গাইব কিয়া তুম সে নিহা হো ভালা
জব না খোদা হি ছুপা তুম পে করোড়ো দরূদ
মে কুরবান ইস আদায়ে দস্তগীরি পর মেরে আঁক্বা
মদদ কো আ'গেয়ে জব ভী পুকারা ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ বাণীর গুরুত্ব

হযরত শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুরীদদের উচিত শায়েখের সামনে (নিজ জ্ঞান প্রকাশ করার পরিবর্তে) এই কল্পনা করা যে, আমি সমুদ্রের তীরে বসে আছি এবং নিজের রিযিকের অপেক্ষায় আছি, অতএব সে যেন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শায়েখের কথোপকথন শুনে, তাহলে নিশ্চয় সে ফয়েয লাভ করবে। (আল ইবরীয, ২/১৩৭)

আরিফ বিল্লাহ হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে আমার বৎস! প্রত্যেক সেই বাণী, যা তুমি তোমার মুর্শিদের কাছ থেকে শুনেছ, তা ভালভাবে সংরক্ষণ করো, যদিও তা শোনার সময় তুমি তার উপকারিতা অনুধাবন করতে না পারো। (আদাবে মুর্শিদ কামিল, পৃষ্ঠা: ৬৪)

www.dawateislami.net

শায়খ হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুর্শিদের ভালোবাসা পোষণকারী একটি ফযিলত এমনও বর্ণনা করেছেন যে, সেই মুরিদ যেন প্রিয়তমের কথোপকথন ও নাম মুবারক দ্বারা শান্তি অনুভবকারীহয়। (ফতুহাতে মাক্কিয়া, অধ্যায় নং ১৭৮)

হযরত বাবা বুল্লে শাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় পিতা বলেন: বৎস! বুযুর্গদের দরবারে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উপস্থিত হওয়া উচিত, অন্তরকে অহংকার ও দাম্ভিকতার বিলাসিতা থেকে পরিষ্কার করা উচিত, পীর ও মুর্শিদ যা বলবেন তা মনোযোগ সহকারে শুনে নিজেরঅন্তরে স্থান দিবে এবং জীবনের উপায় মনে করে এর উপর আমল করবে।

(সাওয়ানিহে হায়াতে হযরত বাবা বুল্লে শাহ, পৃষ্ঠা: ৪৮)

কিতনি পেয়ারি মিঠি মিঠি গুফতুগু আত্তার কি
অউর হে কিরদার কিতনা পারসা আত্তার কা

(মানাকীবে আত্তার, পৃষ্ঠা: ২৭)

নিয়্যত ব্যাপারে ভালো নিয়্যতের ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) মুসলমানদেরকে সদুপদেশ দেয়া বা বৈধ সুপারিশ করাও মুসলমানের চাহিদা পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। ভালো নিয়্যতের ক্ষেত্রে সাওয়াবের কাজও বটে। (১০ জুমাদালউলা ১৪৩৭, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(২) ভালো নিয়্যত থাকলে কারো দ্বীনি ক্ষতির জন্য অন্তর ব্যথিত করাও সাওয়াবের কাজ। (৫ রবিউলআখির ১৪৩৬ - ২৫ জানুয়ারী ২০১৫)

(৩) হাজার হাজার ভালো কাজ সাওয়াবের নিয়্যত না থাকার কারণে নিছক মুবাহ হয়ে যায়। (অর্থাৎ তাসাওয়াবের কাজ হয় না)।

(১৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৬-৪ এপ্রিল ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৪) ভালো নিয়্যতে ক্ষমা করা সাওয়াবের কাজ, ক্ষমা করার একটি পার্থিব উপকার এটাও হতে পারে যে, যাকে ক্ষমা হয় তার অন্তর থেকে ক্ষমাকারীর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ (শত্রুতা) বেরিয়ে যায়।

(২১ মুহররাম শরীফ ১৪৩৬)

আল্লাহ ব্যাপারেও রাসূলের ব্যাপারে ১৫টি উপদেশ

(১) আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতে জন্মগ্রহণ করা একটি "অমূল্য নেয়ামত"। **(৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৭ জুলাই ২০২০)**

(২) যে আল্লাহ পাক এবং তাঁর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকে, জগৎ তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে।

(৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ২৭ জুলাই ২০২০)

(৩) নবী প্রেমের স্বাদ চিরন্তন সম্পদ। **(১৬ রবিউল আখির ১৪৩৬, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

(৪) নিজেরঅন্তরে নবী প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত করো, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে। **(২ রবিউল আখির ১৪৩৬, ২২ জানুয়ারী ২০১৫)**

(৫) সফলকাম হতে চান, তবে অন্তরে নবী প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুন। **(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬, ২ জানুয়ারী ২০১৫)**

(৬) আমি আরবদের ভালোবাসি কারণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরবী ছিলেন। **(২০ শা'বান শরীফ ১৪৩৭-২৮ মে ২০১৬)**

(৭) সবচেয়ে উত্তম আসন হলো "নবীর গোলামী" এর আসন।

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৩)

(৮) নবীর গোলামীতে অর্জিত শাসন দেহের উপর নয় বরং হৃদয়ের উপর হয়ে থাকে। **(১৯ই যিকা'দা শরীফ ১৪৪৩-১৯ জুন ২০২২)**

(৯) নবীর গোলামীর আসন পেয়ে গেলে, তবে আর কোন আসনের (অর্থাৎ দুনিয়াবী পদ বা পদবী) প্রয়োজন নেই।

(২৭ যি'কাদ শরীফ ১৪৪৩- ২৮ জুন ২০২২)

www.dawateislami.net

(১০) শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইতএবংআউলিয়ায়ে কিরাম رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর দাসত্বে মূলত স্বাধীনতা রয়েছে। (১৩ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৫)

(১১) আপনি মুস্তফার দরবারের কয়েদী হয়ে যান, তবেসম্পদ ছাড়াই ধনী হয়ে যাবেন এবং اِنْ شَآءَ الله আপনি অন্তরের প্রশান্তির সম্পদও লাভ করবেন। (৩ রবিউল আখির ১৪৩৬)

(১২) প্রেমের পুঁজি পেতে খোদা প্রেম ও নবী প্রেম ভিত্তিক ঘটনাওপ্রবন্ধ পড়া উচিত। (৪যি'কাদ শরীফ ১৪৩৫)

(১৩) গুনাহের কারণে অন্তরও কলুষিত হয়, কুরআন তিলাওয়াত করা, মৃত্যুকেস্মরণ করা, আল্লাহ পাকের ভয় এবং নবী প্রেমে কান্নাকাটি করাতে অন্তর পরিষ্কার হয়। (২০রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৬ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৪) নবীর দরবারে উভয় জগতের কল্যাণ ও মাগফিরাত প্রার্থনা করা উচিত। (১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৫) আল্লাহ পাক ও তাঁর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে যে ভালো, প্রকৃত অর্থে সেই ভালো। (৭ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ২৮ জুলাই ২০২০)

দরূদে পাকের ব্যাপারে ৩টি উপদেশ

(১) "দরূদে তুনাজ্জিনা" চাহিদা পূরণের জন্য পরীক্ষিত।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ -৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২) দরূদ শরীফ আমলকে পরিশুদ্ধকারী। (১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৩) আপনি যদি নবীর দরবারে নৈকট্যশীল হতে চান, তবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করুন, সুন্নাতের উপর অধিকহারে আমল করুনএবং অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সান্নিধ্য অর্জন হবে।

(২ মুহররাম শরীফ ১৪৪১)

www.dawateislami.net

ইসলাম ও শরীয়তের ব্যাপারে ২৬টি উপদেশ

(১) শরীয়ত আপনার পেছনে চলবে না, (আপনি) নিজে শরীয়তের পেছনে চলুন। (১০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-৩১ জুলাই ২০২০)

(২) মুসলমানপ্রতিটি বিষয় শরীয়ত মোতাবেক করতে বাধ্য।

(৬ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৫)

(৩) ইসলাম আমাদের মুসলমান ভাইদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে শেখায়। (৩ রবিউল আখির, ১৪৩৮)

(৪) আমাদের দুনিয়াবী কল্যাণ অর্জনেরজন্যও সেই কাজ করা উচিত, যা সম্পূর্ণ অনুরূপ শরীয়ত অনুযায়ী হয়। (৪ মুহররাম শরীফ ১৪৩৬)

(৫) যে শরীয়ত ও তরীকতকে পৃথক বলে, আমাদের তার থেকে পৃথক থাকতে হবে। (১৯যি'কাদ শরীফ ১৪৪৩, ১৯ জুন ২০২২)

(৬) বিয়ের অনুষ্ঠানেও শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। শরীয়ত বহির্ভূত আচার-অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনের কথায় কান দিবেন না, আত্মীয়-স্বজন জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না, দোযখেও নিক্ষেপ করতে পারবে না। (৫ রবিউলআখির ১৪৩৬ - ২৫ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(৭) আমাদের শরীয়তের উপর আমল করার জন্য সংবেদনশীল প্রকৃতির হতে হবে। (১৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ - ৪এপ্রিল ২০১৫)

(৮) শরীয়তহলো আমাদের মানদন্ড, শরীয়ত যা জায়িয বলে তা জায়িয এবং যা নাজায়িয বলে তা নাজায়িয। (১০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৯) ইসলাম ধর্ম ফেতনাফাসাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করে এবং প্রেম, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহিত করে। (৫ মুহররাম শরীফ ১৪৪১)

(১০) ইসলাম শান্তি ও স্বস্তির বার্তা দেয়। (১৭ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৫ - ১৪ আগস্ট ২০১৪)

(১১) মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, ইসলামের নীতির প্রতি বাধ্য।

(৫ রবিউলআউয়াল ১৪৩৬-২৭ ডিসেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(১২) খবরের কাগজ ও মিডিয়ার লোকদের ইসলাম বিদ্বেষী কোন কাজ করা উচিত নয়। (১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬-৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১৩) ইসলামের ক্ষতি সাধনকারী বা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী হলো শয়তান। (১৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৩ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(১৪) ইসলাম হলো ত্যাগের সমষ্টি, ইসলাম ধর্মের উপর আমল করতে এবং এবং এর প্রচারের (প্রসার) জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৭-৩০ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(১৫) মুসলমানরা বিবেকের নয় ইসলাম ধর্মের বাধ্য।

(১০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-৩১ জুলাই ২০২০)

(১৬) আমরা বিবেকের নয় আল্লাহর বান্দা। (১০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ৩১ জুলাই ২০২০)

(১৭) সেই প্রকৃত জ্ঞানী, যার জ্ঞানে "ধর্ম" এসে গেছে।

(১০যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-৩১ জুলাই ২০২০)

(১৮) সেই প্রকৃত জ্ঞানীই সফলকাম, যে নিজের জ্ঞানকে আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে ব্যবহার করে। (১৫ রমযান শরীফ ১৪৩৭)

(১৯) শরীয়তের ক্ষেত্রে নিজের অনুমানের ভিত্তিতে কোন বস্তুর জায়িযবা নাজায়িযেরহুকুম দেয়া উচিত নয়। (৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭)

(২০) কারো বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং সৎ কাজের তৌফিক অর্জিত হওয়া এই বিষয়ের নিদর্শন যে, আল্লাহ পাকের তাকে ভালোবাসেন।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(২১) বান্দার সবচেয়ে বড় গুণ হলো ঈমানদার (অর্থাৎ মুসলিম) হওয়া।

(২৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪৩ - ২৩ জুলাই ২০২২)

(২২) মুসলমানের আচরণ কোথাও অনৈতিক হওয়া উচিত নয়।

(৬ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪- ৪ আগষ্ট ২০২২)

(২৩) নিজের মধ্যে ধর্মীয় বেদনা সৃষ্টি করতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরদ্বীনে ইসলামের জন্য ত্যাগ সমূহঅধ্যয়ন করুন।

(১৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

www.dawateislami.net

(২৪) যাকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্যাতিন করা হয়, তার উচিত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করা। (২৮ যি'কাদ শরীফ ১৪৪৩ - ২৮ জুন ২০২২)

(২৫) দ্বীনের উপর আমল করাতে ঐ সম্মান লাভ হয়, হয়তো মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরাও ঈর্ষা করে। (১২ রবিউলআউয়াল ১৪৩৬ - ৩ জানুয়ারী ২০১৫)

(২৬) আপনি বৃদ্ধ হোন বা যুবক, প্রত্যেক বয়সে ইসলামের খেদমতকরার চেষ্টা করুন। (২ রমযান শরীফ ১৪৩৬-১৯ জুন ২০১৫ যোহরের পর)

সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে ১২টি উপদেশ

(১) হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এরশান, নক্ষত্র এবং মাটির কণার চেয়েও বেশি। (১৬ সফর শরীফ ১৪৩৬ - ৬ ডিসেম্বর ২০১৪)

(২) বুযুর্গানে দ্বীনদের সেবা করা অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়।

(২৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৮ জুন ২০১৬, তারাবির পর)

(৩) বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বস্তুই "তাবাররুক"।

(১৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ১১ অক্টোবর ২০১৪)

(৪) যে বস্তুটি বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, তার সম্মান করা সাওয়াবের কাজ। (১জুমাদাল উলা ১৪৩৬-২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(৫) আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ الله সান্নিধ্য সর্বাবস্থায় উপকারী।

(৬ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৬ জানুয়ারী ২০১৬)

(৬) আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার এবং গম্বুজ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, ফয়েয লাভ করবে এবং বরকত লাভ করবে। (১০ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ২০ জানুয়ারী ২০১৬)

(৭) বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে ফয়েয লাভের জন্য যাওয়া উচিত এবং (দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের জন্য) তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। (৩ মুহররাম শরীফ ১৪৪১)

www.dawateislami.net

(৮) উরস উদযাপনের মূল হলো যে, যাঁদের উরস উদযাপন করছে তাদের জীবনী অনুসরণ করা। (৫ রবিউল-আখির ১৪৩৬ - ২৫ জানুয়ারী ২০১৫)

(৯) বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়েয পেতে চাইলে তাঁদের জীবনী অনুসরণ করুন। اِنْ شَآءَ الله এত ফয়েয পাবেন যে, অন্যদের মাঝে বিতরণ করবেন।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৮ জানুয়ারী ২০১৫)

(১০) বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ الله ঘটনা শুনে শুধু سُبْحَانَ الله বলা উচিত নয়, বরং তাদের জীবনী অনুসরণেরও চেষ্টা করা উচিত।

(৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৮ হিজরী)

(১১) সফরুল মুযাফফর একটি বরকতময় মাস, এতে মহান ওলীগণের উরস উদযাপিত হয়। (১৫ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৭-২৮ নভেম্বর ২০১৫)

(১২) সম্মানের সম্পর্ক হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে, যৌবন এবং বার্ধক্যের সাথে নয়। (৮ রজব ১৪৩৭)

সুন্নাতের ব্যাপারে ২০টি উপদেশ

(১) সুন্নাতের মাঝে মহত্ব রয়েছে। (১০যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ৫ অক্টোবর ২০১৪)

(২) মিসওয়াককে বেআদবী থেকে রক্ষা করে এর সম্মান বজায় রাখুন কারণ এটি সুন্নাত আদায় করার যন্ত্র। (৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(৩) আমি ছোটবেলা থেকেই মিসওয়াক ব্যবহার করতাম, এটি সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করতাম। দা'ওয়াতে ইসলামী শুরুর পূর্বে নিজের পাঞ্জাবিতে মিসওয়াকের জন্য পকেট তৈরি করতাম।

(২৬ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৮, ২৬ নভেম্বর ২০১৬)

(৪) লুঙ্গি বা পাজামার মতো জুব্বাও গোড়ালির উপরে থাকা উচিত।

(২ জুমাদাল-উখরা ১৪৩৭-১২ মার্চ ২০১৬)

(৫) দাড়ি শরীফের সুন্নাত অসদাচরণ ও গালিগালাজ ইত্যাদি অনেক খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করে। (১০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ৩১ জুলাই ২০২০)

www.dawateislami.net

(৬) দাড়ি ও পাগড়ী এমন নেয়ামত, যা মানুষের মাঝে থাকা দোষত্রুটি দূর করে। (২১ মুহররাম শরীফ ১৪৩৬- ১৫ নভেম্বর ২০১৪)

(৭) পাগড়ী শরীফ পরিধানকারী এর বরকতে গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং তার চরিত্র সুন্দর হয়। (২১ সফর শরীফ ১৪৩৬)

(৮) সকল দা'ওয়াতেইসলামী ওয়ালা যদি পাগড়ী বাঁধতে শুরু করে, তাহলে মাদানী বিপ্লব সাধিত হবে। যারা দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা হয়েও পাগড়ী পরে না, তারা দা'ওয়াতেইসলামীর লাভের মধ্যে ক্ষতি করে। (৩০ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৬, ১৫ই আগস্ট ২০১৫)

(৯) ভ্রুতে তেল লাগানো সুন্নাত এবং এর দ্বারা মাথা ব্যথা উপশম হয়।

(২৫ জুমাদাল-আখির ১৪৩৮)

(১০) যার আমলের চেতনা অর্জিত হয়, সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যাক না কেন, সুন্নাত ত্যাগ করে না। (১লা যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪৩ - ১ জুলাই ২০২২)

(১১) রোগীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত, তবে এতক্ষণ অবস্থান করবেন না, যাতে রোগী পেরেশান হয়।

(১১ রমযান শরীফ ১৪৪৩ - ১৩ এপ্রিল ২০২২)

(১২) ডাকার জন্য প্রথমে আমাদের পরিবেশে "মদীনা" বলার প্রচলন ছিল, এটানাজায়িয নয়, তবে সুন্নাত হলো নাম ধরে ডাকা বা উপনামে ডাকা বা 'হে ভাই' বলা। (২৮ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৬ - ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(১৩) যার পাগড়ী শরীফ বাঁধার নিয়্যত হয়, সে যেন অবিলম্বে পাগড়ী বেঁধে নেয় কারণ জীবনের কোন ভরসা নেই। (৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২২ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(১৪) সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তি সেই, যে গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং তার প্রতিটি কদমসুন্নাতের পথে চলে।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত্রি)

www.dawateislami.net

(১৫) বাবরি চুল রাখা সুন্নাত, বাচ্চাদেরও বাবরি চুল রাখা উচিত, তবে আমার পরামর্শ হলো, তারা যেন শুধুমাত্র অর্ধ কান পর্যন্ত রাখে, পুরো কান বা কাঁধ নয়। (২১শে রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৭ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৬) কারো আহ্বানেরউত্তরে "লাব্বাইক" বলা প্রিয় এবং মৃদু বাক্য। এটা বললে ভালোবাসা বাড়ে, এটাও সুন্নাত, এই নিয়্যতে বললে সাওয়াব পাওয়া যাবে। (১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৪ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(১৭) যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুন্নাতে তানযীফের (পরিচ্ছন্নতার সুন্নাত) নিয়্যতে করা হয় তা সাওয়াব। (১৫ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২০ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(১৮) সুন্নাত ও সাওয়াবের নিয়্যতে শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত। (৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৯) "ঈদ মোবারক" সালামের পর বলা উচিত আর 'খায়র মোবারক' বলার পূর্বে সালামের উত্তর দেয়া উচিত।

(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(২০) ঈদ মোবারক হলো একটি দোয়া, এর অর্থ হলো আপনার পক্ষে ঈদবরকতময় হোক। (১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

সৈয়দজাদার ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে আমি সৈয়দজাদাকে ভালবাসি। (২০ রমযান শরীফ, ১৪৪২ রাত)

(২) জান্নাত সৈয়দজাদাদের কদমের উসিলায় অর্জন হবে।

(২০ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(৩) সৈয়দজাদাগণ আমাদের মাথার মুকুট।

(৫ রবিউলআউয়াল ১৪৩৭ - ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৪) ডাক্তারদের উচিত সৈয়দজাদাদের ও দরিদ্রদের সহানুভূতির জন্য মাসিক বাজেট তৈরি করা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা আরতাদের দোয়া নেয়া।

(১০ রমযান শরীফ ১৪৩৬- ২৭ জুন ২০১৫ ইশার পর)

মক্কা মদীনার ব্যাপারে ৮টি উপদেশ

(১) যে বস্তু হারামাইনে তায়্যিবাইন (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা) এবং বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, শরীয়তের পরিধির মধ্যে থেকে এরজন্য অতি উত্তম শব্দ ব্যবহার করুন। **(৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬- ২ নভেম্বর ২০১৪)**

(২) এটা আশিকানেরাসূলের অংশ যে, তারা যখন মদীনায় যায় তখন কাঁদে যে, আমরা এখানে আসার যোগ্য নই আর যখন মদীনা থেকে ফিরে আসে তখনও কাঁদে কারণ মদীনা থেকে বিচ্ছেদ হচ্ছে।

(৩ শা'বান শরীফ ১৪৩৮)

(৩) প্রকৃত খুশী হলো (অর্থাৎ আনন্দের উপলক্ষ) "মদীনার উপস্থিতি"।

(২১শে রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(৪) মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের বিষয়।

(২৮ শা'বান শরীফ ১৪৩৬ - ১৫ জুন ২০১৫)

(৫) মদীনা শরীফ রহমত অবতরণের স্থান, বরকতের উৎস (কেন্দ্র) এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় শহর।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৬) তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা মুবারক ও মিম্বর শরীফেরমধ্যবর্তী অংশ হলো "روضة الجنة" (অর্থাৎ জান্নাতের বাগান)। সাধারণত লোকেরা এটিকে রিয়াযুলজান্নাহ বলে তবে আসল শব্দটি হলো "রওযাতুল জান্নাহ"। **(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ২১ ডিসেম্বর ২০১৫)**

www.dawateislami.net

(৭) যে ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরাহ করতে যাচ্ছে, তাকে অভিনন্দন জানানো উচিত এবং এটা বলা উচিত যে, আল্লাহ পাক আপনার উপস্থিতি কবুল করুন, বেআদবদের থেকে এবং বেয়াদবী থেকে রক্ষা করুন, আমার জন্য দোয়া করবেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আমার সালাম, শাইখাইনেকরীমাইনকে (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) কে সালাম এবং জান্নাতুল বকী ও মাতাফে সমাধিস্থদের সালাম প্রদান করবেন।

(২১ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২৬ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(৮) আবে যমযমের এক ফোঁটা, পানি ভর্তি পাত্রে রেখে দিলে বরকতের জন্য যথেষ্ট হবে। **(২০ জুমাদাল উলা ১৪৩৮)**

তরীকতের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ

(১) যে কোন শরীয়তের শর্তাবলীর ধারক পীরের হাতে দুনিয়াবী কাজের জন্য বাইয়াত হওয়া উচিত নয়, বরং আত্মা এবং হৃদয়ের পরিশুদ্ধি, অধিক পরিমাণে নেক আমলের তৌফিক, ঈমানের নিরাপত্তা এবং দ্বীনের উপর অবিচলতা পাওয়ার জন্য বাইয়াত হবেন।

(২২ সফর শরীফ ১৪৩৯)

(২) চিশতী, কাদেরী, সোহরাওয়ার্দী ও নকশবন্দী সবই একটি সাগরের নদী। সবগুলো আমাদের জন্য সম্মানযোগ্য।

(১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-২১ অক্টোবর ২০১৫)

(৩) যেই মুরীদের মধ্যে ধর্মীয় গুণাবলী যত বেশি হবে, পীর তার সেই মুরীদকে ততবেশি ভালবাসবে। **(১৮ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫ - ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪)**

(৪) পীরের কৃপাদৃষ্টি পেতে পীরের আনুগত্য করা উচিত।

(৩০ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(৫) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি বিভিন্ন সময়ে আমার মুরীদ ও ত্বালিবদের জন্য দোয়া করি। **(৯ই মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪ - ৮ আগস্ট ২০২২)**

(৬) আমার প্রিয় মুর্শিদ কুতবে মদীনা, হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে একটি মাকতুব (চিঠি) পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি আমাকে বাইয়াত করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন: তোমার সিলসিলায় যদি একজন নেক বান্দাও প্রবেশ করে তবে اِنْ شَآءَالله সে তোমার ক্ষমার কারণ হবে।

(১১ রবিউল আখির ১৪৩৭-২১ জানুয়ারী ২০১৬)

হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) গেয়ারভী ওয়ালার (গাউসেআযম) আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, তবে তিনি বারভী ওয়ালা নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন।

(১০ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ৩০ জানুয়ারী ২০১৫)

(২) যে গাউসে পাক (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে যত বেশি ভালোবাসবে, সে ততবেশি ফয়েয (দুনিয়া ও আখেরাতে) লাভ করবে।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৭ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩) গাউসে পাক ও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِما এর বিরুদ্ধে কিছু শোনা থেকে ইলইয়াস কাদেরীর কান বধির। আমরা তাঁদের পেছন পেছন চলছি এবং তাঁরা আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবেন اِنْ شَآءَالله।

(৬ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ১৬ জানুয়ারী ২০১৬)

(৪) গেয়ারভী শরীফের অনেক ফযিলত রয়েছে, যার পক্ষে সম্ভব এর আয়োজন অবশ্যই করা উচিত। যে ঘরে প্রতি মাসে গেয়ারভী শরীফের আয়োজন করা হয়, সে নিজের চোখে এর বরকত দেখতে পাবে। **(২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৩০জুন ২০১৬ আসরের পর)**

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে ৩টি উপদেশ

(১) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীই আমাদের জন্য চূড়ান্ত শব্দ। (৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৩ জানুয়ারী ২০১৫)

(২) এই যুগে আমার নিকট সুন্নীয়তের মানদন্ড হলেন "আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ" যারা এই কথা বলে তাদের তরে চোখ বন্ধ। (৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৬ জুলাই ২০২০)

(৩) মসলকে আ'লা হযরত শরীয়ত অনুযায়ী আদব সম্পন্ন, আমাদের এর উপর দৃঢ়ভাবে চলা উচিত। (২ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

মিলাদ শরীফের ব্যাপারে ১৪টি উপদেশ

(১) আলোকসজ্জা ও বুযুর্গানে দ্বীনের নিয়ায করা সুন্নীদের পরিচিতি।
(১০ রবিউল-আউয়াল ১৪৩৬ - ১ জানুয়ারী ২০১৫)

(২) জুলুসে মিলাদে নিয়ায মানুষের দিকে ছুঁড়ে না দিয়ে, হাতে দিয়ে দিন। (৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-২৭ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৩) জুলুসে মিলাদে এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ভদ্রভাবে অংশগ্রহণ করুন, যাতে অমুসলিমরা দেখলে মুসলমান হয়ে যায়।
(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ - ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৪) জশনে মিলাদের খুশীতে আলোকসজ্জা অবশ্যই করুন এবং নিজের দেহকে সুন্নাত দ্বারা এবং সুন্দর আচরণ দ্বারা সজ্জিত করার ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না। (৩ রবিউলআউয়াল ১৪৩৭ - ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৫) সরু রাস্তায় জুলুস করার পরিবর্তে প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করুন, যাতে চালক ও পথচারীদের অসুবিধা না হয়।
(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৬) জশনে মিলাদে মুস্তফায় (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভালোনিয়্যত ও শরীয়তের অনুসরণ (অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী) করা আবশ্যক।

(৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-২০ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৭) জশনে বিলাদত উপলক্ষে পতাকা উড়ানো দ্বারা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। **(৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-২০ ডিসেম্বর ২০১৫)**

(৮) হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুরোধে আমি প্রথমবার "মারহাবা ইয়া মুস্তফা" এর স্লোগান ১২ বার দিয়েছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন তা প্রসার হয়ে গেছে। **(১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫)**

(৯) জশনে বিলাদত উদযাপন করলে নবীর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

(১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১০) জুলুসে মিলাদে বিনোদনের জন্য নয় বরং সম্মানের সহিত অংশগ্রহণ করুন। **(১৩ রবিউলআউয়াল ১৪৩৭ - ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)**

(১১) সকল আশিকানেরাসূল প্রথম রবিউল আউয়ালে মাদানী পতাকা ও ব্যানার ইত্যাদি লাগিয়ে নিন, ১১ রবিউল আখিরে খুলে সংরক্ষণ করে রাখুন এবং পরের বছর আবার লাগানোর ব্যবস্থা করুন।

(১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১২) আমার পক্ষ থেকে ইসলামী বোনদের বারভী উপলক্ষে কৃত সাজসজ্জা দেখতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই।

(৪ রবিউলআউয়াল ১৪৩৭ - ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৩) নালাইন শরীফের ব্যাজ পাগড়ি বা কাপড়ের উপর লাগানোর উদ্দেশ্য যেন সৌন্দর্য বর্ধন না হয় বরং বরকত লাভের নিয়্যত হয়।

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭)

(১৪) রবিউল আউয়াল শরীফে মিলাদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশী ও শানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে আলোকসজ্জা করা সাওয়াবের কাজ। **(৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫)**

www.dawateislami.net

মসজিদের ব্যাপারে ৮টি উপদেশ

(১) মসজিদ হলো শান্তি ও রহমত অবতীর্ণের স্থান।

(১২ শা'বান শরীফ ১৪৩৬ - ৩০ মে ২০১৫)

(২) মসজিদ আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণের স্থান, এর প্রতি আন্তরিক হোন এবং এখানে সময় অতিবাহিত করুন।

(৪ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭ - ১৮ অক্টোবর ২০১৫)

(৩) পাড়ার মসজিদের অনেক প্রভাব থাকে, বাড়ি সেই পাড়ায় নেয়া উচিত যেখানে মসজিদ গেয়ারভী ও বারভী শরীফ উদযাপনকারী হয়।

(২ রবিউল আখির ১৪৩৭, ১২ জানুয়ারী ২০১৬)

(৪) মসজিদের অলংকরণ বাতি দিয়ে নয়, নামাযী দ্বারা হয়ে থাকে।

(১৭ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(৫) মসজিদ জনবহুল করার উপায় হলো, যখনই নামায পড়তে যাবেন তখন নতুন একজনকে একক প্রচেষ্টা করে সাথে করে নিয়ে যান। মসজিদে ফয়যানে সুন্নাতের ব্যবস্থা করুন, মসজিদে মন লাগান, এছাড়া সেখানে বসে যিকির ও ওযিফা পড়ুন।

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ - ২ জানুয়ারী ২০১৫)

(৬) মসজিদে সাউন্ড প্রুফ জেনারেটর লাগানোর ব্যবস্থা করুন, তা পেট্রোলে চলুক বা গ্যাসে চলুক এর দুর্গন্ধ যেন মসজিদে প্রবেশ না করে। (২০ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৬-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৭) মসজিদ ইবাদতের স্থান, এখানে মোবাইল দিয়ে খেলা হারাম।

(২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৫ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(৮) দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে নির্মিত মসজিদের যে নাম রাখা হয়, তাতে "ফয়যান" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, যেমন;ফয়যানে মদীনা, ফয়যানে যমযম ইত্যাদি। যেখানেই "ফয়যান" শব্দটি থাকবে তবে বুঝে নেয়া যাবে যে, এটা দা'ওয়াতে ইসলামীর মসজিদ।

(২৮ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৬-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ

(১) মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা সাদাসিধে হন এবং তাঁদের বেতনও সাধারণত কম হয়। তাই প্রত্যেকের উচিত নিজের সাধ্য অনুযায়ী আর্থিকভাবে তাদের সেবা করা, এতে اِنْ شَآءَاللّٰه তাদের মন খুশি হবে। (তাদেরকে জায়নামায, মিষ্টির বাক্স এবং আতর ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর প্যাকেট দেয়ার পরিবর্তে টাকা প্রদান করা উচিত, যাতে তারা প্রয়োজনীয় ওষুধ, ঘরের বাজার এবং পোশাক আশাক ইত্যাদি ক্রয় করতে পারে)। **(৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)**

(২) ইমাম সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর সম্মান করুন, তাঁর সেবা করুন। কিন্তু করমর্দন করাকালীন টাকা দিবেন না বরং খামে করে একাকী অবস্থায় দিন। **(৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ অক্টোবর ২০১৪)**

(৩) যদি মসজিদের ইমাম মিশুক প্রকৃতির এবং চরিত্রবান হয়, তবে দ্বীনের অনেক খেদমত হতে পারে। এমন মসজিদের ইমাম পাড়ার মুকুটহীন রাজা হন। **(১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬- ৪ নভেম্বর ২০১৪)**

(৪) যদি ইমাম এবং মুয়াজ্জিন মিশুক প্রকৃতির হয়, তবে লোকেরা তাঁদের চারপাশে থাকবে। **(১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬- ১০ জানুয়ারী ২০১৫)**

(৫) ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিজেদের দারিদ্রের কারণে অনাহারে থাকা উচিত, তবুও ধনী ব্যক্তির সামনে নিজের হাত পাতা উচিত নয়।

(১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ - ১০ জানুয়ারী ২০১৫)

(৬) ইমামগণ দ্বিতীয় দোয়াটি একটু নিম্নস্বরে করবেন, কারণ অনেক লোক তখন নামায পড়ে। **(২৭ শা'বান শরীফ ১৪৩৭ - ৪জুন ২০১৬)**

অযুর ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) অযু অবস্থায় থাকলে বিপদ-আপদ দূর হয়।

(২২ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৭ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

www.dawateislami.net

(২) যখনই অযু করবেন তখন অন্তরে অযুর নিয়্যত বিদ্যমান রেখে বলবেন: আমি আল্লাহরআদেশ মেনে অযু করবো।

(১৬ জুমাদালআখির ১৪৩৭-২৬ মার্চ ২০১৬)

(৩) অযু অবস্থায় থাকলে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেকীর নূর দান করো।

(২৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১ জুলাই ২০১৬ তারাবীহর পর)

(৪) আজকাল খুব কম লোকই অযুর সঠিক পদ্ধতি জানে। প্রথমতঃ অযুর ফরযসমূহ পরিপূর্ণ আদায় করে না আর যদি ফরয আদায় করে নেয় তবে সুন্নাত ত্যাগ করে। আমাদের অযু সঠিক হলেই আমরা এর বরকত পাব। (২২ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২৭ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

নামাযের ব্যাপারে ২২টি উপদেশ

(১) অপারেশন করার সময় বা করানোর সময় এমন রাখা উচিত, যাতে কোন নামাযের সময় থাকে না। (১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬- ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২) নামায দ্রুত পড়ার পরিবর্তে তাজবীদ ও ক্বিরাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবের সহিতপড়ুন। (২০ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(৩) আযানের পর শুধু একটাই কাজ: নামায, নামায শুধু নামায।

(২০ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(৪) যখন আযান দেয়া হয়, তখন সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে নামাযের প্রতি মনোযোগী হোন।

(৫) নামাযকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামায আছে।

(২৬ শা'বান শরীফ ১৪৩৬-১৩ জুন ২০১৫)

(৬) যে নামাযে স্বাদ অনুভব করে, তার জন্য এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর নেই। (২০ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১- ১১ জুলাই ২০২০)

www.dawateislami.net

(৭) পাঁচ ওয়াক্ত নামায কঠোরভাবে পড়ার অভ্যাস করার আসল ওয়াযিফা হলো এই "অনুভূতি" যে, আমার প্রতিপালক আমার উপর নামায ফরয করেছেন। (১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ১আগস্ট ২০২০)

(৮) কুরবানীর চামড়া[১] সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে জামাআতের সাথে নামায যেন না ছুটে। চামড়া ছুটে গেলে যাক নামায যেন না ছুটে।

(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ১ আগস্ট ২০২০)

(৯) বেনামাযী নেক ব্যক্তি নয়। (১৩ রজব শরীফ ১৪৪২ - ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(১০) নামাযের পোশাক উত্তম থেকে উত্তম হওয়া উচিত। (৭ জুমাদাল উলা ১৪৩৮)

(১১) যেভাবে খাবারের লোভ করা হয়, তার চেয়ে বেশি নামায ও নেকীর লোভ করুন। (৫ রবিউল আখির ১৪৩৬- ২৫ জানুয়ারী ২০১৫)

(১২) আমার অভিজ্ঞতা যে, বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সঠিকভাবে নামায পড়তে জানে না। না মাখরাজ সঠিক আদায় করে আর না রূকন গুলো সঠিকভাবে আদায় করে।

(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ - ২৫ অক্টোবর ২০১৪)

(১৩) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করা, অন্তর কলুষিত হয়ে যায়।

(৫ রবিউলআউয়াল ১৪৩৬ - ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪)

(১৪) নামাযের পূর্বে সেই সমস্ত বস্তু, যা একাগ্রতাকে বাধাগ্রস্ত করে তা দূর করতে হবে। (১৫ জুমাদাল উলা ১৪৩৬-৪ এপ্রিল ২০১৫)

(১৫) যদি বিমানে ভ্রমণ করতে চান, তবে যথাসম্ভব একটি সময় নির্ধারণ করবেন, যাতে সফরকালীন কোন নামায না পড়তে হয় কারণ বিমানে নামায পড়া কঠিন হয়ে থাকে।

(১৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ১ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

---

১. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ১৫০ টিরও বেশি দেশে দ্বীনের খেদমত করার জন্য ৮০ টিরও বেশি বিভাগে কুরআন ও সুন্নাতের বার্তা প্রসার করছে। যার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়, সেই খরচ মেটানোর জন্য অনুদানের পাশাপাশি কুরবানীর চামড়াও সংগ্রহ করা হয়।

www.dawateislami.net

(১৬) নামাযে সূরা পরিবর্তন করে পাঠ করলেও একাগ্রতা অর্জিত হয়।

(৯ জুমাদালআখির ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)

(১৭) নামায সব কাজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৮) প্রত্যেকে যদি দৈনিক একজন করে নামাযী বানায়, তবে সকল মুসলমান নামাযী হয়ে যাবে। (১১ রবিউল আখির ১৪৩৭- ২১ জানুয়ারী ২০১৬)

(১৯) পরিবহন মালিকগণ চালকদেরকে তাগিদ দিন যে, যখন নামাযের সময় হবে তখন যানবাহন থামিয়ে নিজেও নামায পড়ুন এবং যাত্রীদেরও নামায পড়তে বলুন। (২৫ জুমাদাল-উলা ১৪৩৭ - ৫ মার্চ ২০১৬)

(২০) আল্লাহ করুক যেন এমন হয়ে যায় যে, ড্রাইভাররা যাত্রীদের বলতে শুরু করে: "চলুন! "নামায পড়ে নিন। (২৫ জুমাদাল উলা ১৪৩৭ - ৫ মার্চ ২০১৬)

(২১) আমার ছোটবেলা থেকেই জামাআতে নামায পড়ার আগ্রহ ছিল।

(৭ সফর শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ নভেম্বর ২০১৪)

(২২) কেবল অলসতা বশত জামাআত বিহীন নামায পড়া আমার অভিধানে নেই। (৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬-২২ জুন ২০১৫ ইশার পর)

খোদাভীতির ব্যাপারে ১৫টি উপদেশ

(১) যদি সত্যিই এই মনোভাব তৈরি হয়ে যায় যে, "আল্লাহ দেখছেন" তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য লাভ হবে।

(১৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৫ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২) নিজ ঘরে দু-চার জায়গায় "আল্লাহ দেখছেন" লিখে লাগিয়ে দিন, এর বরকত নিজেই দেখবেন। (২৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৬-১৮ এপ্রিল ২০১৫)

(৩) এই কল্পনাটি নিজেরমন ও মস্তিষ্কে গেঁথে নিন যে, আমাকে আল্লাহ দেখছেন। (২৫ রবিউলআখির ১৪৩৬-১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৪) খোদাভীতি ও ও ইশকে মুস্তফায় কান্নাকাটি করা আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত, যার খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় কান্না আসে না, তার উচিত (লৌকিকতা থেকে বেঁচে) কান্নার জোরপূর্বক চেষ্টা করা।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(৫) খোদাভীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো, বান্দা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকবে। **(২৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ২০ অক্টোবর ২০১৪)**

(৬) মনস্তাত্ত্বিক ভয় থাকা উচিত নয় বরং নিজের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি তৈরি করা উচিত। **(১৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৩ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)**

(৭) খোদাভীতি অর্জনের জন্য খায়েফীন (খোদাভীতি সম্পন্নদের) সাহচর্য অতীব জরুরী। **(২০ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৭ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)**

(৮) নিজের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি করতে নিজেকে অক্ষম ভাবুন এবং আল্লাহ পাকের পরাক্রমশালী ক্ষমতার কথা স্মরণ করুন। আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনা এবং মন্দ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হন।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬-১২ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(৯) খোদাভীতির আলোচনা গাম্ভীর্যতার সাথে এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে করাটা অত্যন্ত উপকারী। **(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)**

(১০) খোদাভীতি এবং ইশকে মুস্তফা আমাদের মূলধন।

(৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৭-১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(১১) প্রত্যেক পদাধিকারীর এই মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিত যে, এই পদটি মহান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এবং তিনি যে কোন সময় তা আমার থেকে নিয়ে নিতে পারেন। তদ্রুপ আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনাকে ভয় করুন। **(১৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২৪ জুন ২০১৬ তারাবির পর)**

(১২) খোদার ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু অন্তরের কঠোরতার কারণে শুকিয়ে যায় এবং অন্তর গুনাহের আধিক্যের কারণে কঠোরহয়ে যায়।

(১০ জুমাদাল উলা ১৪৩৭)

www.dawateislami.net

(১৩) আমার খ্যাতির কারণে আমি প্রায়শই আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনাকে ভয় করি। (৬ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(১৪) اَلْحَمْدُ لِلّٰه পৃথিবীতে তো আমরা ঈমানদার, যদি ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি, তবে তা হবে অনেক বড় সৌভাগ্য।

(২৭ শা'বান শরীফ ১৪৩৬-১৪ জুন ২০১৫)

(১৫) আমার অভ্যাস হলো, আমি বিনা হিসাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে ও করাতে থাকি, কারণ আমি আমার মধ্যে হিসাব দেয়ার ক্ষমতা রাখিনা। (৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২২ জুন ২০১৫ ইশার পর)

একনিষ্ঠাতার ব্যাপারে ৬টি উপদেশ

(১) একনিষ্ঠতা (আমল) কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

(২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ - ১২ মার্চ ২০১৬)

(২) যে তার একনিষ্ঠতারউপর সন্তুষ্ট, তার আরও অনেক একনিষ্ঠতার প্রয়োজন। (৫ শা'বান শরীফ ১৪৩৬ - ২৩মে ২০১৫)

(৩) কবুল হওয়া আধিক্য এবং অল্পের উপর নয় বরং একনিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল। (৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(৪) (নেক আমল) কবুল হওয়া আধিক্য এবং অল্পের উপর নয় বরং একনিষ্ঠতারউপর নির্ভরশীল। (১০ রমযান শরীফ ১৪৪২)

(৫) লৌকিকতা পরিহার করে একনিষ্ঠতার সহিত নেক আমল করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, কারণ (যদি) একনিষ্ঠ ব্যক্তিহাজারো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে নেক আমল করে তবে আল্লাহ পাক তাকে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ করে দেন। (২৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫)

(৬) বিনয়ের শব্দাবলি বলার মধ্যে যেনো লৌকিকতা এসে না যায়, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর সমর্থন করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মুখে নিজেকে তুচ্ছ বা ফকির বলা উচিত নয়। (২৪ রবিউল আখির ১৪৩৯)

www.dawateislami.net

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে ২৫টি উপদেশ

(১) আল্লাহ পাক যেভাবে বানিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, অবশ্য সৌন্দর্য্যের জন্য সাদা রং হওয়া আবশ্যক নয়।

(৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২) মুসলমানরা যদি বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধনের খরচপাতি বাদ দিয়ে মধ্যপন্থী জীবনযাপন করে তবে সমৃদ্ধি ফিরে আসবে اِنْ شَآءَ الله।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬)

(৩) বয়স্ক ব্যক্তিদের উচিত অপ্রয়োজনে নিজেদের রোগের আলোচনা না করা। **(১৩ শা'বান শরীফ ১৪৩৭-২১ মে ২০১৬)**

(৪) বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করার একটি রূপ হলো, কারো নিকট অপ্রয়োজনে সেই বিপদ প্রকাশ না করা। **(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)**

(৫) বিপদে (অর্জিত সাওয়াবের আনন্দে) মৃদু হাসা 'অতুলনীয়'।

(৩ যিলহজ্ব ১৪৪১-২৪ ই জুলাই ২০২০)

(৬) কেউ যে কোন আপত্তিকর উপায়ে প্রশ্ন করুক না কেন, আমাদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত উত্তমরূপে এর উত্তর দেয়া উচিত।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৮ জানুয়ারী ২০১৫)

(৭) আত্মনির্ভরতা ওধৈর্য এবং অল্পেতুষ্টি দ্বারা মর্যাদা উন্নত হয়।

(৩ রবিউল আখির ১৪৩৭)

(৮) ক্ষত, অসুস্থতা, আতঙ্ক, নিদ্রাহীনতা, অভাব অনটন, সর্বপ্রকার শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি এবং পেরেশানিতে ধৈর্যধারণ করে অপ্রয়োজনে অন্যের নিকটপ্রকাশ করা থেকে বিরত থেকে ক্ষমার সুসংবাদের হকদার হোন। **(৫ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১১জুন ২০১৬ আসরের পর)**

(৯) যে দুঃখ দুর্দশায় ধৈর্যধারণ করতে সফল হয়ে যায়, সে আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়াতলে এসে যায়। **(আত্মহত্যার প্রতিকার, পৃষ্ঠা: ২০)**

www.dawateislami.net

(১০) যথাসম্ভব দুঃখ কষ্ট লুকিয়ে রাখা উচিত।

(২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ১১ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(১১) মুসলমান প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে পুরস্কার পায়।

(১৮ রমযান শরীফ ১৪৪৩ - ২০ এপ্রিল ২০২২)

(১২) কারো "প্রাসাদ" দেখে নিজের "কুঁড়েঘর" পুড়িয়ে ফেলার পরিবর্তে ফুটপাতে পড়ে থাকা গৃহহীনদের দেখুন।

(৩ সফর শরীফ ১৪৪৪ - ৩১ আগস্ট ২০২২)

(১৩) পরীক্ষা যত কঠিন, সনদও তত উচ্চমাপের। (১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(১৪) যা আমাদের হাতে আছে, তা তো যে কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু যা ভাগ্যে লিখা আছে তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

(১১ রবিউলআউয়াল ১৪৩৬ - ২ জানুয়ারী ২০১৫)

(১৫) বান্দা এমন করুণাময় প্রতিপালকের অবাধ্য কিভাবে হতে পারে? যিনি অসংখ্য নেয়ামত দান করেন। (৪ রবিউল আখির ১৪৩৬- ২৪ জানুয়ারী ২০১৫)

(১৬) ঈমান হারানো হলো সবচেয়ে বড় মুসিবত।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৭) নিজের মধ্যে সহনশীলতার শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যাতে যখনই আপনার স্বভাব বিরোধী কোন কথা বলা হয়, তখন আপনি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ধৈর্যধারণ করতে সফল হন।

(১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(১৮) আমাদেরকে প্রত্যেক পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং প্রতিটি নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে।

(৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৮ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৯) কেউ যদি আমাদের সাথে অন্যায় করে তবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে, কারো সামনে আল্লাহর পানাহ! তার সমালোচনা করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করুন বরং তাকে উপহার দিন, ফলে তার নিকট থাকা ঘৃণা দূর হবে এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

(১৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১৯ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

www.dawateislami.net

(২০) মেধাবীকে তার মেধার জন্যকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক কারণ মেধা একটি প্রাকৃতিক উপহার (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত উপহার)।

(২৮ যিকা'দ শরীফ ১৪৪৩-২৮ জুন ২০২২)

(২১) কেউ যদি উপকার করে বা আমাদের কোন কাজ করে দেয় কিংবা স্বস্তি দেয়, তবে তারকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য মুখ দিয়ে 'ধন্যবাদ' শব্দ বলুন (তবে উত্তম হলো) جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا বলা।

(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২২ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২২) বান্দার পরীক্ষা তখন হয় যখন সে রাগান্বিত হয়। যখন স্বভাব বিরোধী কোন ব্যাপার ঘটে যায়, তখন তা সহ্য করতে পারলে তবে আমরা ভালো, অন্যথায় আমরা ভালো নই।

(২৭ রবিউল আখির ১৪৩৭-৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(২৩) কেউ যদি আমাদের সাথে অন্যায় করে তবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে, কারো সামনে আল্লাহর পানাহ! তার সমালোচনা করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করুন বরং তাকে উপহার দিন اِنْ شَآءَ الله ভালো ফলাফল আসবে। **(১৪ রমযান ১৪৩৭)**

(২৪) দাম্ভিকতা ও অহংকার ক্রোধের সময় তীব্রতা ধারণ করে এবং নম্রতা ও সহনশীলতাকে বাধাগ্রস্থ দেয়। **(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৭)**

(২৫) প্রয়োজনীয় রিযিকেই সন্তুষ্ট থাকতে শিখুন।

(৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ৩০ আগস্ট ২০১৪)

ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে ৫টি উপদেশ

(১) হালাল রিযিক উপার্জনের জন্য সেই ব্যবসা করুন যাতে দ্বীনের খেদমতও করতে পারবেন। **(৩ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬- ২৭ অক্টোবর ২০১৪)**

www.dawateislami.net

(২) দোকান ইত্যাদির বরকতময় নাম রাখা উচিত নয়, কারণ এর অবমাননা হতে পারে, যেমন গাউসিয়া টেইলার্স ইত্যাদি বরং দুনিয়াবী নাম রাখা উচিত। (৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-২৯ অক্টোবর ২০১৪)

(৩) সকালের বিশেষ ফযিলত রয়েছে, ভোরবেলা (সুবহে সাদিক অর্থাৎ ফজরের নামাযের সময় শুরু হওয়া) থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহপাক জীবিকা বন্টন করেন। (১৭ রবিউল আখির ১৪৩৬-৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(৪) হেয়ার ড্রেসার নিজ দোকানে এই লিখাটি লিখে দিন: "এখানে দাড়ি মুণ্ডানো হয় না এবং এক মুষ্টি থেকে ছোট করা হয় না কারণ ওলামায়ে কিরাম বলেন: দাড়ি মুণ্ডানো এবং এক মুষ্টি থেকে ছোট করা উভয়টি গুনাহ এবং এর জন্য মজুরী নেয়া জায়িয নয়।

(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-২১ অক্টোবর ২০১৫)

(৫) ডাক্তার ও দোকানদাররা নামাযের সময় নিজের দোকান ইত্যাদিতে একটি বোর্ড লাগিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করুন। এই বোর্ডে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে "নামাযের বিরতি" এবং নিচে এটা লেখা থাকবে "আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসি"।

(১৬ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

সম্পদ ওসম্পদশালীদের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ

(১) সম্পদের পরিবর্তে স্রষ্টার ভালোবাসা লাভ হলে কতইনা উত্তম।

(১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭- ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২) ধনীদের নিকট সাধারণত ধর্মীয় জ্ঞান কম থাকে, সম্ভবত সে কারণেই তারা দরিদ্রদের অবজ্ঞা করে। (২৩ রবিউল আখির ১৪৩৮)

(৩) যার সম্পদ বেশি থাকে, লোকেরা তাকে ধনী বলে মনে করে, কিন্তু বাস্তবে ধনী হলো সেই অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাক তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। (১০ রবিউল আখির ১৪৩৮)

www.dawateislami.net

(৪) এটা খুবই দুষ্কর যে, বান্দার নিকট ধন-সম্পদ থাকবে এবং অন্তরে এর ভালোবাসা থাকবে না, অতএব এটা বলবেন না যে, আমার অন্তরে ধন-সম্পদের ভালোবাসা নেই, যদি সত্য হয় তাহলে লৌকিকতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে আর যদি সত্য না হয় (অর্থাৎ অন্তরে সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকে) তাহলে তা হবে মিথ্যা।

(২৯ সফর শরীফ ১৪৩৯)

(৫) পৃথিবীতে যে সম্পদশালী হয়, তাকে (অর্থাৎ সাধারণত) ভাগ্যবান বলা সঠিক নয়, সম্পদ তো পরীক্ষা।

(১৩ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ২৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(৬) দুনিয়া হলো মন্দ, যা আখেরাতের ক্ষতি করে।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ২৯ জানুয়ারী ২০১৬)

অত্যাচারী ও অত্যাচারের ব্যাপারে ৫টি উপদেশ

(১) অত্যাচারী ও অত্যাচারের আয়ু কম হয়। **(১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)**

(২) আজ যদি নির্যাতিতদের নিকট ক্ষমা চাওয়া কঠিন মনে হয়, তবে আখিরাতের বিষয়টি আরও কঠিন। **(১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)**

(৩) অত্যাচার পরকালের অন্ধকার। **(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৮ জানুয়ারী ২০১৫)**

(৪) (আখিরাতেরক্ষেত্রে) অত্যাচারীতব্যক্তি সর্বদা জয়ী হয়।

(৭ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪- ৫ আগস্ট ২০২২)

(৫) যখন কোন পদ ও ক্ষমতা লাভ হয়, তখন বান্দা প্রায়ই অত্যাচারে লিপ্ত হয়।

নেকীর ব্যাপারে ২৮টি উপদেশ

(১) কখনো কখনো ছোট নেকী বড় নেকীর দিকে পরিচালিত করে।

(৭ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৮ জুলাই ২০২০)

www.dawateislami.net

(২) প্রত্যেক নেককার ব্যক্তি আল্লাহর ওলী নয়, তবে আল্লাহর প্রত্যেক ওলী অবশ্যই নেককার। (৪ রজব শরীফ ১৪৪২-১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(৩) নিজের নেকী গোপন রাখা সর্বোত্তম কাজ।

(১৫ রজব শরীফ ১৪৪২ - ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(৪) আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন, কারণ যে নিজে সৎ সে অপরের সম্পর্কেও সুধারণা করে পক্ষান্তরে যে নিজে খারাপ সে অপরকেও খারাপ মনে করে। (শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার, পৃষ্ঠা: ৩৫)

(৫) সম্পদ লুটকারীহলো চোর এবং তার থেকে বেঁচে থাকার অনেক উপায় রয়েছে, কারণ এটি দৃশ্যমান পক্ষান্তরে নেকীর লুটকারীহলো শয়তান এবং সে দৃশ্যমান নয়, তাই তার হাত থেকে নেকী রক্ষা করার জন্য আরও তৎপর থাকা দরকার। (১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)

(৬) দুনিয়াবী সম্পদ কমে যাওয়ায় আফসোস না করে নেক আমল কমে যাওয়ায় আফসোস করুন। (২৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭)

(৭) সৎকাজে অটল থাকার জন্য প্রাথমিকভাবে নফসকে জোরপূর্বক সৎকাজের দিকে অগ্রসর করতে হয়। (২৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ - ১৮ এপ্রিল ২০১৫)

(৮) "একটি কবুলকৃত নেকী পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ ও রাজ্যের চেয়ে উত্তম।" (২৩ রমযান শরীফ ১৪৪৩ - ২৫ এপ্রিল ২০১৫)

(৯) সম্পদশালী হওয়ার পরিবর্তে সৎকর্ম পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করুন।

(৬ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৩)

(১০) শয়তান যতবেশি সৎকাজে কুমন্ত্রণা দিবে, ততবেশি সাহসিকতার সহিত সৎকাজ করা উচিত। (১৮ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(১১) নিজের নেক আমলের উপর সন্তুষ্ট না হয়ে আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনাকে ভয় করা উচিত। (৩০ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫- ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(১২) নিজের নেক আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহর রহমতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। (২৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-১৮ অক্টোবর ২০১৪)

(১৩) সর্বদা নেকীর দাওয়াত দিতে থাকুন, এতে লজ্জা ও দ্বিধা চলে যাবে। (৭ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-৩১ অক্টোবর ২০১৪)

(১৪) যে নেকী করতে চায়, তাকে সিরিয়াস হতে হবে, শুধু চাইলে হবে না। (২৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-২২ নভেম্বর ২০১৪)

(১৫) প্রকৃতপক্ষে নেককার ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহ পাকের নিকটও নেককার, শুধু বিখ্যাত হওয়াই যথেষ্ট নয়।

(২১ সফর শরীফ ১৪৩৬- ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪)

(১৬) নেক আমল করার জন্য নফসকে শাস্তি দিন এবং জোরপূর্বক নেক আমল করার চেষ্টা করুন। (২৭ শা'বান শরীফ ১৪৩৬-১৪ জুন ২০১৫)

(১৭) নেকীর ফযিলতের প্রতি দৃষ্টি দিলে এবং বয়সের স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টি দিলে নেকীতে অবিচলতা নসিব হবে।

(১৪ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(১৮) যে বিভিন্ন নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়, সে যেন এটা ভাবে যে, (এমন তো নয়) আমার নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং আখিরাতে এর দ্বারা আমার কোন উপকার হবে না।

(১৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৪ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(১৯) নক আমলে অটল থাকার উপায় হলো, আল্লাহ পাকের নিকট অটলতার দোয়া করা, নেকীতে মন না লাগলে, লাগানোর চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله মন লেগে যাবে, নেকীর ফযিলত পড়তে থাকুন।

(২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৯ জুন ২০২৬ তারাবির পর)

(২০) মুসলমানকে স্বস্তি দেয়া সাওয়াবের কাজ।

(১৪ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ২৩ জানুয়ারী ২০১৬)

www.dawateislami.net

(২১) আমাদের হাজার হাজার ইবাদত আল্লাহ পাকের যে কোনো একটি নেয়ামতের হাজার ভাগের এক ভাগের কৃতজ্ঞতার হক আদায় করতে পারবে না। (২৫ সফর শরীফ ১৪৪২ - ১২ অক্টোবর ২০২০)

(২২) মুখের সৌন্দর্যতা (নূর) আসে আল্লাহর ইবাদত থেকে।

(১৫ রজব শরীফ ১৪৪২- ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(২৩) ইবাদতে অন্তরবিরক্তবোধ হওয়া ভালো লক্ষণ নয়।

(৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৩ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(২৪) দুনিয়াবী ব্যস্ততা যেন এমন না হয় যে, আল্লাহ পাকের ইবাদত ও অন্যান্য ফরয আদায়ে অলসতা চলে আসে।

(৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৪ জুন ২০১৫ আসরের পর)

(২৫) ইবাদতে মন লাগা, অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা ও স্বস্তিবোধ করা হলো রূহানীয়্যত তথা আধ্যাত্মিকতা।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২৬) যৌবনে বেশি পরিমাণে ইবাদত করা উচিত, বৃদ্ধকালে পরিশ্রমী ইবাদত কঠিন হয়ে পড়ে এবং যৌবনকালের কোন সাহস ও শক্তি থাকে না। (১৫ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২০ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(২৭) ইবাদতের শক্তি পেতে কম আহার করুন।

(১৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৭-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(২৮) তাহাজ্জুদ গুজারের চেহারায় নূর থাকে।

(১৬ রবিউল আখির ১৪৩৬- ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

গুনাহের ব্যাপারে ২৬টি উপদেশ

(১) আফসোস! গুনাহ ও খারাপ কাজকে মন্দ মনে করার প্রবণতাও কমে যাচ্ছে। (৭ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১- ২৮ জুলাই ২০২০)

(২) গুনাহগারের গুনাহ ঘৃণ্য, কিন্তু সে নিজে সহানুভূতি প্রাপ্য এবং তাকে বুঝানো উচিত। (১ রবিউল আখির ১৪৩৮)

www.dawateislami.net

(৩) আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে সর্বক্ষেত্রে বিরত থাকা উচিত, কারণ গুনাহ ছোট হোক বা বড়, তা জাহান্নামে নিক্ষেপকারী হতে পারে।

(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭)

(৪) প্রত্যেক সেই বিষয়, যা গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত করে, তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। **(৮ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)**

(৫) গুনাহ করা তো দূরের কথা, গুনাহের ধারে কাছেও যাওয়া উচিত নয়। **(৮ শাওয়াল শরীফ ১৪৪১-৩০ মে ২০২০)**

(৬) গুনাহ করা উচিত নয় এবং গুনাহের জন্য কান্নাকাটি বর্জন করা উচিত নয়। **(৩ রমযান শরীফ ১৪৪২)**

(৭) আমার মতে আমার সেই দিনটি উত্তম, যাতে কোনো গুনাহ হয়নি।

(২৯ রমযান শরীফ ১৪৪২ আসরের পর)

(৮) গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য গুনাহের কারণগুলো দূর করতে হবে।

(৬ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-৩০ অক্টোবর ২০১৪ বিশেষ)

(৯) গুনাহের শাস্তি সম্পর্কে জানাথাকলে, তা থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। **(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৪ জানুয়ারী ২০১৫)**

(১০) শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত মনে কষ্ট প্রদানকারী চোখ রাঙানোও গুনাহ। **(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৪ জানুয়ারী ২০১৫)**

(১১) কোন গুনাহ দ্বারা প্রশান্তি অনুভব হয় না।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬- ২৮ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(১২) গুনাহ ঈমান হরণকারী হতে পারে এবং এতে ঈমান হারানোর ঝুঁকি বেড়ে যায়। **(১০ রবিউল আখির ১৪৩৬-৩০ জানুয়ারী ২০১৫)**

(১৩) শারীরিক ব্যাধির চেয়ে গুনাহের ব্যাধি অধিক ভয়ঙ্কর।

(১৫ জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ - ৭ জানুয়ারী ২০২৩)

(১৪) একটি সগীরা গুনাহ ও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কারণ হতে পারে।

(১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ - ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

www.dawateislami.net

(১৫) বাহ্যিক গুনাহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ গুনাহের জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক। (১০ জুমাদাল উলা ১৪৩৭ - ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(১৬) এ বিষয়টি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নেকীর ব্যালেন্স কম হওয়া উচিত নয় এবং গুনাহের ব্যালেন্স বৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়।

(৯ জুমাদাল-উখরা ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)

(১৭) হুব্বেজাহ তথা আত্মপ্রশংসা কামনা করার চেতনা ভাল নয়। এটি অভ্যন্তরীণ ব্যাধি এবং এর কারণে বান্দা অনেক গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। (৭ ই রমযান শরীফ ১৪৩৭-১৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৮) গুনাহ হয়ে গেলে ভয় করুন যে, আল্লাহ যেন অসন্তুষ্ট হয়েনা যান আর নেকী করলেও ভয় করুন যে, জানিনা কবুল হয়েছে কি-না।

(১২ রমযান শরীফ ১৪৩৭-১৭ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(১৯) প্রত্যেক গুনাহগারকে আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি আশা রাখা উচিত এবং প্রত্যেক নেককারকে আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করা উচিত। (১৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৫ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২০) মন্দ থেকে বাঁচার চেতনাই হলো মন্দ থেকে বাঁচার উপায়।

(৪ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-২৮ অক্টোবর ২০১৪)

(২১) আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করে কি আনন্দ উদযাপন করা যায়? (অবশ্যই না) (১৯ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(২২) আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা মুসলমানের নয়, শয়তানের কাজ।

(৭ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-৩১ অক্টোবর ২০১৪)

(২৩) হারাম সম্পদে বরকত হয় না, কোনো না কোনোভাবে হাত থেকে বেরিয়ে যায়। (৮ রবিউল আখির ১৪৩৬- ২৮ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(২৪) আল্লাহ পাকের কোন অবাধ্যতাকে ছোট মনে করা, একে বড় করে তোলে। (১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২১ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

www.dawateislami.net

(২৫) কখনো কখনো একটি গুনাহ অনেক গুনাহের কারণ হয়।

(৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ২৬ জুলাই ২০২০)

(২৬) প্রতিটি গুনাহ তা ছোট হোক বা বড়, জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। **(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২১ জুন ২০১৬ তারাবির পর)**

সুধারণার ব্যাপারে ৫টি উপদেশ

(১) আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণা পোষণ করা উচিত যে, তিনি দয়ালু এবং আমার প্রতি দয়াসুলভ আচরণ করবেন, আপনঅনুগ্রহে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না এবং আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২) যার সম্পর্কে এই সুধারণা জন্মে যে, তার দোয়া কবুল হয়, তবে তার দ্বারা বিনা হিসাবে ক্ষমা লাভের দোয়া করানো উচিত।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬)

(৩) কোন মুসলমানের অন্য মুসলমানের ব্যাপারে কুধারণা জন্মানো উচিত নয়। **(১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ - ৪ নভেম্বর ২০১৪ বিশেষ)**

(৪) সুধারণায় কোন মন্দ (অর্থাৎ অনিষ্টতা) নেই এবং কুধারণায় কোন কল্যাণ (অর্থাৎ মঙ্গল) নেই। **(১৮ রমযান শরীফ ১৪৩২)**

(৫) মুসলমানদের ব্যাপারে অকারণে সন্দেহ করা বন্ধ করুন এবং সুধারণা রাখুন কারণ মুসলমানদের প্রতি সুধারণা রাখা সাওয়াবের কাজ।

(২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৩০ জুন ২০১৬ আসরের পর)

দৃষ্টিকে সংযত রাখার ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) যে দৃশ্য দেখলে সাওয়াব বা গুনাহ হয়না, সে দৃশ্য দেখা ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন হিসাব হবে। **(৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৫ জুলাই ২০২০)**

www.dawateislami.net

(২) বর্তমান যুগে "চোখের কুফলে মদীনা" লাগানো (অর্থাৎ গুনাহ এবং অপ্রয়োজনীয় দেখা থেকে বিরত থাকা) কঠিন, তবে অসম্ভব না, অপ্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না, বাসা থেকে বের হতে হলে দৃষ্টি অবনত রাখুন, অজান্তে কোন নামুহরিমের প্রতি চোখ পড়লে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করে নিন। এমন স্থানে খুবই কম যাবেন, যেখানে পর্দাহীন মহিলারা থাকে যেমন; বাজার ইত্যাদি।

(২রা রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৮ই জুন ২০১৬ আসরের পরে)

(৩) স্বল্পভাষী ও দৃষ্টি অবনতকারী সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাই আমার অনেক ভালো লাগে। **(২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)**

(৪) বিভ্রান্ত দৃষ্টি (অকারণে চারপাশে তাকানো) ভাল বিষয়নয়, বরং ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে এ থেকে বিরত থাকা সাওয়াবের কাজ। **(১ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৭ জুন ২০১৬ আসরের পর)**

কথাবার্তার ব্যাপারে ২৬টি উপদেশ

(১) এমন প্রশ্ন করবেন না, যাতে সম্মুখস্থ ব্যক্তি কারো দোষত্রুটি প্রকাশ করার বা গীবত করার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।

(১৩ যিকা'দ শরীফ ১৪৪১ - ৪ জুলাই ২০২০)

(২) তাসাউফের কোনো কিতাবই নীরবতার ফযিলত থেকে শূণ্য নয়।

(১ রমযান ১৪৩৭- ৭ জুন ২০১৬)

(৩) অন্তরের কঠোরতারঅন্যতম কারণ হলো; আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলা। **(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)**

(৪) যে আপনার সাথে "তুই তুকারি" করে কথা বলে, আপনি তার সাথেও জী জনাব করে কথা বলুন।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৮ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

www.dawateislami.net

(৫) সাধারণত সবারই 'শান্ত প্রকৃতির লোক' পছন্দনীয়।

(১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২২ জুলাই ২০২০)

(৬) নিজের কথাবার্তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করুন যে, আমি কি এবং কেন বলেছি? (১১ জুমাদাল উলা ১৪৩৬ - ২ মার্চ, ২০১৫)

(৭) আমরা যদি সত্যিকারার্থে অনর্থক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকতে সফল হয়ে যাই, তাহলে এটা আল্লাহ পাকের (বড়) নেয়ামত।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৮ জানুয়ারী ২০১৫)

(৮) বেশি কথা বলা মানুষেরমর্যাদাকে কলঙ্কিত করে।

(৩০যিকা'দ শরীফ ১৪৪১-২১ জুলাই ২০২০)

(৯) যে কথা উভয় ঠোঁটে সংরক্ষিত থাকতে পারেনি, তা কোথাও সংরক্ষণ থাকবে না। (৬ রমযান শরীফ ১৪৩২)

(১০) প্রত্যেক সেই কথা ও আচরণ থেকে বিরত থাকুন, যা দ্বারা কোন মুসলমান মনে আঘাত পেতে পারে। (১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-২ নভেম্বর ২০১৪)

(১১) আহ! যদি এমন হয়ে যায় যে, আমরা যখন কথা বলতে চাই, তখন একটু থামি, চিন্তা করি, তারপর বলি। (২৮ সফর শরীফ ১৪৩৬-২০ ডিসেম্বর ২০১৪)

(১২) নীরব থাকাতেই দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারিতা রয়েছে।

(৭ সফর শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ নভেম্বর ২০১৪)

(১৩) সম্বোধনকারীর সাথে তার অবস্থান এবং পদমর্যাদা অনুসারে ভাল শব্দাবলি দ্বারা কথা বলুন। (১৬ সফর শরীফ ১৪৩৬-৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(১৪) একদিনের শিশুর সাথেও তুই তুকারি করে কথা বলা উচিত নয়।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৮শে জানুয়ারী ২০১৫)

(১৫) যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুখ থেকে শব্দ বের করিনি, ততক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের, কিন্তু যখন মুখ থেকে বের করে ফেলেছি তখন তা হয়ে গেছে অন্য কারো, এখন সে যা খুশি তাই করবে। (৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫)

www.dawateislami.net

(১৬) কোথায় কি বলতে হবে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।

(১৮ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(১৭) সদাচরণের মাঝে এমন মোহ (জাদু) রয়েছে যে, এতে অবাধ্যরা বাধ্য হয়ে যায়। **(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৪ জানুয়ারী ২০১৫)**

(১৮) নিজের মুখে নিজের জন্য অহংকারপূর্ণ শব্দ বলবেন না।

(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১৯) এমনভাবে কথা বলুন, যাতে সামনের মানুষটি আপনার আরও কথা শুনতে চায়। **(৮ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)**

(২০) গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন, তবে এমন নয় যে, মুচকি হাসির স্থানেও মুখ ফুলিয়ে রাখবেন। **(৮ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)**

(২১) অহেতুক কথাবার্তা থেকে এজন্যও বিরত থাকুন, কারণ অনর্থক কথা বলতে বলতে যেন গুনাহপূর্ণ কথাবার্তায় পড়ে না যান।

(৪যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫ -৩০ আগস্ট ২০১৪)

(২২) অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকুন, যাতে গুনাহে লিপ্ত না হয়ে যান।

(২৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ১৮ অক্টোবর ২০১৪)

(২৩) তিক্ত কথাবার্তায় এমন বিষ আছে যে, নিজের সন্তানও অবাধ্য হয়ে যায়। **(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৪ জানুয়ারী ২০১৫)**

(২৪) অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা থাকলে গুনাহপূর্ণ কথাবার্তা থেকেও বাঁচতে পারবেন। **(৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৬ জুলাই ২০২০)**

(২৫) সেই নীরবতা ভালো, যা উদাসিনতাপূর্ণ নয়।

(১০ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৬ - ২৬ জুলাই ২০১৫)

(২৬) প্রকৃত অর্থে মুহতাত্ব ফিদ দ্বীন (দ্বীনিভাবে সতর্কতা অবলম্বনকারী, জায়িয নাজায়িযের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনকারী) সেই, যে সাওয়াবের প্রত্যাশী এবং বলার পূর্বে ভাবে।

(১৮ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬ - ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

মিশুকতা এবং সদাচরণের ব্যাপারে ৩৩টি উপদেশ

(১) তাসখীরে কুলুবের (অর্থাৎ অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার) মহান ওযিফা হলো মুখে মৃদু হাসি রাখা, তবে সুন্নাতের নিয়্যতে মৃদু হাসুন এবং নেকীর দাওয়াতের লক্ষ্যে মানুষকে কাছে টানুন।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(২) মুচকি হাসি অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

(১৬ সফর শরীফ ১৪৪২ - ১৪ অক্টোবর ২০২০)

(৩) মন তরবারি দিয়ে নয় সদাচরণ দ্বারা জয় করা যায়।

(১ সফর শরীফ ১৪৪৪-২৯ আগস্ট ২০২২)

(৪) শিশু হোক বা বড়, আপনি যাকে ভালোবাসা দিবেন তার থেকে ভালোবাসা পাবেন। **(৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ২৪ জুলাই ২০২০)**

(৫) বর্তমানে শিশুদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণের প্রবণতা কম, এটি ভালোবিষয়নয়। **(৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)**

(৬) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি স্বভাবগতভাবে শিশুদেরকে ভালোবাসি।

(৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৭) কেউ আমাদের সাথে সদাচরণ করুক বা না করুক, আমাদেরকে সবার সাথে সদাচরণ করা উচিত। **(১২ রমযান শরীফ ১৪৩৭)**

(৮) মানুষ তো মানুষ, যদি "পশু"ও নম্র স্বভাবের হয়, তবে তাকে ভালো লাগে। **(৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৪ জুলাই ২০২০)**

(৯) নম্রতা ও ভদ্রতা অবলম্বন করুন اِنْ شَآءَ الله আপনি সকলের নয়নের মণি হয়ে উঠবেন। **(২০ রবিউল আখির ১৪৩৭)**

(১০) ভুল স্বীকার করলে সম্মান কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।

(৪ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৪ জানুয়ারী ২০১৬)

(১১) শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগীদের ভালবাসা দিন। **(১৫ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)**

www.dawateislami.net

(১২) আমাদের চরিত্র এমন হওয়া উচিত যে, যাকে দেখে লোকেরা বলে যে, একে অনুসরণ করা উচিত। (১৬ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(১৩) আমরা আল্লাহ পাকের বিনয়ী বান্দা, সুতরাং আমাদের বিনয়ী হওয়া উচিত, দাদাগিরি (অর্থাৎ বদমাশি) করা উচিত না।

(১৯যি'কাদ শরীফ ১৪৪৩ - ১৯ জুন ২০২২)

(১৪) মুহসিন (অর্থাৎ অনুগ্রহকারীর) অনুগ্রহ আজীবন স্বীকার করা উচিত।

(২৫ সফর শরীফ ১৪৪২-১২ অক্টোবর ২০২০)

(১৫) সম্মান দাও ও সম্মান পাবে। (২৫ সফর শরীফ ১৪৪২-১২ অক্টোবর ২০২০)

(১৬) নম্রতা ও একাগ্রতার মাধ্যমেই কারো "হৃদয়ে"প্রবেশ করা যেতে পারে। (৪ রজব শরীফ ১৪৪২-১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(১৭) আপনার একটি হাসি কারোপ্রজন্মকে সজ্জিত করতে পারে এবং আপনার একটি তিক্ত বাক্য কারো প্রজন্মকে সঠিক পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে। (১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)

(১৮) যদি আমরা কাউকে খুশি করতে না পারি, তাহলে কারো মনে কষ্টও যেন না দেই। (২৮ শা'বান শরীফ ১৪৩৬- ১৫ জুন ২০১৫)

(১৯) যারা বকাবকি করে মানুষ তাদের কাছ থেকে দূরে থাকে, পালিয়ে বেড়ায় আর যারা ভালোবাসা দেয়, মানুষ তাদের খোঁজে এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করে। (১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(২০) আমাদেরকে মুসলমানের জন্য কোমল কোমল কোমল হওয়া উচিত।

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২১) মু'মিন ব্যক্তি নম্রস্বভাবের এবং মৃদুভাষী হয়।

(৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ - ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪)

(২২) ভদ্র এবং মিশুক স্বভাবের লোককে মানুষ ভালোবাসে।

(৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-২৬ ডিসেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(২৩) বড় ভাই বোনেরা অকারণে ভয়ভীতি দেখালে তবুও ছোট ভাই বোনদের উচিত তাদের সম্মান করা, তবে বড়দের উচিত ছোটদের স্নেহ করা, নম্রতা প্রদর্শন করা এবং সহানুভূতিশীল আচরণ করা। **(৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭)**

(২৪) যে কাজটি নম্রতার সহিত হয়, তা কঠোরতার সহিত হয়না। **(২৪ রবিউলআখির ১৪৩৬-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

(২৫) আপনি যত বড় নিগরান হোন না কেন, আপনার অধীনস্থদের সাথে দয়া ও ভালবাসা সুলভ আচরণ করা উচিত। **(২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)**

(২৬) গম্ভীরতা অবলম্বন করুন কিন্তু মনে রাখবেন হাসি গম্ভীরতার পরিপন্থিনয়। **(১ জুমাদাল-উলা ১৪৩৬-২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

(২৭) মানুষ এমন ব্যক্তি থেকে দূরে পালায়, যে বাচাল, অসৎ চরিত্রের অধিকারী, কাপড় নোংরা রাখে, লেনদেন সঠিক নয়, উদাহরণস্বরূপ; ঋণ ফেরত দেয় না, তার শরীর বা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ আসে ইত্যাদি। **(২৩ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৬ - ১৮ আগস্ট ২০১৫)**

(২৮) গম্ভীর এবং নৈতিক ব্যক্তির কথা সবাই শোনে। **(জুমাদাল উলা ১৪৩৬ - ২ মার্চ, ২০১৫)**

(২৯) মিশুক (চরিত্রবান) হন, যদি স্বভাবগত মিশুক না হন, তবে (জোরপূর্বক) মিশুক হন। **(৭ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ১৭ জানুয়ারী ২০১৬)**

(৩০) আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোনো পদবী দিলে আমাদের স্বভাব বিনয়ী হওয়া উচিত, যাতে আমরা আমাদের অধীনস্থদের সঙ্গে নম্র আচরণ করি, যখন কোনো কারণে অধীনস্থদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করতে চান, তখন ভাবুন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি সাহাবীদের সাথে এমন আচরণ করতেন? এভাবে আমাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। اِنْ شَآءَ الله **(১৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২৪ জুন ২০১৬ তারাবির পর)**

www.dawateislami.net

(৩১) আপনি যদি সবার সাথে সহানুভূতি এবং সদাচরণ করেন লোকেরা আপনাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসা দিন, ভালোবাসা পাবেন, ঘৃণা করলে ঘৃণা পাবেন। (১৭ রবিউল আখির ১৪৩৮)

(৩২) যে সবাইকে গুরুত্ব দেয়, ভালোবাসা দেয় এবং তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করে, তবে সে ব্যক্তি সার্বজনীন প্রিয় হবে।

(৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৩৩) মুচকী হাসি দেয়া সুন্নাত, যে মুচকি হাসে মানুষ তার নিকটে আসে, সবসময় কান্নারত মুখ রাখলে মানুষ তাদের থেকে পালিয়ে যায়।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬)

নিজের সংশোধনের ব্যাপারে ২৪টি উপদেশ

(১) যে আমাকে আমার ভুল বলে দেয়, সে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। (আমাদের সবার এই মানসিকতা থাকা উচিত।) (১৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(২) যিনি আমাদের বুঝায় সে আমাদের "শুভাকাঙ্ক্ষী"।

(১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪-১৫ অক্টোবর ২০২২)

(৩) যে আপনাকে বুঝায় তার প্রতিরাগান্বিত হওয়া উচিত নয়, অন্যথায় আপনি আপনার জন্য সংশোধনের দরজা বন্ধ করে দেবেন।

(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬-১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(৪) সে বড়ই হতভাগা, যার জন্য সংশোধনকারীদের দরজা বন্ধ।

(৭ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৭ জানুয়ারী ২০১৫)

(৫) আহ! আমরা যেন চেহারা সজ্জিত করার পরিবর্তে আমাদের অন্তরকে সজ্জিত করার চেষ্টা করতে থাকি। (১১ মুহাররাম ১৪৩৭-২১ অক্টোবর)

(৬) যাকে বুঝানোর মতো কেউ নেই সে খুবই "দুর্ভাগা"।

(১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪-১৫ অক্টোবর ২০২২)

(৭) সমালোচনা সহ্যকারী "বড় মানুষ"। (৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ - ৪ নভেম্বর ২০২২)

www.dawateislami.net

(৮) কথা বলা সহজ কিন্তু কাজ করে দেখানো কঠিন।

(২ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪ - ২ আগস্ট ২০২২)

(৯) অন্তরকে আলোকিত করার জন্য সত্যিকারের তাওবা করুন।

(৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ - ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪)

(১০) প্রত্যেকের উচিত অন্যের নিকট জিনিস চাওয়া থেকে বিরত থাকা, যদি এই (না চাওয়ার) অভ্যাস পরিপক্ক হয়ে যায় তাহলে اِنْ شَآءَ الله অনেক পার্থিব সুবিধা লাভ হবে। (২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১১) জান্নাতে প্রবেশকারী কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হলো "মুসলমানকে নিজের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা।"(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(১২) আহ! আমরা যেন মৃত্যুর পূর্বে আমাদের নফসকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়ে যাই। (২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৫ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(১৩) হতে পারে ছোট মনে হওয়া নেকী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে এবং ছোট মনে করা গুনাহ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (৯ যিলহজ্ব ১৪৪১-৩০ জুলাই ২০২০)

(১৪) প্রকৃত বিত্তবান সে, যে সৎকর্মশীল।

(৮ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১৪ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৫) যখন নেকী অর্জন করার মানসিকতা তৈরি হয় এবং চেতনা সঙ্গী হয়, তখন ফরযের পাশাপাশি নফলসমূহ আদায় করা সহজ হয়ে যায়।

(২৮ শা'বান শরীফ ১৪৩৭ - ৪ জুন ২০১৬)

(১৬) আমাদের সমস্ত কাজের ফোকাস (উদ্দেশ্য) আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত। (১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-২৫ অক্টোবর ২০১৪)

(১৭) আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খুশী করা, কিন্তু আমরা মানুষকে খুশী করতে লাঞ্ছিত হচ্ছি।

(১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ - ২৫ অক্টোবর ২০১৪)

(১৮) দৈনিক পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে, জীবনের একটি মূল্যবান দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। (৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(১৯) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় নেয়ামত, যার প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(২৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২০) নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হলো নফস যা বলে তার বিরোধিতা করা। (১ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৬ জুন ২০১৬ রাত)

(২১) মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, একে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করুন। (৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২২) নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যকে ফাঁদে ফেলা উচিত নয়।

(২০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-১১ জুলাই ২০২০)

(২৩) সময় হলো সেই অমূল্য হীরা, যা একবার হারিয়ে গেলে পুনরায় পাওয়া যায় না পক্ষান্তরে সম্পদ হারিয়ে গেলে পুনরায় পাওয়া যায়।

(৫ রবিউল আখির ১৪৩৮)

(২৪) বিদ্বেষে ভরা বুক ভালো নয়। (৭ জুমাদাল-উখরা ১৪৪১)

অপরের সংশোধনের ব্যাপারে ৯টি উপদেশ

(১) আপনি যদি কাউকে বোঝাতে চান তবে প্রজ্ঞাময় পন্থা অবলম্বন করুন কারণ সংশোধন কেবল এভাবেই সম্ভব, অন্যথায় আক্রমনাত্মক ধরন জেদ সৃষ্টি করে। (১ রজব শরীফ ১৪৪২-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(২) কাউকে বোঝানোও একটি শিল্প। যদি বুঝাতে পারেন তবে একাকী বুঝান কারণ এটি অত্যন্ত উপকারী। (২৭ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(৩) যেখানে প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই প্রকাশ্যে সংশোধন করা উচিত, কিন্তু আজকাল কিছু অজ্ঞ লোক সংশোধনের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেয় যাতে সেই মুসলমানের সম্মান বজায় থাকে না।

(৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

www.dawateislami.net

(৪) আপনি যদি কাউকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন এবং সে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে আপনি যেন তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংশোধন করেছেন। (৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৪ জানুয়ারী ২০১৫)

(৫) নেকীর দাওয়াত নম্রতা, বিনয় এবং ভদ্রতার সহিত দেয়া উচিত।

(১৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ১৯ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(৬) প্রত্যেককে তার মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত দিতে হবে।

(২৮ সফর শরীফ ১৪৩৬, ২০ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৭) নৈতিকতার নেকীর দাওয়াত মুখের নেকীর দাওয়াতের চেয়ে অধিক কার্যকরী। (১২ জুমাদালউলা ১৪৩৬ - ৩ মার্চ ২০১৫)

(৮) দ্বীনের যত কাজ করার যৌবনে করে নিন, সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে সাহস সঙ্গী হয় না। (১৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬-৩০ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৯) কারো জীবন রক্ষা যদিও ভাল কাজ, কিন্তু কারো ঈমান রক্ষা করা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। (২৬ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

উর্দু ভাষার ব্যাপারে ২টি উপদেশ

(১) উর্দু ভাষা শেখা উচিত কারণ আমাদের অনেক দ্বীনি সাহিত্য উর্দুতে রয়েছে। (৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৪ জুলাই)

(২) আমি উর্দু ভালোবাসি, কারণ কানযুল ঈমান, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি উর্দুতে আছে। (১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

ইসলামী কিতাব অধ্যয়ন এবং দ্বীনি জ্ঞানের ব্যাপারে ২৩টি উপদেশ

(১) দ্বীনি জ্ঞান অর্জন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

(১৭ রবিউলআউয়াল ১৪৩৬ - ৮ জানুয়ারী ২০১৫)

www.dawateislami.net

(২) দ্বীনি জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অধ্যয়নের মাধ্যমেও অর্জিত হয়।

(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(৩) যে দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী, তার প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা।

(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬)

(৪) মুনজিয়াত ও মুহলিকাত (মুনজিয়াত অর্থ মুক্তিদানকারী আমল, মুহলিকাত অর্থ ধ্বংসাত্মক আমল) এর জ্ঞান অর্জন করলে, শয়তানের বিরুদ্ধে পুরোপুরি লড়াই করতে সক্ষম হবেন।

(৬ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৫)

(৫) দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা, এর উপর আমল করা এবং এর প্রচার প্রসার করা সবই সদকা। (১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৩ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(৬) দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ওযিফা ইত্যাদি পড়ার চেয়ে উত্তম।

(৭ জুমাদাল উলা ১৪৩৬-২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(৭) আমার মতে শিক্ষিত ব্যক্তি সেই, যে অন্ততপক্ষে পবিত্র কুরআন দেখে দেখে সঠিকভাবে পড়তে পারে। (৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৪ জুলাই ২০২০)

(৮) কিতাব রচনা করা সহজ কাজ নয়, যে এর যোগ্য তাকেই এ কাজটি করা উচিত। (১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(৯) প্রত্যেক লেখকেরউচিত আল্লাহকে ভয় করা (এ ব্যাপারে যে) সে কী লিখছে। (১২ রমযান শরীফ ১৪৩৬ -২৯ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(১০) অধ্যয়ন করা দ্বীনি জ্ঞানের প্রাণ। (৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৬ - ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১১) আমাদের বুযুর্গরা সাদা কাগজের আদব করেছেন, আহ! আমরাও যেন আমাদের কলম এবং কিতাবের আদব করি। (১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(১২) নিজেদের মধ্যে (দ্বীনি) কিতাব বিতরণের অভ্যাস চালু করুন।

(রবিউল আখির ১৪৩৭- ৩০ জানুয়ারী ২০১৬)

(১৩) দ্বীনি কিতাব সস্তায় বিক্রি করুন যাতে বেশি বেশি মানুষ সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে, এটি দ্বীনি নৈতিকতার চাহিদা।

(১৬ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ - ৯ নভেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(১৪) আমি ধর্মীয় কিতাবকে "হাদিয়া" বলতে পছন্দ করি।

(১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭- ২৫ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৫) কিতাব ও মাসিকের শিরোনামের পাতায় কুরআনের আয়াত লেখা উচিত নয়। কেননা কোনো অপবিত্র ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা স্পর্শ করলে সে গুনাহগার হবে। (২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৩০জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৬) ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে প্রত্যেকের ঘরের ড্রয়িং রুম ইত্যাদিতে কিতাবের আলমারির ব্যবস্থা করুন এবং তার নাম "মাদানী লাইব্রেরি" রাখুন। (২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৭) সকল আশিকানেরাসূল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের সমীপে মাদানী আবেদন (অনুরোধ) হলো, নিজের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ক্লিনিক, শো-রুম এবং ওয়েটিং রুম বা ড্রয়িং রুম (বসার ঘর) ইত্যাদিতে যেখানে সম্ভব একটি "মাদানী লাইব্রেরী" স্থাপন করুন। (২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৪ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৮) বাহারে শরীয়তের তিনটি খন্ডই প্রত্যেক ঘরে থাকা উচিত।

(২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৯) তাফসীর "সিরাতুলজিনান" জ্ঞানের একটি মহান ভান্ডার।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৭ - ২৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(২০) ওয়েটিং রুমেও মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা ও কিতাব রাখা উচিত এবং মাদানী চ্যানেল চালানোউচিত। (২৫ জুমাদালউলা ১৪৩৭ - ৫ মার্চ ২০১৬)

(২১) চলাফেরার সময় বা শুয়ে থাকা অবস্থায় বা এমন অবস্থায় অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকুন যার মাধ্যমে চোখের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, কারণ এতে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(২২) আপনার ঘরে কানযুল ঈমান অবশ্যই রাখুন।

(৮ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬ - ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(২৩) কেউ যদি কোন কিতাব আমানত হিসাবে দেয় তবে তার অনুমতি ব্যতীত তা খুলে দেখবেন না। (৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২০ জুন ২০১৫ আসরের পর)

নিজের ব্যক্তিত্ব প্রখর করার ব্যাপারে ১৫টি উপদেশ

(১) কোন কাজ করতে চাইলে (তা) গুরুত্ব সহকারে (সিরিয়াস) নিতে হবে। মানুষ গুরুত্বের সহিত কোন কাজ করলে তা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। (২০ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৫ - ১৬ আগস্ট ২০১৪)

(২) এক পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়।

(১৭ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৪ জুলাই ২০১৫ তারাবির পর)

(৩) অপ্রয়োজনীয় আবেগপ্রবণতা (মানুষকে) ফাঁসিয়ে দেয়।

(১৮ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(৪) ঋণ দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনতা নিয়ে আসে।

(২০ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-১ জুলাই ২০২০)

(৫) হরকতে বরকত রয়েছে, যে পানি চলাচল করে তা তাজা থাকে আর যে পানি আবদ্ধ থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। (৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(৬) কাউকে নীতির বাধ্য করার সর্বোত্তম উপায় হলো নিজে নীতির প্রতি বাধ্য হওয়া। (১৮ সফর শরীফ ১৪৪৩-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১)

(৭) নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রখর করার পরিবর্তে নিজের আমলকে প্রখর করার চিন্তা করুন। (১৮ সফর শরীফ ১৪৪৩-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১)

(৮) নিজের ভুল স্বীকার করতে হলে আমিত্বকে ধ্বংস করতে হবে।

(১ জুমাদাল উলা ১৪৩৬-২ মার্চ ২০১৫)

(৯) পরিচ্ছন্নতা পছন্দের চাহিদা হলো, বাটি বা গ্লাস ইত্যাদি এমনভাবে তুলবেন যাতে আঙ্গুল ভিতরে বরং কিনারাতেও না লাগে, হাতলের দিক থেকে তুলুন। (২৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬-১০ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

www.dawateislami.net

(১০) চেষ্টা করুন কারোথেকে অনুগ্রহ না নেয়ার, এভাবে আত্মসংযম দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। (৩ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(১১) এমন কাজ বা আচরণ করবেন না, যাতে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। (৩০ই যিকা'দ শরীফ ১৪৪১ - ২১ জুলাই ২০২০)

(১২) কাউকে স্বস্তি দিতে না পারলে তাকে কষ্টও দিবেন না।

(১৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫- ১৮ জানুয়ারী ২০১৬)

(১৩) ক্ষমা প্রার্থনা করলে মান ক্ষুন্ন হয় না বরং বাড়ে।

(২৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-১৮ অক্টোবর ২০১৪)

(১৪) দুশ্চিন্তা হাজার রোগের জন্ম দেয়। (২৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪১-২০ জুন ২০২০)

(১৫) সময় একটি নেয়ামত আর নেয়ামতের মূল্য তা ক্ষয় হওয়ার (হারানোর) পরে হয়। তাই এই সময়টিকে মূল্যবান ভেবে নেক কাজে ব্যয় করুন। (৪ রজব শরীফ ১৪৪০)

ওলামায়ে কিরামের ব্যাপারে ১৮টি উপদেশ

(১) সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ও বুদ্ধিমান শ্রেণী হলো ওলামায়ে কিরাম। ওলামায়ে কিরামের সমালোচনা নয়, তাদের সম্মান করুন।

(২ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(২) ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে যুক্ত থেকে দ্বীনি কাজ করতে হবে, তারা আমাদের মাথার মুকুট। (৪ জুমাদাল উলা ১৪৩৭-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(৩) আলিমে দ্বীন আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের কারণে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক এবং মহান ব্যক্তিত্ব হন।

(১২ রবিউল আখির ১৪৩৭)

(৪) বিশুদ্ধআক্বীদার সুন্নী ও আমলদার আলিমে দ্বীনের সাহচর্য্যে বসা ব্যক্তি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা উভয়টিই অর্জিত করে।

(২১ সফর শরীফ ১৪৩৬)

www.dawateislami.net

(৫) নিজের মুখে নিজেকে আলিম বা আল্লামা বলার পরিবর্তে বিনয়ী হওয়া উচিত। (১৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(৬) আলিম ও মুফতিদেরও ইহয়াউলউলুম শরবত বানিয়ে পান করা উচিত, اِنْ شَآءَاللّٰه ফতোয়ায় মাধুর্যতা আসবে। (২০ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(৭) জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিবেচনা করা উচিত যে, এই অশিক্ষিত ব্যক্তি আমার নিকট তুচ্ছ মনে হয় কি-না? এবং আল্লাহ পাককে ভয় করুন কারণ সম্মুখস্থ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকটগ্রহণযোগ্য হতে পারে।

(২০ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(৮) আলিম ও আলেমদের প্রকৃত অনুসারীরা আত্মহত্যা করে না।

(মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-৭ নভেম্বর ২০১৫)

(৯) আশিকানেরাসূল আলিমের বিরুদ্ধে গালমন্দ (ওলামাদের বেআদবী) করাতে ঈমান বিপন্ন হতে পারে।

(১৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২২ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(১০) যদি আলিম থেকে ভুলক্রমে ভুল মাসআলা বয়ান হয়ে যায় তবে শুদ্ধিকরণে (নিজের ভুল স্বীকার করে সঠিক মাসআলা বলাতে) কোন লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। (খোদাভীরু ওলামায়ে কিরাম এমনই করেন।) (৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১- ২৪ জুলাই ২০২০)

(১১) আমাকে আর্থিকভাবে সেবা করার ইচ্ছা পোষণকারীরা আমার পরিবর্তে নিজের এলাকার বিশুদ্ধআক্বীদার সুন্নী আলিমের সেবা করুন। (৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)

(১২) গম্ভীরতা একজন আলিমের অলংকার। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪)

(১৩) ধর্মীয় লোকদের অধিক পরিমাণে সতর্ক হওয়া উচিত কারণ সাদা কাপড়ের দাগ দূর থেকে দেখা যায়। (৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ২৫ জুলাই ২০২০)

www.dawateislami.net

(১৪) প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আলিম হওয়ার চেষ্টা করা, আলিম হওয়া অনেক বড় নেয়ামত। (১৮ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১৫) মাকতাবাতুলমদীনা (আরবী কিতাব বিভাগ) থেকে অন্তত একটি আরবী কিতাব কিনুন, পড়ার যোগ্যতা না থাকলে কোন সুন্নী আলিমকে উপহার দিন। (২২ সফর শরীফ ১৪৩৭- ৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৬) যে আলিম ও পীর সাহেব ঘরে ঘরে গিয়ে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন (কল্যাণ চাওয়া, দুঃখ-কষ্টে শরীক হন, সদাচরণ ও ভদ্রতা সুলভ আচরণ করেন তারা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। (২৭ রবিউল-আখির ১৪৩৭ -৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(১৭) সুযোগ বুঝে এবং অনুমতি নিয়ে আলিমের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা উচিত, আলিম সাহেব নিষেধ করলে অসন্তুষ্টহবেন না।

(৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -১৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৮) মুফতিরা খুবই জ্ঞানী হয়ে থাকে। (৬ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৬ জানুয়ারী ২০১৫)

ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য ১১টি উপদেশ

(১) দ্বীনি ছাত্রদের এবং দ্বীনি কিতাব অধ্যয়নকারীদের সম্ভব হলে দ্বীনি কিতাব নিজের পকেট থেকে কেনা উচিত, اِنْ شَآءَ الله বরকত বৃদ্ধি পাবে। (৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৭ জুলাই ২০২০)

(২) শিক্ষার্থীরা দেশের মূল পুঁজি এবং তারাই পারে দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে। (১০ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(৩) যদি ছাত্রদের নীতি সঠিক হয়ে যায় এবং তারা প্রকৃত অর্থে সিরিয়াস হয়ে যায়, তবে তারা দ্বীনের অনেক সেবা করতে পারে।

(১৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬- ৮ নভেম্বর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(৪) শিক্ষকের তার ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

(১১ জুমাদাল-উলা ১৪৩৬ -২ মার্চ ২০১৫)

(৫) শিক্ষকের দক্ষতা হলো যে, সে নিস্তেজ মেধার ছাত্রকে পড়িয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে তুলবে। **(৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪৩ - ২ জুন ২০২২)**

(৬) আমি শিক্ষার্থীদেরকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি লোভী হওয়ার পাশাপাশি মাদানী কাজের[১] জন্যও আগ্রহী দেখতে চাই।

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(৭) শিক্ষক ও কিতাবাদির বেশি থেকে বেশি সম্মান করা উচিত اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের রুহ অর্জন হবে। **(১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ -৪ নভেম্বর ২০১৪)**

(৮) কলম জ্ঞান শেখার একটি যন্ত্র, এর সম্মান করা উচিত।

(২০ রজব শরীফ ১৪৩৬- ৯ মে ২০১৫)

(৯) অকারণে নিজের নিগরান, শিক্ষক বা আলিম হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করা উচিত নয়। **(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬-১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

(১০) শুধুমাত্র দরসে নিজামীর পাঠ্যক্রম দ্বারা আলিমে দ্বীন হওয়া কঠিন, এর জন্য আরও ইসলামী কিতাবঅধ্যয়ন করা অপরিহার্য।

(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১১) দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারীর ভবিষ্যত (অর্থাৎ কবর ও আখিরাত) উজ্জ্বল ও সুন্দর। **(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)**

হাফিযদের ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) সকলকুরআনের হাফিযকে প্রতিদিন এক মঞ্জিল পবিত্র কুরআন পড়ার চেষ্টা করা উচিত। **(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬-৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

১. দাওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় এখন-মাদানী কাজকে দ্বীনি কাজ বলা হয়।

www.dawateislami.net

(২) হাফিযদের উচিত সারা বছর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা, যাতে মস্তিষ্ক পরিপক্ক থাকে। (২৮ সফর শরীফ ১৪৩৬-২০ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৩) কুরানের প্রকৃত হাফিয সেই, যে কুরানের বিধিনিষেধ মেনে চলে এবং আমল করে। (৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-২৮ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৪) তাজভীদ ও কিরাত সহকারে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারী 'ঈর্ষনীয়'। (২ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪ -২ আগস্ট ২০২২)

মাহে রমযানের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ

(১) রমযান মাস এলে খুশি হওয়া এবং বিদায়ে ব্যথিত হওয়া ভাগ্যবানদেরই অংশ। (২৮ রমযান শরীফ ১৪৪৩-৩০ এপ্রিল ২০২২)

(২) কেউ কেউ মনে করেন খেজুর, পানি বা লবণ দিয়ে ইফতার করা জরুরি, মূলতঃ এমনটা নয় বরং যেকোনো খাবার বা পানীয় দিয়ে ইফতার করতে পারবেন। (১৮ রমযান শরীফ ১৪৩৭)

(৩) রমযান মাসে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করুন। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অন্তত এক ঘন্টা নির্দিষ্ট করে রাখুন।

(১ রমযান শরীফ ১৪৩৭-৭ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৪) রমযানে টাকাউপার্জনের পরিবর্তে "নেক আমল করার" দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। (২২ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(৫) মুসলমানদের উচিত অল্প দামে পণ্য বিক্রি করে রমযান মাসে নেকী অর্জন করা, কারণ রমযান মাস সম্পদ নয়, নেকী অর্জনের মাস।

(১ রমযান শরীফ ১৪৪৩ - ২ এপ্রিল ২০২২)

(৬) রমযান মাস নেকী অর্জনকারী ও জান্নাত প্রত্যাশীদের ঋতু।

(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬-৪ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

www.dawateislami.net

সৎসঙ্গ এবং বন্ধুদের ব্যাপারে ১২টি উপদেশ

(১) ভালো বন্ধুকে জানার জন্য তার সাথে সফর করুন বা কোন লেনদেন করুন যেমন; ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। (১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(২) এমন লোকদের সাহচর্য্যে বসা উচিত, যাদের আমলের পাশাপাশি আক্বীদা ও চিন্তা চেতনা শতভাগ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী।

(৭ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ২৮ জুলাই ২০২০)

(৩) অলসতা থেকে বাঁচতে হলে অলসদের সঙ্গ পরিহার করতে হবে।

(২৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪-২৭ আগস্ট ২০২২)

(৪) আউলিয়াদের ভালবাসা বৃদ্ধির একটি উপায় হলো যারা ওলীদের ভালোবাসে তাদের সাহচর্য অবলম্বন করা। (৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(৫) প্রভাব কথাবার্তায় কম এবং সাহচর্য্যে বেশি পড়ে।

(২৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-২০ অক্টোবর ২০১৪)

(৬) অসৎ সঙ্গ ঈমানের জন্য প্রাণঘাতী বিষ।

(২৭ রমযান শরীফ ১৪৩৬-১২ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(৭) আমি পূর্ণ দুই মাস সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সান্নিধ্যে ছিলাম, কিন্তু তাঁকে অট্টহাসি দিতে দেখিনি।

(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৩০ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৮) ১০০টি কিতাব একদিকে আর এক মুহূর্তের সৎ সঙ্গ অন্যদিকে।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৯) অনেক সময় কোন নেককার মানুষের পাশে বসলে ভাগ্য বদলে যায়।

(২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-৮ জানুয়ারী ২০১৫)

(১০) অন্তর যেন আল্লাহর যিকির থেকে উদাসিননা হয়, এজন্য সৎ সঙ্গ (নেককারদের সঙ্গ) আবশ্যক। (১০ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৬-২৬ জুলাই ২০১৫)

(১১) সৎ সঙ্গ বিরল নয় তবে অল্প অবশ্যই। (২৮ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(১২) ভালো বন্ধু সেই, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

(১ রমযান শরীফ ১৪৪৩ - ২এপ্রিল ২০২২)

www.dawateislami.net

স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে ৫টি উপদেশ

(১) স্বামী-স্ত্রী এই প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, উভয়ের মধ্যে হওয়া মনোমালিন্য নিজেদের পিতামাতা ইত্যাদিকেবলবো না।

(১৩ যিকা'দ শরীফ ১৪৪১- ৪ জুলাই ২০২০)

(২) পুত্রবধূ যদি শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে তাহলে সে স্বামীর সন্তুষ্টি পাবে।

(২২ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৭ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৩) স্বামীকে খুশি করা যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয় তাহলে ইবাদত। **(১৫ রজব শরীফ ১৪৩৭ - ২৩ এপ্রিল ২০১৬)**

(৪) আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য শরীয়তের পরিধির মধ্যে থেকে স্বামীকে খুশি করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

(১৫ রজব শরীফ ১৪৩৭ - ২৩ এপ্রিল ২০১৬)

(৫) পারিবারিক সমস্যার একটি সমাধান হলো; উভয়পক্ষের একজন (স্বামী, স্ত্রী) ধৈর্যধারণ করা। **(১৫ রজব শরীফ ১৪৩৭ -২৩ এপ্রিল ২০১৬)**

পিতা-মাতার জন্য ৪২টি উপদেশ

(১) পিতামাতার উচিত যে, সর্বপ্রথম তাদের সন্তানদের দ্বীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া। **(১৩ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১- ৪ই জুলাই ২০২০)**

(২) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তাদের সন্তানদেরকে বীরত্বের প্রশিক্ষণ দিতেন। আমাদের সন্তানকেবাঘের মতো সাহসী হতে হবে।

(৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫ - ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(৩) আপনার সন্তানকেবাঘবানান, দা'ওয়াতে ইসলামী পুস্তিকা পড়ান, ভূত পরীর গল্প থেকে বিরত রাখুন। **(২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-২৪ ডিসেম্বর ২০১৪)**

(৪) বাচ্চাদের ভয় দেখানো যে, "ভুত এসেছে, জ্বীন খেয়ে ফেলবে, ফকীর তাকে তুলে নেবে, বস্তাবন্দী তাকে নিয়ে যাবে" ইত্যাদি

www.dawateislami.net

বাক্যাংশ উচ্চারণ করলে তারা কাপুরুষ হয়ে উঠবে। শিশুদেরকে কাপুরুষ নয় বীরপুরুষ বানান। (১৩ রজব শরীফ ১৪৩৬-২ মে ২০১৫)

(৫) বাচ্চাদের মধ্যে স্বভাবগত ভাবে এ বিষয়টি থাকে যে, তারা বড়দের অনুকরণ করে, ঘরে যদি নামাযের পরিবেশ থাকে তবে বাচ্চারাও নামাযের অনুকরণ করবে আর যদি (আল্লাহর পানাহ) গান বাজানো হয় বা নাচের পরিবেশ হয় তবে শিশুরাও নাচবে। (১৯ সফর শরীফ ১৪৪১)

(৬) শিশুদের মোবাইল ফোন থেকে দূরে রাখার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে। (১৩ রজব শরীফ ১৪৪২-২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(৭) শৈশব থেকেই আপনার মেয়েকে লজ্জার শিক্ষা দিন। মায়ের উচিত ছোট মেয়েকে টাইটপায়জামা না পড়ানো। (১৩ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-৪ জুলাই ২০২০)

(৮) আশিকানেরাসূল নিজেদের ছোট মেয়েদেরকে ফুলহাতা এবং মেয়েলি পোশাক পরাবেন। (১৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭-২৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৯) নিজের সন্তানদের ইসলামীক তথ্য সম্বলিত প্রশ্ন এবং সেগুলোর উত্তর মুখস্থ করান। (২০ জুমাদাল উলা ১৪৩৮ -১৮ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

(১০) পিতামাতার উচিত যে, সন্তানদের ভালবাসা এবং কৌশলের সহিত বুঝানো, কথায় কথায় ধমক দেয়া, আঘাত করা এবং চিৎকার করে বুঝানো শিশুদের বিদ্রোহী (অবাধ্য) করে তুলতে পারে। (১৩ রজব শরীফ ১৪৩৬)

(১১) পিতামাতারউচিত যে, সন্তানদের বিবাহ নির্ধারণ করার পূর্বে তাদের সম্মতি অবশ্যই নেয়া অন্যথায়বিয়ের পর ঘর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(১২) কিছু কথা উদাহরণস্বরূপ;অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না ইত্যাদি শিশুদেরকে বলা উচিত নয় কারণ এতে শিশুরা

www.dawateislami.net

নির্ভীক হয়ে যায় এবং শয়তান তাদের খেলনা বানিয়ে নেয়। শিশুদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকলে তারা ইবাদত করবে।

(২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭- ২৫ জুন ২০১৬ ইশার পর)

(১৩) পিতামাতা নিজের সন্তানদের মাঝে এটা প্রকাশ করবেন না যে, আমি আমার অমুক ছেলে বা মেয়েকে বেশি ভালোবাসি অন্যথায় অন্যরা হীনমন্যতায় ভুগবে এবং তাতাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।

(১৮ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫ -১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(১৪) পিতামাতা তাদের হাফিয সন্তানদের প্রতিদিন পবিত্র কুরআন পড়তে উৎসাহিত করুন, যাতে তাদের কুরআন মুখস্থ বাকী থাকে।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ -৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১৫) প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, অন্তত একজন পুত্র ও কন্যাকে অবশ্যই আলিম বানানো। **(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬- ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

(১৬) পুত্র সন্তানের জন্ম হলে নিয়্যত করুন যে, আমি আমার সন্তানকে হাফিযে কুরআন ও জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে আলিম বানাবো। اِنْ شَآءَ الله **(১৮ জুমাদাল-উলা ১৪৩৭ - ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)**

(১৭) শিশুদের সহজ সহজ হাদীস ও নেককার মানুষের গল্প বর্ণনা করে নেকীর চেতনা প্রদান করুন। **(৯ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -১৫ জুন ২০১৬ আসরের পর)**

(১৮) ঘরে আল্লাহর পানাহ! গুনাহপূর্ণ চ্যানেল চালানো হলে শিশুরাও গান গুনগুনাবে এবং ফিল্মি ডায়লগ বলবে পক্ষান্তরে মাদানী চ্যানেল চালালে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে শিশুদের ঈমান হেফাযত হবে এবং চরিত্র সুন্দর হবে এবং মুখে যিকির ও দরূদ জারি হবে।

(১৯ সফর শরীফ ১৪৪১)

(১৯) যার পুত্র আমলহীন হয়, তাকে তার পুত্রের আমলহীনতার কারণে তিরস্কার করা মনে কষ্ট দেয়াই। **(১৬ রবিউল আখির ১৪৩৬-৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

www.dawateislami.net

(২০) ঘরে মাদানী চ্যানেল চলতে থাকলে আপনার সন্তানদের সংশোধনের সরঞ্জাম অব্যাহত থাকবে। اِنْ شَآءَ الله (৬ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১-২৭ জুন ২০২০)

(২১) বাচ্চাদের চকলেট, টফি, চিপস ইত্যাদি খাওয়ানোর পরিবর্তে দুধ, ফল ও শাকসবজি ইত্যাদি খাওয়ান, اِنْ شَآءَ الله শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। (২ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪ -২ আগস্ট ২০২২)

(২২) প্রথম থেকেই শিশুদেরকে অতিরিক্ত খাবার-দাবার এবং ভালো পোশাক থেকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

(৫৫ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৫ জানুয়ারী ২০১৫)

(২৩) বাচ্চাদের চাহিদা যত পূরণ করবেন ততই বাড়বে, শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। (রবিউল আখির ১৪৩৬ -১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২৪) বাচ্চাদের টাটা শেখাবেন না বরং ফি আমানিল্লাহ, খোদা হাফেয বা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ মুখস্ত করান। (১ জুমাদাল উলা ১৪৩৬ - ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২৫) নিজের সন্তানদের সামনে এই নিয়্যতে আল্লাহ আল্লাহ করুন যাতে তারাও আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারী হয়ে যায়।

(১৪ জুমাদাল উলা ১৪৩৮-১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭)

(২৬) শিশুদেরকে শৈশব থেকে পকেট খরচ দেয়া শুরু করবেন না, বাড়িতেই খাবার জিনিস তৈরি করেদিন।

(৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৬ - ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২৭) শিশুদেরকে পশুদের সাথে সদাচরণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিত। (৩০ যিকা'দ শরীফ ১৪৩৫-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(২৮) শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা ব্যক্তিদের মাঝে মূর্খতার তারকা (অর্থাৎ মূর্খতার পুরস্কার) বিতরণ করাউচিত, কারণ তারা নিজেদের হাতে শিশুদের নৈতিকতা নষ্ট করে। (১৩ রজব শরীফ ১৪৩৬-২ মে ২০১৫)

www.dawateislami.net

(২৯) শিশুদেরকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে পুরস্কৃত করা উচিত। (১৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-২৬ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩০) শিশুদের পছন্দনীয় পোশাক, যাতে কোন সমস্যা বা শরয়ী ত্রুটি যেমন;প্রাণীর ছবি বা গুণগত মান খারাপ না হলে, তাদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিন। اِنْ شَآءَ الله এতে তাদের মনতুষ্টি সাওয়াব অর্জিত হবে এবং তাদের সেই পোশাক পরিধান করতে আগ্রহী হবে।

(২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৫ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৩১) শিশুদের অন্তরেও আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি করা উচিত।

(২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -২৫ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৩২) যখন শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, তখন উত্তরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলা উচিত, শিশুদেরকে এটা শেখানো উচিত।

(৭ সফর শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ নভেম্বর ২০১৪)

(৩৩) হারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা অব্যাহত রয়েছে, হারাম খাবোও না, সন্তানদেরও খাওয়াবোও না। (২৬ শা'বান শরীফ ১৪৩৬-১৩ জুন ২০১৫)

(৩৪) সন্তানদের নেককার বানানোর আগ্রহ ভালো, কিন্তু এটা নিয়ে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হওয়া ঠিক নয়।

(১৭ রমযান শরীফ১৪৩৬ -৫ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(৩৫) শিশুকে স্বল্প মেধাবী বা পড়ালেখায় দুর্বল ইত্যাদি বলা তাকে আরও স্বল্প মেধাবী করে তুলতে পারে। তাইএরূপ বলা থেকে বিরত থাকুন। (২২ শে রমযান শরীফ ১৪৩৬ -১০ ই জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(৩৬) নিজের সন্তানদের অকারণে ধমকানো এবং মনে আঘাত দেয়ার অনুমতি নেই। মৃদুভাষায় বুঝিয়ে তাদের থেকে কাজ নেয়া উচিত।

(১৭ রমযান শরীফ ১৪৩৬ -৫ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

www.dawateislami.net

(৩৭) সন্তানদের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া এবং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করানো আবশ্যক।

(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -১১ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৩৮) যে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা সহ্য করতে পারবে তাদের রোযা রাখানো উচিত। **(১৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬ -১ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)**

(৩৯) আমার ইচ্ছা হলো, আমাদের প্রতিটি শিশুর মস্তিষ্কে যেন বসে যায় যে, মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের শেষ নবী।

(২ যিলহজ্ব শরীফ১৪৪১ -২৩ জুলাই ২০২০)

(৪০) সন্তানের জন্মদিনে কুরআন খতম বা নাত মাহফিলের আয়োজন করা উচিত। গানের অনুষ্ঠান, নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ এবং হাততালি দেয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত। শুধু সেই কাজ করা উচিত যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয়।

(২৬ রমযান শরীফ১৪৩৭ -১ জুলাই ২০১৬ তারাবির পরে)

(৪১) ছোট মেয়েদেরও মাঝে মাঝে মাদানী বোরকা পরিধান করানো উচিত, যাতে তারা বড় হওয়ার আগে পর্দা করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়। **(১৯ রবিউল আউয়াল১৪৩৬ -১০ জানুয়ারী ২০১৫)**

(৪২) শিশুদেরও মনতুষ্টি করা উচিত। **(২৮ শা'বান শরীফ ১৪৩৭ -১৫ জুন ২০১৫)**

সন্তানের জন্য ১১টি উপদেশ

(১) ভদ্র সুশীল শিশু তার পিতামাতার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলে না, বরং তাদের আদব করে এবং তাদের হাত পা চুম্বন করে।

(৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬)

(২) পিতামাতার সেবা নেয়ার পরিবর্তে তাদের সেবা করুন।

(১৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-১১ অক্টোবর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(৩) সন্তানের উচিত যে, পিতামাতার চিকিৎসা (নিজে অল্প খেয়ে এবং অভাব অনটনে জীবনযাপন করে) করাতে হলেও করানো।

(২১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)

(৪) পিতামাতার মূল্যায়ন করুন কারণ তাদের কোন বিকল্প নেই।

(৭ জুমাদাল-উলা ১৪৩৬)

(৫) দারিদ্রতার অন্যতম কারণ হলো পিতামাতাকে নাম ধরে ডাকা।

(১৬ সফর শরীফ ১৪৩৬-৬ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৬) এই কামনা করা সঠিক নয় যে, আমার বাবা-মা আমাকে সব ভাইবোনের চেয়ে বেশি ভালোবাসুক তবে এই কামনা করতে পারবেন যে, তারা আমাকে অনেক ভালোবাসুক এবং তার জন্য তাদের সমস্ত জায়িযকাজ অবিলম্বে করে দি এবং তাদের ভালোভাবে সেবা করুন।

(৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭- ১০ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৭) পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ারও ক্ষতির কারণ। **(১৫ রমযান শরীফ১৪৩৭ -২০ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)**

(৮) পিতামাতার আনুগত্য করাও তাদের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি রূপ। **(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২২ জুন ২০১৬ আসরের পর)**

(৯) ছেলে আলিম হলে আর পিতা আলিম না হলে, তবুও ছেলের উপর তার পিতাকে সম্মান করা আবশ্যক, সম্মান করলে উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হবে। اِنْ شَآءَالله **(১১ মুহাররাম ১৪৩৬)**

(১০) যদি বাড়িতে কারো হক নষ্ট হয়, যেমন;মা অসুস্থ এবং আমাদের সেবার প্রয়োজন, তবে এমতাবস্থায় মাদানী কাফেলায় সফর করার অনুমতি নেই। **(১৫ সফর শরীফ ১৪৩৭-২৮ নভেম্বর ২০১৫)**

(১১) যদি পরিবারের লোকেরা দাড়ি রাখতে নিষেধ করে, তবে তাদেরকে নিজের উত্তম চরিত্রের এবং চোখের অশ্রু দ্বারা রাজি করান।

(১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

www.dawateislami.net

বউ-শাশুড়ির জন্য ৩টি উপদেশ

(১) আমি আমার মেয়েকে হয়তো আনুমানিক ১০০ বার বলেছি যে, নিজের শ্বশুর শাশুড়ির সেবা বাবা-মা মনে করে করো। তদ্রূপ আমার নাতি নাতনিদেরও বলেছি যে, নিজের দাদা-দাদির বেশিবেশি সেবা করো। (২২ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -২৭ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(২) শাশুড়ি যদি পুত্রবধূকে মেয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, তাহলে ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। (৯ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(৩) ইসলামী বোনেরা যখন মায়ের বাড়ি যান তখন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করারনিয়্যত করে নিন এবং মায়ের বাড়ি গিয়ে শ্বশুরবাড়ির দোষত্রুটি বা শ্বশুরবাড়ি এসে মায়ের বাড়ির গুণাবলী বর্ণনা করবেন না। اِنْ شَآءَاللّٰه ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হবে।

(২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-২ জানুয়ারী ২০১৬)

কবর ও আখিরাতের ব্যাপারে ২০টি উপদেশ

(১) বুদ্ধিমানব্যক্তি আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং এর বরকত দুনিয়াতেও পায়। (২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬- ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২) কবরস্থানে যেতে থাকুন কারণ এর দ্বারা শিক্ষা অর্জন হয়।

(৮ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-১ নভেম্বর ২০১৪)

(৩) কবরস্থান হলো "শিক্ষার" স্থান। (১৫ রজব শরীফ ১৪৪২ -২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

(৪) আখিরাতের ক্ষেত্রে কবর হলোপ্রথম ধাপ।

(১০ রবিউল আখির ১৪৩৬ -৩০ জানুয়ারী ২০১৫)

(৫) ভাঙ্গা কবর দেখলে শিক্ষা অর্জন হয়। (১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭ - ১৫ অক্টোবর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৬) আযানের সময় বহুবার আমার এই কল্পনা জন্মে যে, আমি কবরে আছি এবং আমার কবরে আযান দেয়া হচ্ছে।

(৪ রমযান শরীফ ১৪৩৬-২১ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৭) মনে রাখবেন! দুনিয়া কখনো কারো কোন কাজে আসেনি, না আসবে এবং না কবরে সঙ্গী হবে। (১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)

(৮) আমাদেরকে ঘরের আলোর পাশাপাশি কবরের আলোর ব্যাপারেও চিন্তা করা উচিত। (৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৯) নতুন বাড়িতে স্থানান্তর হওয়ার সময় কবরে স্থানান্তরের কথা স্মরণ করুন। (যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-২১ জুলাই ২০২০)

(১০) আফসোস! বর্তমান যুগ উদাসীনতার যুগ, ভয়ংকর জিনিস যেমন; বিদ্যুৎ চমকানো এবং বজ্রপাত ইত্যাদিতে মানুষ তাওবা ও ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে লাফালাফি করে এবং আনন্দ ফুর্তি করে।

(৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ অক্টোবর ২০১৪)

(১১) প্রবল বাতাস বা মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদির দৃশ্য উপভোগ করার পরিবর্তে তা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।

(১৮ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ - ৮ আগস্ট ২০২০)

(১২) প্রতিটি শিশুর জন্মের সাথে সাথে বিদায় (মৃত্যুও) উপস্থিত থাকে।

(৪ যিলহজ্ব ১৪৪১-২৫ জুলাই ২০২০)

(১৩) মৃত্যুকে স্মরণ করতে, এমন কোন জায়গায় "মৃত্যু" লিখুন যেখানে সচরাচর আপনার দৃষ্টি পড়ে। (৭ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)

(১৪) ঘুমানোর জন্য সেই মাদুড় ব্যবহার করা উচিত, যা সাধারণত মৃতদেহের নিচে চৌকির উপর রাখা হয় যাতে মৃত্যুর স্মরণ আসতে থাকে। (৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ -১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৫) মৃতদের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হল, মাগফিরাতের দোয়া করা।

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭-১৫ডিসেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(১৬) মৃত্যুর পর সবাই এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আহ! একটি পয়সাও যদি না বাচাঁতাম বরং দান করে দিতাম।

(২৩ রমযান শরীফ১৪৩৬-১১ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(১৭) প্রকৃত সম্মান হলো আখিরাতের, দুনিয়ার সম্মানের কোন মূল্যনেই।

(৩ রবিউল আখির ১৪৪৪ - ৩০ অক্টোবর ২০২২)

(১৮) অন্যের পরিণতি দেখে নিজের জন্য শিক্ষণীয় মাদানী ফুল অন্বেষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। (২৩ রবিউল আখির ১৪৩৮)

(১৯) অ্যাম্বুলেন্সের শব্দে শিক্ষা লুকিয়ে রয়েছে।

(২৯ জুমাদাল-উখরা ১৪৩৬-১৮ এপ্রিল ২০১৫)

(২০) দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টে জাহান্নামের যন্ত্রণার স্মরণ রয়েছে।

(২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৬-১১জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

পশুদের ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) অকারণে পিঁপড়াকে হত্যা করবেন না, বরং তাকে তার গোত্র থেকেও আলাদা করবেন না, কারণ এটি গোত্রের সাথেই থাকে।

(৮ সফর শরীফ ১৪৩৭ -২১ নভেম্বর ২০১৫)

(২) শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত মাছিকে কষ্ট দেয়ারও অনুমতি নেই।

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ -১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৩) পশু জবাই করার সময় হওয়া যন্ত্রণার তুলনায় মানুষের রুহ বের হওয়ার যন্ত্রণা বহুগুণ বেশি। (৫ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২৬ জুলাই ২০২০)

(৪) পশুরা যদি কোন কষ্টে থাকে তবে তাদের কষ্ট লাঘব করা সাওয়াবের কাজ। (১০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -১৫ জুন ২০১৬ আসরের পর)

www.dawateislami.net

ঈদ ও কুরবানীর ব্যাপারে ১১টি উপদেশ

(১) ঈদ মানে শুধুমাত্র রঙিন পোশাক পরা, ঘোরাফেরা ও আনন্দ উল্লাস করা এবং ভালো ভালো খাবার খাওয়ার নাম নয়। ঈদ তো আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার, দান সদকা করার, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করার দিন। (২৯ রমযান শরীফ ১৪৪৩ - ১ মে ২০২২)

(২) ঈদুল ফিতর রোযা বর্জনকারীদের (অর্থাৎ যারা রোযা রাখে না) জন্য নয় বরং রোযাদারদের জন্য। (২৯ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(৩) ভদ্রতার সহিত আলিঙ্গন করা উচিত। চাপ দেয়া, আলিঙ্গন করার সময় অপরকে তুলে নেয়া অনুচিত এবং কষ্টদায়ক হতে পারে।

(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬ - ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৪) ঈদে নতুন কাপড় পরিধান করা জরুরী নয়, সুন্নাত অনুযায়ী সেলাইকৃত পুরাতন কাপড়ও পরা যাবে।

(৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭- ৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৫) ঈদুল ফিতর কৃতজ্ঞতার দিন। আমাদেরকে এই দিনে গুনাহ থেকে বিরত থেকে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

(২১ রমযান শরীফ ১৪৩৬ -৮ জুলাই ২০১৫ ইশার পর)

(৬) পশু জবাই করার তামাশা দেখার পরিবর্তে পশুর প্রতি করুণা প্রদর্শন করে নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত। (১৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪০)

(৭) কুরবানীর পশু এমন জায়গায় জবাই করুন যেখানে পথচারী বা আরোহীদের কষ্ট হবে না। (১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-২২ জুলাই ২০২০)

(৮) যে পশু আল্লাহর পথে কুরবানী করা হয় সে বড়ই সৌভাগ্যবান।

(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-১ আগস্ট ২০২০)

(৯) যদি সামর্থ্য থাকে তবে শহরের সবচেয়ে সেরা পশু কিনে কুরবানীর জন্য প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত করে আরয করুন:

www.dawateislami.net

কিয়া পেশ করুঁ জানা কিয়া চিয হামারি হে
ইয়ে দিল ভীতুমহারা হে ইয়ে জাঁ ভী তুমহারি হে

(৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪৩ -২ জুন ২০২২)

(১০) যে কুরবানী করতে পারেনি, সম্ভব হলে তার ঘরে সর্বপ্রথম "কুরবানীর মাংস" পাঠান। **(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ -১আগস্ট ২০২০)**

(১১) যদি কোন ভিক্ষুককে মাংস না দিতে চান তবে বকাবকি না করে সুন্দরভাবে না করে দিন। **(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১- ১ আগস্ট ২০২০)**

দেশ ও ধর্ম এবং সমাজের উন্নতির ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) পুরুষ, সে নয়, যে সমাজের পেছনে চলে, পুরুষ হলো সেই, যে সমাজকে তার পেছনে চালায়। **(২৪ রমযান শরীফ ১৪৩৬-১২ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)**

(২) যে রাষ্ট্রীয় আইনশরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তার অনুসরণ করা উচিত। **(২৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬)**

(৩) যদি সবাই পরিমাণ মতো বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তবে সারাদেশে লোডশেডিং কম হবে। **(১৭ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

(৪) মোটরসাইকেলেট্রিপল আরোহী (তিনজন বসা) আইনত ও নৈতিক অপরাধ এবং জীবনের জন্য বিপজ্জনক।

(২১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬ -১৫ নভেম্বর ২০১৪)

রুহানী চিকিৎসার ব্যাপারে ৮টি উপদেশ

(১) আত্মার খোরাক হলো "আল্লাহ পাকের যিকির"। **(১৬ রমযান শরীফ ১৪৪২)**

(২) আউরাদ ও ওযিফার মধ্যে প্রতিটি রোগের নিরাময় রয়েছে।

(৮ রজব শরীফ ১৪৩৭-১৬ এপ্রিল ২০১৬)

www.dawateislami.net

(৩) "يَا اللّٰه"৪৯ বার পাঠ করে পশুর গায়ে ফুঁক দিন, اِنْ شَآءَ الله বদনযর ও বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। (১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১- ২২ জুলাই ২০২০)

(৪) যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২৯ বার "يَا مُهَيْمِنُ"পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (২০ রমযান শরীফ১৪৪৩-২২ এপ্রিল ২০২২)

(৫) "يَا اللّٰه"ঘুমানোর সময় ১০০ বার পাঠ করলে, اِنْ شَآءَ الله দুষ্ট জ্বীনের অনিষ্টতা এবং পক্ষাঘাতের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

(২৬ রমযান শরীফ ১৪৪৩ -২৮ এপ্রিল ২০২২)

(৬) ওষুধ সেবনের পূর্বে "بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِي بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِي"পড়ার অভ্যাস করুন اِنْ شَآءَ الله আরোগ্য লাভ হবে। (৭ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৫ জুন ২০১৫ আসরের পর)

(৭) ঘুম না এলে "يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ"পাঠ করতে থাকুন।

(২৫ জুমাদাল-উলা ১৪৩৭ -৫ মার্চ ২০১৬)

(৮) রুহানী চিকিৎসার মধ্যে "শক্তি" রয়েছে।

(২৭ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-১৮ জুলাই ২০২০)

চিকিৎসা ও চিকিৎসকের ব্যাপারে ২৩টি উপদেশ

(১) কোনো শহরে মহামারী হলে লোকালয়ের বাইরে আযান দিন এবং প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত করুন। (২৩ জুমাদালউলা ১৪৩৬-১৪ মার্চ ২০১৫)

(২) (ব্যক্তিগত) ডাক্তার একজনই হওয়া উচিত, কারণ তিনি আমাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানেন। (কোন ওষুধটি কার্যকর এবং কোনটি কার্যকর নয়?) (১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(৩) নিজের মতে চিকিৎসা করার পরিবর্তে ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা উচিত। (৬ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-২৭ জুন ২০২০)

www.dawateislami.net

(৪) শারীরিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই হাদীসে মুবারাকায় উল্লেখিত ব্যবস্থাপত্র চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার করা নিষেধ।

(৬ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১ -২৭ জুন ২০২০)

(৫) সেই ডাক্তার থেকে চিকিৎসা নিন, যিনি বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু।

(১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-২জানুয়ারী ২০১৫)

(৬) খোদাভীরু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাকীমকে পারিবারিক চিকিৎসক নির্বাচন করুন। (১০ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৭ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৭) যথাসম্ভব একজন ডাক্তার থেকেই চিকিৎসা নেয়া উচিত কারণ তিনি আপনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত। ডাক্তার পরিবর্তন করতে থাকলে প্রত্যেকে নতুনভাবে চিকিৎসা শুরু করবে ফলে হতে পারে আপনি সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন। (১৫ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ -৭ জানুয়ারী ২০২৩)

(৮) ডাক্তারের নিকট ওষুধ তো পেতে পারেন, তবে নিরাময় নয়, নিরাময় আল্লাহ পাক চাইলেই হবে। (১৫ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ -৭ জানুয়ারী ২০২৩)

(৯) অসুস্থ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়াতলে থাকে।

(১৫ জুমাদালউলা ১৪৪৪ -৭ই জানুয়ারী ২০২৩)

(১০) আরোগ্য লাভের জন্য ওষুধের পাশাপাশি দোয়াও করতে থাকুন।

(১৫ জুমাদাল উলা ১৪৪৪-৭ জানুয়ারী ২০২৩)

(১১) ভাত খাওয়ার সাথে সাথে পানি পান করলে কাশি হতে পারে।

(পুষ্টিকা : কাবাব সমুসা)

(১২) কোন হাকীম, বাবাজী, ডাক্তার বা হাসপাতালের চিকিৎসায় কোনো লাভ না হলে বা ব্যথা বেড়ে গেলে ধৈর্য ধরুন। সঠিক প্রয়োজন ব্যতীত কারো নাম অপরের নিকট বলে বেড়ানো সাওয়াবের কাজ নয় বরং এতে গীবত এবং মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি গুনাহে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (১৫ জুমাদাল উলা ১৪৪৪- ৭ই জানুয়ারী ২০২৩)

www.dawateislami.net

(১৩) কোন রোগ নিরাময় বিহীন নেই, হ্যাঁ ডাক্তাররা এখনো পর্যন্ত অনেক রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেনি।

(১৫ জুমাদালউলা ১৪৪৪ -৭ জানুয়ারী ২০২৩)

(১৪) দৃষ্টি ডাক্তারের দিকে নয় বরং আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি রাখুন কারণ ডাক্তার লক্ষ চিকিৎসা করুক কিন্তু আল্লাহ পাক চাইলেই সুস্থতা লাভ হবে। **(১৫ জুমাদালউলা ১৪৪৪-৭ জানুয়ারী ২০২৩)**

(১৫) যে চিকিৎসকের চিকিৎসায় উপকার হয় না তার সমালোচনা করবেন না, আরোগ্য প্রদানকারী তো আল্লাহ পাকের সত্তা।

(৯ মুহাররাম শরীফ১৪৩৬ -২ নভেম্বর ২০১৪)

(১৬) যথাসম্ভব ওষুধ থেকে বিরত থাকুন এবং খাবারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার চেষ্টা করুন। **(১০ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৭ জুন ২০১৫ ইশার পর)**

(১৭) অপারেশন করাতে হলে কমপক্ষে দুইজন সার্জনের সাথে পরামর্শ করে নিন। **(২০ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-১১ জুলাই ২০২০)**

(১৮) একজন সুস্থ ব্যক্তিকে ৯২ দিনে একবার রক্ত পরীক্ষা (LIPID PROFILE) করানো উচিত। **(১৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৭- ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)**

(১৯) ডাক্তার যদি রোগীর সাথে সৎ নিয়্যত ও আন্তরিকতার সাথে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তবে তার রিযিকে বরকতও হবে এবং আখিরাতে সাওয়াব পাবে।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬-৮ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(২০) রোগীর শরয়ী মাসলায় ডাক্তারদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বরং মুফতির নিকট পাঠিয়ে দিন অথবা দারুলইফতা আহলে সুন্নাতের নাম্বার ০৩১১৭৮৬৪১০০- ০৩১১৩৯৯৩৩১৩- ০৩১১৩৯৯৩৩১২ দিয়ে দিন। **(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬-৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)**

www.dawateislami.net

(২১) ডাক্তার যদি কোন রোগীর চিকিৎসা করতে না পারে, তাহলে বিনা দ্বিধায় ও লজ্জায় বলে দিন যে, আপনার চিকিৎসা আমার কাছে নেই, এতে মানুষের দৃষ্টিতে আপনার মূল্য বাড়বে।

(২ জুমাদালউলা ১৪৩৬-২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(২২) রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারকে তার অন্তরের অবস্থা বিবেচনা করা উচিত যে, আমার মুসলমান ভাইয়ের অসুস্থতায় আমি খুশি হচ্ছি নাতো? যদি তাই হয়, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

(১০ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৭ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(২৩) ডাক্তার ও হাকীমকে সদয় ও রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। **(৮ রজব শরীফ ১৪৩৭-১৬ এপ্রিল ২০১৬)**

চিকিৎসা উপায় ও ব্যবস্থাপত্রের ব্যাপারে ১০টি উপদেশ

(১) অবসাদেরএকটি প্রতিকার হলো যে, কুসুম গরম পানিতে গোসল করা এবং ঘুমানোর পূর্বে তাসবীহে ফাতিমা (অর্থাৎ ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰه বার ৩৩ اَلْحَمْدُ لِلّٰه ও ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পাঠ করা। **(১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬)**

(২) প্রতিদিন ১২ গ্লাস অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার পানি পান করুন اِنْ شَآءَ الله কিডনি রোগ থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও নিরাপদ থাকবেন। **(৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬)**

(৩) হিং (একটি গাছের আঠা Asafoetida) ঘরে রাখলে পিঁপড়া পালিয়ে যায়। **(২য় যি'কাদ শরীফ ১৪৩৭)**

(৪) পায়ের তালুতেযে কোনো তেল দিয়ে মালিশ করলে ত্বক নরম থাকে, ফাটল রোধ হয় এবং মানসিক দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়, কারণ পায়ের তালুরসম্পর্ক মস্তিষ্কের সাথে। **(৮ সফর শরীফ ১৪৩৭ -২১ নভেম্বর ২০১৫)**

www.dawateislami.net

(৫) প্রতিদিন ১২ গ্লাস পানি পান করার অভ্যাস করে নিন, এতে কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না এবং ত্বক নরম থাকবে। শীতকালে পানি কম খাওয়া হয়, যার ফলে এই উভয় কষ্ট বেড়ে যায়।

(৮সফর শরীফ ১৪৩৭- ২১ নভেম্বর ২০১৫)

(৬) জয়েন্টের ব্যথার চিকিৎসা: একটি ঢেড়স উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মাঝখানে কেটে নিন এবং কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন, তারপর সেটাকে সেই পানিতেই নিংড়ে সেই পানি পান করুন, اِنْ شَآءَ الله জয়েন্টের ব্যথা উপশম হবে।

(২১ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -২৬ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(৭) গাজরের মৌসুমে প্রতিদিন একটি গাজর খেলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

(১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭ -৩ অক্টোবর ২০১৬)

(৮) সকালে মুখ না ধুয়ে রসুনের এক বা দুটি টুকরো খেলে কোলেস্টেরল কমে যায় আর দাঁতের ব্যথা উপশম হয়।

(২ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৮-৮ অক্টোবর ২০১৬)

(৯) কাঁচা রসুন খেয়ে মুখে দুর্গন্ধ হলে, এলাচি চিবালে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। (২ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৮-৪ অক্টোবর ২০১৬)

(১০) প্রতিদিন ৭টি ডুমুর খেলে কোমর ব্যথা উপশম হয়।

(৬ রবিউলআউয়াল১৪৩৮ - ৫ ডিসেম্বর ২০১৬)

পানাহার ও সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে ৪১টি উপদেশ

(১) আল্লাহ পাক আমাদের এমন স্বাস্থ্য দান করুক যা দ্বারা ইবাদতে শক্তি লাভ হয়। (১ রমযান শরীফ ১৪৩৭- ৬ জুন ২০১৬ রাত)

(২) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কম খাওয়া ইবাদত।

(৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২০ জুন ২০১৫ ইশার পর)

www.dawateislami.net

(৩) যারা ওজন কমাতে বদ্ধপরিকর তারা প্রথমে লিড প্রোফাইল, কোলেস্টেরল এবং ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করান এবং তারপর ক্রমান্বয়ে প্রতি মাসে ওজন কম করুন।

(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৩ জুলাই ২০১৫ তারাবির পরে)

(৪) যৌবনে মিষ্টি, তৈলাক্ত বস্তু ইত্যাদি পরিহার করুন, বার্ধক্য ভালো কাটবে এবং বৃদ্ধ বয়সে এসব এড়িয়ে চলা খুবই জরুরি।

(৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৫) যৌবনকাল থেকেই খাবার দাবারে সতর্কতা অবলম্বন করুন যাতে বার্ধক্যে কম কষ্ট হয়। **(২৯ রজব শরীফ ১৪৩৭-৭ মে ২০১৬)**

(৬) যখনমাংস রান্না করবেন তখন কুমড়া, শালগম, আলু বা অন্য কোন সবজি যোগ করুন এতে মাংসের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

(৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

(৭) গমের সাথে যব মিশালে রুটি মধ্যবর্তী কার্যকর হবে কারণ যবের প্রভাব ঠান্ডা ও গমের প্রভাব গরম। **(৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)**

(৮) টক জাতীয় খাবার (অধিক) খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত কারণ এগুলো কফ উৎপন্ন করে এবং কফ স্মরণশক্তি দুর্বল করে দেয়।

(২ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৮)

(৯) খাবার যতই পুষ্টিকর হোক না কেন, এর অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতিকর। **(১৮ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ -৮ আগস্ট ২০২০)**

(১০) দুনিয়াবী সুস্বাদু খাবারের লোভ করার পরিবর্তে জান্নাতের সুস্বাদু খাবারের প্রতি লোভী হন। **(১১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-১আগস্ট ২০২০)**

(১১) খাবারে লবণ পরিমাণ মতো ব্যবহার করা উচিত কারণ এর অতিরিক্ত ব্যবহার কিডনি বিকল করতে পারে। **(২১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৭)**

www.dawateislami.net

(১২) দুধ আল্লাহ পাকের এমন একটি নেয়ামত, যাতে পানি ও খাদ্য উভয়টিই রয়েছে, তবে সবচেয়ে ভালো দুধ হলো ছাগলের এবং তা সহজে হজমও হয়। (৫ রবিউল আখির ১৪৩৬)

(১৩) একসাথে খাওয়ার সময় এমন আচরণ করবেন না, যা অন্যরা ঘৃণা করে, অতিশয় ভদ্র উপায় অবলম্বন করা উচিত।

(২৪ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-১৯ অক্টোবর ২০১৪)

(১৪) চিনি হলো মিষ্টি বিষ। (১৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৭ - ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(১৫) গুড়ের চা ভালো। আমি গুড়ের চা ব্যবহার করি।

(১৮ জুমাদাল-উলা ১৪৩৭-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(১৬) কাবাব সমুসা থেকে বিরত থাকার মাঝেই নিরাপত্তা।

(২৯ রজব ১৪৩৭-৭ মে ২০১৬)

(১৭) ৮০ শতাংশ রোগ হয় পেট ভরেখাওয়ার কারণে।

(৩ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৯ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(১৮) খাবার খাওয়ার পরপরই পানি পান করা চিকিৎসাগতভাবে ক্ষতিকর, বিশেষ করেখাবারের পর ঠান্ডা পানীয় পান করার যে প্রচলন তা খুবই ক্ষতিকর। (৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭-১১ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(১৯) গরমকালে দুটি পানীয়; কাঁচা লাচ্ছি এবং লেবুর স্কঞ্জবিন খুবই উপকারী। (৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭-১১ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(২০) ব্যায়াম অনেকগুলো রোগ প্রতিরোধের একটি উপায়।

(১৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -২৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(২১) গাছ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, গাছ মানুষের সেবক। বাড়ির চারপাশে গাছ থাকলে উপকার হয়। (৩০ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৭-২সেপ্টেম্বর ২০১৬)

(২২) যখনসূর্য উদয় বা অস্ত যায় তখন ২০/২৫ মিনিটের রোদ সবার জন্য উপকারী। (২৯ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৭ - ২ অক্টোবর ২০১৬)

(২৩) বলা হয় যে, ফলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খাদ্যগুণ আপেলে রয়েছে।

(১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৮-৩ অক্টোবর ২০১৬)

www.dawateislami.net

(২৪) আদার খোসা ছাড়ানোর দরকার নেই, খোসা সহ ব্যবহার করুন।

(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮-৩০ নভেম্বর ২০১৬)

(২৫) প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং পাত্রে গরম খাবার রাখবেন না, এভাবে খাবারের মধ্যে রাসায়নিক মিশে গিয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে।

(১ জুমাদালউলা ১৪৩৮-২৯ জানুয়ারী ২০১৭)

(২৬) কয়লা মাছ রান্না করা উপকারী, এর তরকারিও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ভাজার মাধ্যমে এর উপকারিতা কমে যায়।

(১ জুমাদালউলা ১৪৩৮-২৯ জানুয়ারী ২০১৭)

(২৭) খিরা খোসাসহ খাবেন, এর খোসাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

(২ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৭-৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬)

(২৮) সেহরিতে হালকা খাবার আর তাও কম খান, ভারী খাবার খাবেন না, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। (৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২০ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(২৯) স্থুলতার জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো ব্যায়াম এবং অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা। (৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-১৯অক্টোবর ২০১৫)

(৩০) ইসলামী বোনদের দু হয়ে (আত্তাহিয়্যাত এ বসার মতো) বসে খাওয়া উত্তম। (২৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-৭ নভেম্বও ২০১৫)

(৩১) কুরবানির ঈদ হোক বা রোযার ঈদ, আমাদেরকে সতর্কতার সহিত এবং অল্প অল্প খাওয়া উচিত। (১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬- ২৫ অক্টোবর ২০১৪)

(৩২) এটা বলা সঠিক নয় যে, আমি পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করি, কারণ কিছু না কিছু অসতর্কতা তো হয়েই যায়।

(১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৬-৩ জুলাই ২০১৫)

(৩৩) চিকিৎসা গবেষণা মতে, অল্প আহারকারী দীর্ঘায়ু লাভ করে।

(১ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৬ জুলাই ২০১৬ রাত)

(৩৪) খেয়ে আফসোস করার চেয়ে না খেয়ে আফসোস করা ভালো।

(৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ -২ ডিসেম্বর ২০১৬)

www.dawateislami.net

(৩৫) পেট ভরে খাওয়া গুনাহ নয়, তবে অধিক আহারকারীর নফস গুনাহেরপ্রতি বেশি ধাবিত হয়। (১৬ রমযান শরীফ ১৪৩৭)

(৩৬) যে সুস্থ থাকতে চায়, তার যৌবন থেকেই ইবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়্যতে বেশি আহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

(৯ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৬ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৩৭) সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পেট ভরে আহার করে, পেট ভরে আহার করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। (৪ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৪জানুয়ারী ২০১৬)

(৩৮) সূফীবাদের এমন কোন কিতাব নেই, যাতে ক্ষুধার ফযিলত নেই।

(১ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৬ জুন ২০১৬ রাত)

(৩৯) পান সুপারি খাওয়ার অভ্যাস যেন টাকা খরচ করে অসুস্থতা কামনা করা। (৭ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৭-২১সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৪০) অতিরিক্ত সুপারি খাওয়া ক্ষতিকর। (৭ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৭-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৪১) ধূমপান খুবই ক্ষতিকর। এতেটিবি রোগ হতে পারে। ধূমপায়ীদের বৃদ্ধ বয়সে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সিগারেটের ধারে কাছেও যাবেন না। (৪ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৯ জুন ২১০৬ তারাবির পরে)

আতিথেয়তা ওদাওয়াতের ব্যাপারে ৭টি উপদেশ

(১) মেহমান আনন্দের সাথে খাবার খেলে মেজবান খুশি হয় যে, আমার খাবার মেহমানের পছন্দ হয়েছে। (১৭ শা'বান শরীফ ১৪৩৬-৪ জুন ২০১৫)

(২) বিনা আমন্ত্রণে কখনো কারো দাওয়াতে যাওয়া উচিত নয়, যদি কখনো এমন হয়, তবে তাওবার পাশাপাশি, পরিবারের লোকের কাছে ক্ষমাও চাইতে হবে। (১৯ শা'বান শরীফ ১৪৩৬ -৬ জুন ২০১৫)

(৩) আজকাল মানুষের লোভ দেখে মনে হয় আত্মনির্ভরতা মরে গেছে।

(১৯ শা'বান শরীফ ১৪৩৬-৬ জুন ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৪) মিতব্যয়ীতা অবলম্বন করতে শিখুন আর যদি একদিনের খাবার অবশিষ্ট থাকে তবে তা ফেলে দেয়ার পরিবর্তে পরের দিন খেয়ে নিন। (১৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-১১অক্টোবর ২০১৪)

(৫) বিয়েতে এতটুকু খাবার রান্না করুন যা সম্পূর্ণ খাওয়া হয়ে যায় এবং নষ্ট না হয়, কিয়ামতের দিন প্রতিটি কণার হিসাব হবে।

(১২ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৬) খুশির অনুষ্ঠান যেমন; বিবাহ বা জন্মদিন ইত্যাদিতে উপহার হিসাবে শোপিস বা অন্য কোনও জিনিস দেয়ার পরিবর্তে নগদ অর্থ দেয়া অধিক উপকারী, এসে সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

(৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯)

(৭) কোনো অনুষ্ঠান হলে তাতে ধর্মীয় রঙ ধারণ করতে হবে, জন্মদিন পালন করতে হলে ফাতিহা পাঠ করে ইসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করুন, করতালি এবং পুরুষ এবং মহিলাদের সংমিশ্রণ (মেলামেশা এবং যেকোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ) হওয়া যাবেনা।

(২ রবিউল আখির ১৪৩৭ -১২ জানুয়ারী ২০১৬)

মাদানী চ্যানেলের সম্পর্কে ৩টি উপদেশ

(১) মাদানী চ্যানেলের নেয়ামত থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন এবং তা দেখার দাওয়াত প্রচার করুন। (৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৪ জানুয়ারী ২০১৫)

(২) ভালো নিয়্যতে মাদানী চ্যানেল দেখা ইবাদত, কেননা এটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় চ্যানেল। (৭ সফর শরীফ ১৪৩৬-২৯ নভেম্বর ২০১৪)

(৩) মাদানী চ্যানেল হলো অডিও কিতাব, এটি দেখুন এবং দেখার দাওয়াত দিন, এটি সাওয়াবের কাজ।

(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭- ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

মুবাল্লিগওনাত খাঁদের ব্যাপারে ১২টি উপদেশ

(১) শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য আলিমে দ্বীন বা তাঁদের সত্যায়িত কালাম পাঠ করা উচিত। (২৫ সফর শরীফ ১৪৩৭-৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২) লোকেরা সাধারণত বলে যে, আল্লাহ এটা বলেছেন, কুরআনে এমন রয়েছে, যা অত্যন্ত ভুল পদ্ধতি, যতক্ষণ পর্যন্ত শতভাগ নিশ্চিত হবেন না বা কোনো মুফতি বা গ্রহণযোগ্য আলিম দ্বারা সত্যায়ন করে নিবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে এরূপ বলবেন না।

(২ রবিউলআউয়াল ১৪৩৬ - ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৩) মুহাররামুল হারামে পবিত্র আহলে বাইতেরনির্ভরযোগ্য ফযিলত বর্ণনা করা উচিত, যাতে মানুষের অন্তরে এই মহান ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য বসে যায়। (৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪ - ৮আগস্ট ২০২২)

(৪) নীরবতা, তাকওয়া ও নেকী অবলম্বন করুন এবং মুনাযারার ধরনের পরিবর্তে মুবাল্লিগ হন, اِنْ شَآءَ الله জাতি আপনার পেছনে চলবে।

(৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(৫) যে ব্যক্তি মুবাল্লিগ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে চায়, সে যেন দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে এবং বয়ান করার চেষ্টা করে।

(২৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭ - ৭ নভেম্বর ২০১৫)

(৬) বয়ান চলাকালীন সুন্দর শব্দাবলি ব্যবহার করা এবং বাহবা চাওয়া এমন একটি উইপোকা, যা বয়ানের প্রতিদান ও সাওয়াব কেটে দেয়।

(১৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯)

(৭) মানুষের মনস্তত্ত্ব অনুসারে বয়ানের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন করা উচিত যাতে আকর্ষণ থাকে। (৯ জুমাদাল আখির ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)

(৮) মুবাল্লিগদের উচিত যে, কঠিন শব্দের পরিবর্তে সহজ শব্দ ব্যবহার করা। (১ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(৯) রজবুলমুরাজ্জবে যখনই কোনো মুবাল্লিগে দা'ওয়াতেইসলামী বয়ান করে বা মাদানী চ্যানেলের কোন মুবাল্লিগ অনুষ্ঠান করে তখন সুন্নাতের নিয়্যতে রজবুল মুরাজ্জবের দোয়া পাঠ করাবেন: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ। (অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! তুমি আমাদের জন্য রজব ও শা'বানে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দাও)। (মুজামুকবীর, ৩/৮৫, হাদীস: ৩৯৩৯) মসজিদের ইমামদের উচিত যে, এই দোয়াটি মুখস্থ করা এবং নামাযের পর পাঠ করা। (১ রজব শরীফ ১৪৩৭-১৯ এপ্রিল ২০১৬)

(১০) মুবাল্লিগের জন্য জ্ঞান, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং কৌশল থাকা অপরিহার্য। (২০ রজব শরীফ ১৪৩৬-৯ মে ২০১৫)

(১১) যখনই কোন হাদীস শরীফ বর্ণনা করবেন, তখন তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোন শব্দ যোগ করবেন না। (১৭ রবিউল-আখির ১৪৩৬ - ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১২) নাত শরীফ পড়া ইবাদত। (৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ - ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫)

ইন্টারনেট, মোবাইল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে ১২টি উপদেশ

(১) যেকোনো শরয়ী মাসআলা বা লেখা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্ভরযোগ্য আলিম থেকে চেক করে নিবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা প্রচার করবেন না। (১২ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(২) নিজের যেকোনো লেখা কোন নির্ভরযোগ্য আলিম দ্বারা যাচাই না করে ফরোয়ার্ড করবেন না। (১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-২১অক্টোবর ২০১৫)

(৩) ফোন চলাকালীন যদি লাউডস্পিকার খুলতে চান, তবে অপর প্রান্তের ব্যক্তি থেকে অনুমতি নিয়ে নিন, হয়তো সে এমন কিছু বলতে চাচ্ছে,

www.dawateislami.net

যা আপনি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারবে না।

(৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২২ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৪) ফোনে কল রেকর্ডিং সিস্টেমে শিক্ষা রয়েছে যে, আমরা রেকর্ডিংয়ে সাবধানে কথা বলি, কিন্তু কিরামান কাতিবীন যারা আমাদের সাথে সর্বদা রয়েছেন তাদেরকে ভয় করিনা।

(৫ রমযান শরীফ ১৪৩৬-২২ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৫) টেক্সট মেসেজ, ভয়েস মেসেজ, ভিডিও ক্লিপ এবং স্মরণীয় দৃশ্য ইত্যাদির সাথে মাস ও বছরসহ তারিখ লেখা খুবই উপকারী এবং এতে স্মরণ থাকে। **(২৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪১-২০ জুন ২০২০)**

(৬) বিচক্ষণতার চাহিদা হলো, মোবাইলে বাচ্চার মা বা অন্যান্য মুহরিম মহিলাদের ছবি না রাখা, কারণ মোবাইল ফোন হারিয়ে বা চুরি হয়ে যেতে পারে এবং এর ফলে পরিবারের লোকদের ছবি পর পুরুষের নিকট যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। **(২৬ সফর শরীফ ১৪৩৮)**

(৭) সাধারণত লোকেরা তাদের মোবাইল ফোন কাউকে দিতে পছন্দ করে না, এতে গোপন বিষয় থাকে, তাই কারো কাছে মোবাইল ফোন চাওয়া উচিত নয়। **(১০ মুহাররাম ররম শরীফ ১৪৩৭ -২১ অক্টোবর ২০১৫)**

(৮) মোবাইল ফোনের ক্ষতিসমূহ এর সুবিধার চেয়ে বেশি।

(৮ রবিউল -আউয়াল ১৪৩৬ - ৩০ডিসেম্বর ২০১৪)

(৯) সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে বুঝানোমূলত বুঝানো নয় বরং তাকে "অপমান" করা। **(১৫ রজব শরীফ ১৪৪২-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১)**

(১০) (আফসোস!) বর্তমানে মুসলমানরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে একে অপরকে অপমান করছে অথচ ইসলাম মুসলমানদেরকে একে অপরের সম্মান রক্ষক বানিয়েছে।

(৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

www.dawateislami.net

(১১) সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার অ্যাকাউন্টে নিজের ছবি লাগানো আমার ভালো লাগে না, নিজের ছবি ডিলেট করে আত্মপ্রশংসা নির্মূল করার চেষ্টা করুন। (১৮ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৫-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(১২) সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকুন এর মাধ্যমে অনেক সময় নষ্ট হয়। গুনাহে পতিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

(১৬ রবিউলআখির ১৪৩৭-২৬ মার্চ ২০১৬)

জনসাধারণের ভুল ধারণার ব্যাপারে ২টি উপদেশ

(১) আমাকে "ইয়া সায়্যিদী" বলবেন না, অনেকের ভুল ধারণা হতে পারে যে, ইনি সৈয়দ হয়ে গেছে। অথচ আমি মেমন, এইভাবে তারা গুনাহগার হবে, আমি এই ধরনের লোকদের রক্ষা করতে চাই।

(২২ সফর শরীফ ১৪৩৭- ৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(২) দশ বিবির কাহিনী, জনাব সায়্যিদার কাহিনী ইত্যাদি কাল্পনিক কাহিনী পড়া এবং সেগুলোর মান্নত করা জায়িয নয়। কেউ যদি সেগুলি পাঠ করার মান্নত করে থাকে তবে সে মান্নত পূরণ করাও নাজায়িয। (৫ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

সফরের ব্যাপারে ৩টি উপদেশ

(১) আমি যখন গাড়িতে বসি, তখন সাধারণত বাহনে বসার জন্য দোয়া পড়ি বা পড়াই, তাওবা ও ঈমান নবায়ন করি এবং সূরা কুরাইশ তিলাওয়াত করি। (২৫ জুমাদাল উলা১৪৩৭ -৫ মার্চ ২০১৬)

(২) মালিকগণ তাদের যানবাহনে লিখে লাগিয়ে দিন: এই গাড়িতে গান বা সিনেমা ইত্যাদি চালানো হবে না, যাত্রীরা জোর করবেন না।

(৩ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৬-২৭ অক্টোবর ২০১৪)

www.dawateislami.net

(৩) ড্রাইভার সাহেব অযু অবস্থায় গাড়ি চালাবেন।

(২২ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -২৭ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

সবার জন্য ৫২টি উপদেশ

(১) আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর, তাই যখনই আল্লাহর পথে ব্যয় করার ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিন, কারণ অন্তর পরিবর্তন হতে থাকে। (২৯ রবিউল-আউয়াল ১৪৩৭)

(২) কাউকে নিজের গোপন কথা বলা তার গোলাম হওয়ার মতোই।

(৯ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১-৩০ জুলাই ২০২০)

(৩) quantity নয় quality এর দিকেদৃষ্টি রাখুন, (পরিমাণে নয় মানের দিকে দৃষ্টি রাখুন)

(৪) "সুখের সঙ্গী" অনেকে হয়কিন্তু দুঃখের সঙ্গী অনেক কম হয়।

(৯ মুহররাম শরীফ ১৪৪৪- ৮ আগস্ট ২০২২)

(৫) কাজ শুধু চাইলেই হয়না, কাজ করার মাধ্যমেই হয় কারণ কর্মেইমধ্যে বরকত রয়েছে। (৪ রবিউল আখির ১৪৪৪-৩০ অক্টোবর ২০২২)

(৬) কষ্টের উপর "মরিচ"না লাগিয়ে মলম লাগান।

(১ সফর শরীফ ১৪৪৪-২৯ আগস্ট ২০২২)

(৭) অনুভূতি হলো ভালোবাসার ভিত্তি। (৩ সফর শরীফ ১৪৪৪ - ১ ৩ আগস্ট ২০২২)

(৮) ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া দেয়া উচিত, ভালো হৃদয় ভাঙ্গা উচিত নয়।

(৯ রবিউল আখির ১৪৪৪-৪ নভেম্বর ২০২২)

(৯) স্পৃহা সত্য হলে, সাফল্য কদম চুম্বন করবে।

(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ -২৪ জানুয়ারী ২০১৫)

(১০) হুব্বে জাহ (সম্মান ও খ্যাতির বাসনা) খুবই খারাপ ব্যাধি। এতে দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়। (৮ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৮ জানুয়ারী ২০১৫)

www.dawateislami.net

(১১) আমাদেরকে আল্লাহপাকের জন্য বাঁচতে হবে এবং তাঁর জন্য মরতে হবে। (৮ রবিউল আখির ১৪৩৬- ২৮ জানুয়ারী ২০১৫)

(১২) সবচেয়ে বড় বিপদহলো কুফর ও শিরিক।

(১৬ রবিউল আখির ১৪৩৬ -৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১৩) আবেগপ্রবণ মানুষ ভালো কাজ খুব ভালো করে আর নেতিবাচক কাজ খুব খারাপ করে। (১৭ রবিউল আখির ১৪৩৬-৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

(১৪) বাড়ির একটি নাম রাখা ভাল, আমি যে বাড়িতে থাকি তার নাম হলো "বায়তুল ফানা" কারণ প্রতিটি বস্তুর জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

(১৪ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২রা জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(১৫) ছাগল ম্যা ম্যা করার কারণে তার গলায় ছুরি চালানো হয়, আর যখন বান্দা আমি আমি করে তখন সে মানুষের কাছে অপদস্থ হয়।

(১০ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১ -৩১ জুলাই ২০২০)

(১৬) "আল্লাহ কসম খেয়েছেন" এটা বলা বেআদবী বরং এটা বলা উচিত যে, আল্লাহ পাক কসম স্মরণ করেছেন। (১১ মুহাররাম শরীফ ১৪৪১)

(১৭) উপভোগের জন্য সূর্যগ্রহণের (বা চন্দ্রগ্রহণ) ছবি তোলা সঠিক নয়।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬- ২৮ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(১৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে নত হয় সে মর্যাদা লাভ করে।

(৬ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৪১- ২৮ জুলাই ২০২০)

(১৯) কারো খ্যাতি অর্জন করাটা এর প্রমাণ নয় যে, সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির দৌলত অর্জন করে নিয়েছে। (২২ রবিউল আখির ১৪৩৮)

(২০) পার্থিব সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং এরমধ্যেও অনেক দুঃখ লুকিয়ে আছে।

(২৮ রবিউল আখির ১৪৪৩ -৫ ডিসেম্বর ২০২১)

(২১) শরয়ী নির্দেশনা ছাড়া ঝুঁকি নিয়ে খেলা করা সাহসীকতা নয় বোকামি। (১ রমযান শরীফ ১৪৪৩ -২ এপ্রিল ২০২২)

www.dawateislami.net

(২২) আগ্রহ থাকলে উপায় হাজারটা আছে, আগ্রহ না থাকলে অজুহাত হাজারটা আছে। (২৭ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৪- ২৮ জুন ২০২২)

(২৩) বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, "বিপ্লব" সর্বদা একজনই নিয়ে আসে বাকিরা তার সহকারী হয়।

(১০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ -১ জানুয়ারী ২০১৫)

(২৪) কোন মুসলমানের সম্পর্কে বলা উচিত নয় যে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে বরং তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে বলা উত্তম।

(১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-১০ জানুয়ারী ২০১৫)

(২৫) সাধারণত ধমকদাতা মালিকের সাথে তার কর্মচারী বিশ্বস্ত হয় না।

(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ - ২৪ জানুয়ারী ২০১৫)

(২৬) যখন কোন কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না, তখন তা প্রথমে ঠাণ্ডা (শীতল) হয় এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়।

(৪ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৪ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(২৭) আমলিয়তের বিভাগটি খুবই সূক্ষ্ম, এতে হুব্বে জাহ (খ্যাতি ও মর্যাদার ভালোবাসা) থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

(৭ জুমাদালউলা ১৪৩৬-২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(২৮) নষ্ট করা সহজ, কিন্তু মেরামত করা কঠিন, বিল্ডিং তৈরি করতে কখনো এক বছর লেগে যায় কিন্তু ভেঙ্গে ফেলতে খুবই কম সময় লাগে। (১৩যি'কাদ শরীফ ১৪৩৬ -২৯ আগস্ট ২০১৫)

(২৯) ক্লান্তি ও ক্ষুধার সময় শোকের সংবাদ অধিক বিচলিত করে তুলে। এই সময় কারো মৃত্যুর খবর দেয়া উচিত নয়।

(১৩ রজব শরীফ ১৪৩৬ -২মে ২০১৫)

(৩০) সংবাদপত্রে পবিত্র শব্দ থাকে, তাই সেগুলো ফেলবেন না।

(১২ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ২৯ জুন ২০১৫ ইশার পর)

(৩১) নিজের স্বস্তির পাশাপাশি অন্যের স্বস্তিরও খেয়াল রাখতে হবে।

(১৩ রমযান শরীফ ১৪৩৬ - ৩০ জুন ২০১৫ ইশার পর)

www.dawateislami.net

(৩২) কুমন্ত্রণায় মনোযোগ না দেয়াও কুমন্ত্রণার প্রতিকার।

(১৮ রমযান শরীফ ১৪৩৬ -৫ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(৩৩) নিজের মৃতদের স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করা উচিত নয়, যদি কোন অপছন্দনীয় অবস্থায় দেখে নেন তাহলে দীর্ঘদিন কষ্ট পোহাতে হবে যদিও স্বপ্ন শরীয়তের প্রমাণ বহন করে না।

(১৯ রমযান শরীফ ১৪৩৬ -৭ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(৩৪) শ্রমিক যখন মজুরি পাওয়ার অধিকারী হয়, তখন অকারণে তার মজুরি বন্ধ করা উচিত না। অবিলম্বে দিয়ে দেয়া উচিত, তাকে ঘুরাবেন না। (২ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -৮ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৩৫) যখন কেউ কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী বয়ান করে, তখন এমন কোনো কাজ করবেন না, যাতে নিজের বা অন্যদের অমনোযোগীতার কারণ হয়। (৩ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭- ১৭ অক্টোবর ২০১৫)

(৩৬) বাঁচতে হলে এমনভাবে বাঁচুন যে, যুগের লোকেরা যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। (২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -২৫ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৩৭) সংবাদপত্রেও পবিত্র লেখা থাকে, তাই সেগুলো দ্বারা হাত পরিষ্কার করবেন না। (৩ রা রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ৮ই জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৩৮) যে দোয়াটি মুখস্ত করতে হয় তা লিখে ঘরের কোন দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করুন اِنْ شَآءَالله শীঘ্রই মুখস্ত হয়ে যাবে।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৮ জানুয়ারী ২০১৬)

(৩৯) নিজেকে ব্যক্তিত্ববান হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়, যে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে ওআল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং জান্নাতে চলে গেছে, বাস্তবে সেই হলো একজন "মহাপুরুষ"।

(১২ রবিউল আখির ১৪৩৭-২২জানুয়ারী২০১৬)

(৪০) কখনও কখনও প্রশ্ন তথ্যের উৎস হয়। (১২ রবিউল আখির ১৪৩৭-২২ জানুয়ারী ২০১৬)

www.dawateislami.net

(৪১) কারো বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলার ফলে সেই পরিবারের লোকদের কষ্ট হয় সুতরাং পরিবারের লোকদের কাছে ক্ষমা চান এবং তাওবা করুন। (১৩ রবিউল আখির ১৪৩৭-২৩ জানুয়ারী ২০১৬)

(৪২) হাঁচি আসলে প্রশংসা করা উচিত এবং কণ্ঠস্বর নিম্ন করার জন্য মুখে রুমাল বাটিস্যু ইত্যাদি রাখতে কোন সমস্যা নেই বরং ভালো।

(৭ রমযান ১৪৪৩৭-১৩ জুন ২০১৬ আসরের পর)

(৪৩) খ্যাতির মধ্যেও পরীক্ষা রয়েছে। (২১ সফর শরীফ ১৪৩৬ -১৩ ডিসেম্বর ২০১৪)

(৪৪) কাউকে রাজি করানো আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হলো বোঝানো। (২৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৫-১৮ অক্টোবর ২০১৪)

(৪৫) যার পক্ষে সম্ভব সে যেন সম্ভ্রান্ত গরীব আত্মীয়-স্বজন বা এতিমদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয় এবং তাদের এমনভাবে সাহায্য করে যে, তারা যেন জানতেও না পারে যে, কে আমাদের সাহায্য করছে।

(৯ রবিউল আখির ১৪৩৬)

(৪৬) আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করলে সম্প্রীতির সম্ভাবনা বেশি থাকে, তবে সবসময় ভালো চরিত্রের কথা মাথায় রাখতে হবে। আগে চরিত্র, তারপর সৌন্দর্য। (২৯ রবিউলআউয়াল ১৪৩৭ - ৯ জানুয়ারী ২০১৬)

(৪৭) নেককারদের জন্য এটা জরুরী যে, তারা যেন নিজেকে নেককার মনে না করে, এটাই বুযুর্গদের রীতি।

(১০ জুমাদাল-উলা ১৪৩৭- ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(৪৮) স্থানীয় মসজিদের ইশার নামাযের জামাআতের সময় থেকে ২ ঘন্টার মধ্যে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। (৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ - ১৯ মার্চ ২০১৬)

(৪৯) অসুস্থতা হোক বা ঋণ, ব্যস আমাদের মেজাজে বিরক্তি ভাব (অর্থাৎ কঠোরতা) আসা উচিত নয়। (অর্থাৎ অসদাচরণ করা উচিত নয়।)

(৫ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৩ বিশেষ)

www.dawateislami.net

(৫০) রাগের বশীভূত মানুষ অনেকগুলো গুনাহে পতিত হয়, রাগের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এর জন্য মাকতাবাতুলমদীনার পুস্তিকা "রাগের চিকিৎসা" অধ্যয়ন করুন। (১৩ শা'বান শরীফ ১৪৩৭-২১ মে ২০১৬)

(৫১) বিদেশের ভিসা শতভাগ সত্য কথা বলেই সংগ্রহ করুন।

(১৭ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২২ জুন ২০১৬ তারাবির পরে)

(৫২) নতুন বাড়িতে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন রাখা ভালো কাজ।

(২০ যি'কাদ শরীফ ১৪৪১-১১জুলাই ২০২২)

দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে নিয়োজিতদের ব্যাপারে ২০টি উপদেশ

(১) সকল ইসলামী ভাই ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয় থাকুন।

(৪ জুমাদাল উলা ১৪৩৭-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

(২) আমার দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করুন এবং আমার হৃদয়ের দোয়া নিন। (৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)

(৩) এই মানসিকতা তৈরি করুন যে, কেউ আমাকে আঘাত করুক বা ধাক্কা দিক আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ ছাড়বো না বরং দা'ওয়াত ইসলামের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত থাকুন যে, কেউ টুকরা টুকরা করেও পৃথক করতে পারবে না।

(৭ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৭ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(৪) ১২টি দ্বীনি কাজ কোর্স নিগরানে যেলী মুশাওয়ারাত থেকে আরাকিনে শুরা সবাইকে করতে হবে। (৭ জুমাদাল উলা ১৪৩৮- ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৭)

(৫) ইসলামী বোনদেরকে পরিবার কর্তৃক দ্বীনি কাজ করার অনুমতি না দিলে সে অন্যান্য দ্বীনি কাজ যা ঘরে বসে করা যায় তা করবে।

(৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৮-৫ মার্চ ২০১৭)

www.dawateislami.net

(৬) যখন আমি জানতে পারি যে, অমুক দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করে, তখন আমার মন অনেক খুশি হয়।

(৭ রবিউল আখির ১৪৪৪ - ৩ নভেম্বর ২০২২ বিশেষ)

(৭) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন, দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ ডেকে ডেকে নয় বরং গিয়ে গিয়ে হয়। ১১জন চাইলে ডাকুন আর অন্তত ১১১ চাইলে যান। (অর্থাৎ নিজের কাছে ডেকে মাদানী মাশওয়ারা করলে সংখ্যা কম হবে আর তাদের কাছে গেলে সংখ্যা বেশি হবে) **(২৭ রবিউল আখির ১৪৩৭-৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)**

(৮) যার হৃদয় দ্বীনি পরিবেশে অস্থির থাকে, তার উদাহরণ এমন যেমন রোগীর ওষুধ ভালো লাগে না। **(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ -১৩ ডিসেম্বর ২০১৫)**

(৯) মিশে যাওয়া ব্যতীত কাজ হবে না কারণ দানা মাটিতে মিশে ফুলের বাগান হয়। **(১০ জুমাদাল উলা ১৪৩৬ -১মার্চ ২০১৫)**

(১০) প্রথমে জীবনকে হাতের তালুতে রাখতে হয়, তারপর জীবন উৎসর্গকারী হতে হয়। **(৫ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৩ বিশেষ)**

(১১) হৃদয় যেন সাগরের মত প্রশস্ত থাকে, যার হৃদয় বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে দ্বীনের কী দুনিয়ার কাজও করতে পারে না, তার বন্ধুও খুব কম থাকে। **(১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ -২ জানুয়ারী ২০১৫)**

(১২) আমি চাই, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিটি যিম্মাদার যেন খোদাভীতি সম্পন্ন, ইশকে মুস্তফা ওসুন্দর চরিত্রের অধিকারী এবং সুন্নাতের অনুসারী হয়। **(৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ - ১৯ মার্চ ২০১৬)**

(১৩) মাদানী মুযাকারা জ্ঞানে ভান্ডার। **(১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ - ৮ জানুয়ারী ২০১৫)**

(১৪) মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতে থাকলে এমন এমন মাসআলা মাসায়িল জানা যাবে, যা পূর্বে জানা ছিল না।

(৯ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬ -২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

www.dawateislami.net

(১৫) দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে কার্যত সম্পৃক্ত থাকুন, উভয় জগতের কল্যাণ নসিব হবে। اِنْ شَآءَالله

(৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ -২১ ডিসেম্বর ২০১৫)

(১৬) সাংগঠনিক যিম্মাদারের উচিত যে, নিজের মজলিসের সাথে পরামর্শ করে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া। (২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১২ মার্চ ২০১৬)

(১৭) যারা দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তার উচিত যে, দ্বীনি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা, দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা যদি দ্বীনি কাজের জন্য সক্রিয় হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সমাজ মাদানী সমাজে পরিণত হবে। اِنْ شَآءَالله (৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮- ৫ ডিসেম্বর ২০১৬)

(১৮) মারকাযী মজলিসে শুরার সদস্যরাহলেন দা'ওয়াতে ইসলামীর পিতা-মাতা। তাদের ব্যাপারে অযথা সমালোচনা না করে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে বেশি পরিমাণে দ্বীনি কাজ করা উচিত। (৬ রবিউল আখির ১৪৩৭)

(১৯) যে কোনো সাংগঠনিক দায়িত্ব নেয়ার মাধ্যমে অনুভূতি জাগে এবং এই দায়িত্ববোধের মাধ্যমে দ্বীনি কাজ হয়।

(২০ রবিউল আখির ১৪৩৭ -৩০ জানুয়ারী ২০১৬)

(২০) প্রত্যেক ইসলামী ভাই এই মানসিকতা সৃষ্টি করুন যে, দায়িত্ব পেলেও দ্বীনি কাজ করতে হবে এবং দায়িত্ব নিয়ে নিলেও দ্বীনি কাজ চালিয়ে যেতে হবে, উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হওয়া উচিত। (৪ জুমাদালউলা ১৪৩৭-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

৭২টি নেক আমলের ব্যাপারে ৬টি উপদেশ

(১) ৭২টি নেক আমল আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যম আর আল্লাহ পাকের স্মরণেই শান্তি নিহিত। (২৭ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৪-২৮ জুন ২০২২)

www.dawateislami.net

(২) নেক আমলের আমলদারকে হাজার মানুষের ভীড়েও চেনা যায়।

(১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬-৩ জানুয়ারী ২০১৫)

(৩) যদি কেউ সত্যিকারার্থে নেক আমলের উপর আমল করে, তবে সে নেককার ও পরহেযগার হয়ে যাবে।

(৮ রবিউল আখির ১৪৩৬-২৮ জানুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(৪) যে দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা নেক আমলের উপর আমল করার মানসিকতা রাখে, সে কখনো অট্টহাসি দেয় না। যেহেতু অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত নয় তবে অট্টহাসি দেয়া গুনাহও নয় বটে।

(১ রমযান শরীফ ১৪৩৭ -৭ জুন ২০১৬ রাত)

(৫) নেক আমলের যিম্মাদার তাকে বানানো উচিত যিনি আমলদার, দক্ষ এবং এই বিভাগে আগ্রহী। (৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬)

(৬) নেক আমলের দায়িত্ব নিলে আমল বৃদ্ধি হওয়া শুরু করে।

(৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬)

মাদানী কাফেলার ব্যাপারে ৪টি উপদেশ

(১) বড় যিম্মাদারগণ মাদানী কাফেলায় সফর করলে অন্যান্য ইসলামী ভাইয়েরা শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে যায়। সকল যিম্মাদারকে নিয়মিত মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। (৭ জুমাদালউলা ১৪৩৮-৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৭)

(২) প্রতি মাসে অবশ্যই ৩ দিন মাদানী কাফেলায় সফর করা উচিত, কারণ এর দ্বারা ব্যাটারির চার্জ থাকে। (১ মুহাররাম শরীফ ১৪৩৭-১৫ অক্টোবর ২০১৫)

(৩) কাউকে মাদানী কাফেলা বা কোর্সের নিয়্যত করালে তারিখ অবশ্যই নিন এতেও অবিচলতা অর্জন হয়।

(২৩ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৭ - ২৭ আগস্ট ২০১৬ ইশার পর)

www.dawateislami.net

(৪) ১২ মাস সফরকারীর উপর এর প্রভাব প্রদর্শিত হওয়া উচিত, যেমন; সে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যাবে, নামায সঠিক হয়ে যাবে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে।

(২৩ যি'কাদ শরীফ ১৪৩৭-২৭ আগস্ট ২০১৬ ইশার পর)

সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যাপারে ৮টি উপদেশ

(১) সাপ্তাহিক ইজতিমার পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ এবং খাওয়া ইত্যাদি শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান, যাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠতে সুবিধা হয়। **(২৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬ - ১০ অক্টোবর ২০১৫)**

(২) সাপ্তাহিক ইজতিমার (প্রথম পর্ব) সূর্যাস্তের ২ ঘন্টার ভেতরে শেষ হওয়া উচিত, যাতে ইসলামী ভাইয়েরা হালকা ও খাবার শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে এবং তাহাজ্জুদে উঠতে পারে তারপর মুনাজাত ও ইশরাক ও চাশতের পর সালাত ও সালাম পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে পারে। **(৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)**

(৩) সাপ্তাহিক ইজতিমায় যেলী মুশাওয়ারাত থেকে আরাকিনে শূরা পর্যন্ত ইশরাক চাশত প্রথম সারিতে পড়ার চেষ্টা করুন এবং ফয়যানে মদীনার কোন অফিসে ঘুমানোর পরিবর্তে মসজিদ ও ফিনায়ে মসজিদে ঘুমানোর ব্যবস্থা করুন। **(৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)**

(৪) সাপ্তাহিক ইজতিমার অংশগ্রহনকারীকম হলে মাইকে বয়ান করবেন না। **(৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১৯ মার্চ ২০১৬)**

(৫) সাপ্তাহিক ইজতিমা হলো দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম দ্বীনি কাজ।

(২ রবিউল আখির ১৪৩৮ -২০ জানুয়ারী ২০১৭)

www.dawateislami.net

(৬) সাপ্তাহিক ইজতিমায় অন্যান্য বরকতের পাশাপাশি একাগ্রতা (অর্থাৎ হৃদয় নরম হওয়া, খোদার ভয়ে ও ইশকে মুস্তফায় কান্না করাও) নসিব হয়। (২৩ যিলহজ্ব শরীফ ১৪৩৬ - ১০ অক্টোবর ২০১৫)

(৭) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার পর ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করুন, এভাবেই চলে যাবেন না, প্রফুল্লতার সাথে সাক্ষাৎ করলে (নবাগত ইসলামী ভাই) দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

(৭ রবিউল আখির ১৪৩৭-১৭ জানুয়ারী ২০১৬)

(৮) সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত আসুন اِنْ شَآءَ الله জামাআতের সাথেও নিয়মিত নামাযী হয়ে যাবেন। (২৪ যি'কাদ শরীফ ১৪৪৩ -২৪ জুন ২০২২)

কার্যবিবরণীর ব্যাপারে ৩টি উপদেশ

(১) পরস্পরের মধ্যে এরূপ বলবেন না যে, দুজন ইসলামী ভাইয়ের কার্যবিবরণীর মধ্যে অমুক ইসলামী ভাইয়ের কার্যবিবরণী ভালো। হ্যাঁ, শুধুমাত্র একজনের কথা উল্লেখ করে বলতে পারেন যে, অমুকের কার্যবিবরণী ভালো। (৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৬ - ২৫ জুলাই ২০১৫)

(২) বিবেকেরও দাবি যে, কার্যবিবরণী নেয়া হোক। যে কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না তা প্রথমে দুর্বল হয়ে পরে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। (৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৩৬ - ২৫ জুলাই ২০১৫)

(৩) যে কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না, তা প্রথমে শীতল হয়ে যায় পরে বন্ধ হয়ে যায়। যেখানে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা শক্তিশালী হয় সেখানে দ্বীনি কাজও শক্তিশালী হয়। (২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১২ মার্চ ২০১৬)

www.dawateislami.net

মাদানী মাশওয়ারার ব্যাপারে ৫টি উপদেশ

(১) মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ করা সাংগঠনিক এবং নৈতিক দায়িত্ব। (২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭- ১২ মার্চ ২০১৬)

(২) মাশওয়ারা তার কাছ থেকে নিন যিনি খোদাভীরু ও বিশ্বস্ত। (১৬ রমযান শরীফ ১৪৪২ রাত)

(৩) মাশওয়ারা যেন শরীয়ত ও নিষ্ঠামূলক হয়, যদি কারো হৃদয়ে আঘাত ও অপমানিত না করা হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশকারী আমল। (২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১২ মার্চ ২০১৬)

(৪) মাদানী মাশওয়ারা করার দ্বারা অধীনস্থ ইসলামী ভাইদের মাদানী প্রশিক্ষণও হয়। (২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭-১২ মার্চ ২০১৬)

(৫) মাশওয়ারা মাশওয়ারাই হয়, আদেশ নয়, তাই গ্রহণ না হলে রাগ করা উচিত নয়। (২৭ রজব শরীফ ১৪৩৬-১৬ মে ২০১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

গাউসে আযমের মুরিদদের জন্য সুখবর

গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার মুরীদদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বাহজাতুলআসরার, পৃষ্ঠা: ১৯৩ সারাংশ)

সুনা লা তাখাফ তেরা ফরমানে আলী
গোলামো কি ডারস বান্ধী গাউসে আযম

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খ তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ যুগের একজন মহান ইলমী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর বরকতে হাজার হাজার অমুসলিম মুসলমান হয়েছে, লাখ লাখ মুসলমানের জীবন পরিবর্তন হয়েছে এবং তারা সুন্নাতের পথিক হয়ে গেছে। মুসলমানের কল্যাণের চেতনায় আমার মাদানী পরামর্শ হলো, আপনিও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে হুযুর গাউস পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে যান আর আপনি যদি ইতিমধ্যেই কোন পীরের মুরীদ হয়ে থাকেন, তবে বাইয়াতে বরকত অর্জন করার জন্য ত্বালিব হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য বরকত অর্জন হবে।

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মুরিদ হন:

মুরীদ হওয়ার জন্য বা অন্য কাউকে মুরীদ বানানোর জন্য পিতা-মাতা ও বয়সসহ নাম লিখে +৯২৩২১২৬২৬১১২ নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এই নাম্বারে কল রিসিভ হয় না, শুধু টেক্সট এর মাধ্যমে এই বিবরণ গুলো পাঠান।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী

(১) যে কাজ নম্রতার সহিতহয় তা কঠোরতায় হয় না।

(২৪ রবিউল আখির ১৪২৬- ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ বিশেষ)

(২) বাঁচতে হলে এমনভাবে বাঁচুন যেন যুগের লোকেরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। (২০ রমযান শরীফ ১৪৩৭ - ২৫ জুন ২০১৬ তারাবির পর)

(৩) সম্পদের পরিবর্তে স্রষ্টার ভালোবাসা অর্জিত হলে কতই না ভালো।

(১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ -২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)

(৪) পিতামাতার মূল্যায়ন করুন কারণ তাদের কোন বিকল্প নেই।

(৭ জুমাদাল উলা ১৪৩৬)

(৫) শিক্ষার্থীরা দেশের মূল পুঁজি এবং তারা দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। (১০ রমযান শরীফ ১৪৪২)

(৬) সুখের সঙ্গী অনেকে হয় কিন্তু দুঃখের সঙ্গী অনেক কম।

(৯ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৪-৮ আগস্ট ২০২২)

(৭) কষ্টে "মরিচ" না দিয়ে মলম লাগান। (১ সফর ১৪৪৪- ২৯ আগস্ট ২০২২)

(৮) কাউকে নীতির বাধ্য করার সর্বোত্তম উপায় হলো নিজে নীতির বাধ্যগত হয়ে যাওয়া। (১৮ সফর শরীফ ১৪৪৩-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১)

(৯) আগ্রহ থাকলে হাজার পথ থাকে তবে আগ্রহ না থাকলে হাজার অজুহাত আছে। (২৭ যি'কাদ শরীফ ১৪৪৩-২৮ জুন ২০২২)

মাদানী চ্যানেল বাংলা দেখতে ক্লিক করুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net